পেঁয়াজের উৎপাদন, বিপণন ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা

পেঁয়াজের উৎপাদন, বিপণন ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি

সংকলন: সুলতানান নাসিরা, সহকারী পরিচালক, গবেষণা শাখা

সম্পাদন: মোহাম্মদ রেজা আহমেদ খান, উপ পরিচালক (গবেষণা)

সার্বিক তত্ত্বাবধান: কাজী আবুল কালাম, পরিচালক (যুগ্ম সচিব), গবেষণা এবং আইসিটি

প্রকাশকাল: জুলাই, ২০২১

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা

সারসংক্ষেপ

সারা বিশ্বে মশলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পেঁয়াজ ফসলের বৈশ্বিক আবাদ হয় ২২ লক্ষ হেক্টর জমিতে। বৈশ্বিক উৎপাদন ২২.৯৬ বিলিয়ন মে.টন এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন হয় চীন এবং ভারতে। পেঁয়াজের দেশজ চাহিদা প্রায় ২৬.২৫ লক্ষ মে.টন এবং এর এক-তৃতীয়াংশ আমদানি দ্বারা মেটাতে হয় এবং মূল আমদানি হয় ভারত থেকে যা আমদানিকৃত পেঁয়াজের ৭৫-৮০%। ২০২০ সালে দেশিয় উৎপাদন ২.৫৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৩৩.৬২ লক্ষ মে.টন এবং গড় ফলনের পরিমাণ হেক্টর প্রতি ১৩.২৪ মে.টন। রবি ও খরিপ উভয় মৌসুমে পেঁয়াজ উৎপাদন হয়। শীতকালে উৎপাদিত পেঁয়াজ সারা বছর খাওয়া যায়। রাজশাহী বিভাগে উৎপাদনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি ১২.৫৮ লক্ষ মে.টন। সর্বাধিক পেঁয়াজ উৎপাদনকারী জেলা পাবনায় উৎপাদনের পরিমাণ ৭.১৯ লক্ষ মে.টন। সর্বোচ্চ আবাদ হয়েছে ঢাকা বিভাগে ৯৬৩২৬ হেক্টর জমিতে। সংগ্রহোত্তর ক্ষতি প্রায় ২৫-৩০%। ২০২০-২০২১ সালে পেঁয়াজের গড় উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ১৯.২৪ টাকা যা, গত ২০১৮-২০১৯ সালে ছিল ১৬ টাকা। ২০২০ সালে দেশি পেঁয়াজের জাতীয় গড় বাজারদর ছিল কৃষক পর্যায়ে ৫০ টাকা/ কেজি, পাইকারি পর্যায়ে ৫৮ টাকা/কেজি এবং খুচরা পর্যায়ে ৬৫ টাকা/কেজি, যা তার আগের বছরের চেয়ে যথাক্রমে ৪৭.১%, ৫৬.৭৬% এবং ৫১.১৬% বেশী। সার্বিকভাবে অল্প কিছু সময় ছাড়া ২০২০ সালে পেঁয়াজের বাজারমূল্য অনেকটাই স্থিতিশীল ছিল বলা যায়।

২০১৯-২০২০	বিবরণ এবং হ্রাস বৃদ্ধি	২০২০-২০২১	২০২০-২০২১
২৫.৬১	মোট উৎপাদনের পরিমাণ (লক্ষ মে.টন)	↑	৩৩.৬২
৪.৬৮	উৎপাদন কন্দ পেঁয়াজ (মুড়িকাটা) (লক্ষ মে.টন)	↑	৮.২১
২০.৯৩	উৎপাদন চারা পেঁয়াজ (হালি) (লক্ষ মে.টন)	↑	২৫.৪১
২.৩৮	আবাদকৃত জমি (লক্ষ হেক্টর)	↑	২.৫৩
১০.৭৬	গড় ফলন (লক্ষ মে.টন) হেক্টর প্রতি	↑	১৩.২৭
১৭.৯৩	নীট বাৎসরিক উৎপাদন	↑	২৩.৫৩
১৬.০০	গড় উৎপাদন খরচ (একর প্রতি/টাকা)	↑	১৯.২৪
১০.০০	আমদানি (লক্ষ মে.টন)	↓	৫.৫২
~ ২৬.২৫	বাৎসরিক চাহিদা (লক্ষ মে.টন)	~	২৬.২৫

মোহাম্মদ ইউসুফ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

মহাপরিচালকের বাণী

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি কৃষি। কৃষির উন্নয়নই দেশের উন্নয়ন। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কৃষির অবদান অপরিসীম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান উপলব্ধি করেছিলেন- কৃষির উন্নয়ন ব্যতীত বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার বিনামূল্যে ও ভর্তুকিমূল্যে উচ্চফলনশীল জাতের বীজ, সার ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে কৃষিকে লাভজনক করতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। দেশের জিডিপিতে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের কৃষি আজ বাজারমুখী এবং একই সাথে স্বনির্ভরশীলতা অর্জনে বদ্ধপরিকর। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও কৃষি মন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সুযোগ্য নেতৃত্বে কৃষিপণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে প্রথম সারির দেশ হিসাবে বাংলাদেশ এখন 'রোল মডেল' এ পরিণত হয়েছে।

উৎপাদনের এই গতিশীলতা বজায় রাখতে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের সময়োপযোগী ও কার্যকর বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ফলে বিপণন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এখন যুগের দাবি। বর্তমানে ক্রমহ্রাসমান জমিতে বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ফসল অধিক হারে উৎপাদন করে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব হচ্ছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গবেষণা উইং হতে পেঁয়াজের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসলের বিপণন প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা প্রশংসনীয়। "পেঁয়াজের উৎপাদন, বিপণন ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি" কৃষি উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে পেঁয়াজের বাৎসরিক উৎপাদন, বাজার দর, ব্যবসা পরিচালনা, আমদানি-রপ্তানি অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পাশাপাশি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রভূত সহায়তা করবে বলে আমি আশা করছি। প্রতিবেদন প্রণয়নে সম্পৃক্ত সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

কাজী আবুল কালাম
পরিচালক (যুগ্ম সচিব), গবেষণা এবং আইসিটি
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা

উপক্রমণিকা

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা অপরিসীম। সময় পরিবর্তনের সাথে-সাথে নানামুখি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশের কৃষি উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষির এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি মূল্য সংযোজন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন যুগোপযোগী বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এর জন্য প্রয়োজন কৃষিপণ্যের উৎপাদন এবং বিপণন সম্পর্কিত বাস্তবিক তথ্য।

বাঙ্গালির রসনা বিলাসে পেঁয়াজ একটি অন্যতম উপাদান এবং এর উৎপাদন এখনও দেশের সামগ্রিক চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট নয় বিধায় তা আমদানি নির্ভর। ফলে পেঁয়াজের উৎপাদক পর্যায়ে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করাসহ এর বাজার স্থিতিশীল রাখতে দেশিয় তথ্যের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজার এর তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

"পেঁয়াজের উৎপাদন, বিপণন ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি" এ পেঁয়াজ সম্পর্কিত সাধারণ বিষয়াদি ছাড়াও মূলত ২০২০ সালের উৎপাদন এবং উৎপাদন খরচ, বিপণন এবং আমদানি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। দেশি পেঁয়াজের মূল্য সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত ছাড়াও এর চাহিদা এবং সরবরাহ সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রাথমিক এবং সেকেন্ডারি তথ্যের সহায়তায় প্রণীত প্রতিবেদনটি পেঁয়াজের আভ্যন্তরীণ সরবরাহ বৃদ্ধি, বাজার ব্যবস্থাপনাসহ নীতি নির্ধারণে সহায়ক সুপারিশ উপস্থাপন করেছে। নীতি নির্ধারকসহ বিভিন্ন অংশীজনের কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ গবেষণায় প্রতিবেদনটি সাহায্য করবে বলে আশা করা যায়।

সূচিপত্র

অধ্যায়		শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
অধ্যায়-১	**সাধারণ বিষয়াদি**	১.১ ফসল পরিচিতি	০৯
		১.২ জাত পরিচিতি	০৯
		১.৩ চাষাবাদ সম্পর্কিত	১০
		১.৪ সংগ্রহ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা	১২
		১.৪.১ সংরক্ষণ	১২
		১.৪.২ বাজারজাতকরনের প্রস্তুতি	১৩
		১.৫ বিপণন সম্পর্কিত	১৩
		১.৫.১ মার্কেটিং চ্যানেল	১৩
		১.৫.২ বাজার কারবারি	১৪
		১.৫.৩ মধ্যস্থকারবারীর কার্যাবলী	১৪
		১.৫.৪ বিদ্যমান পেঁয়াজের মার্কেটিংচ্যানেল	১৫
		১.৫.৫ মার্কেট চার্জ	১৫
অধ্যায়-২	**পেঁয়াজের উৎপাদন ও বিপণন পরিস্থিতি**	২.১ পেঁয়াজের বৈশ্বিক পরিস্থিতি	১৬
		২.১.১ প্রধান পেঁয়াজ উৎপাদনকারী দেশসমুহ	১৬
		২.১.২ বিশ্বে প্রধান পেঁয়াজ আমদানিকারী দেশ	১৭
		২.১.৩ বিশ্বে প্রধান পেঁয়াজ আমদানিকারী দেশ	১৮
		২.১.৪ পেঁয়াজের মূল্য ভিত্তিক র‍্যাংকিং	১৮
		২.২ পেঁয়াজের বাংলাদেশ পরিস্থিতি	১৯
		২.২.১ আবাদকৃত জমি	১৯
		২.২.২ পেঁয়াজ উৎপাদন	১৯
		২.২.৩ উৎপাদনস্থল	২১
		২.৩ বাংলাদেশে পেঁয়াজের বিপণন পরিস্থিতি	২৩
		২.৩.১ চাহিদা এবং সরবরাহ	২৩
		২.৩.২ বিভাগওয়ারী আবাদকৃত জমি ও উৎপাদন	২৪
		২.৩.৩ কন্দ ও চারা পেঁয়াজ উৎপাদন পরিস্থিতি	২৫
		২.৩.৪ আমদানি পরিস্থিতি	২৫
		২.৩.৫ আমদানিসহ মোট সরবরাহ	২৬
		২.৩.৬ ২০২০ সালে আমদানি	২৭
		২.৪ সংগ্রহোত্তর ক্ষতি এবং নীট সরবরাহ	২৮
		২.৫ পেঁয়াজের আর্থিক বিশ্লেষণ	২৮
		২.৫.১ উৎপাদন ব্যয়	২৮
		২.৫.২ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক দক্ষতা	৩০
		২.৫.৩ লাভজনকতা	৩০
		২.৫.৪ মূল্য বিস্তৃতি	৩০

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
অধ্যায়-৩ পেঁয়াজের মূল্যের আচরণগত বিশ্লেষণ	৩.১ বাংলাদেশে পেঁয়াজের মূল্য ধারা	৩১
	৩.২ আমদানির তুলনায় বাজারদর	৩৪
	৩.৩ ২০২০ সালে দেশি পেঁয়াজের মূল্য পরিস্থিতি	৩৫
	৩.৪ ২০২০ সালে পেঁয়াজের (দেশি) মাসিক জাতীয় গড় বাজারদর	৩৬
	৩.৫ ২০২০ সালে মাসওয়ারী দেশি ও আমদানিকৃত পেঁয়াজের পাইকারী ও খুচরা বাজারদরের তুলনা	৩৭
	৩.৬ বিভাগওয়ারী ২০২০ সালে দেশী পেঁয়াজের গড় বাজারদর	৩৮
	৩.৭ ২০২০ সালে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উৎপাদনকারী ৫টি জেলার দেশী পেঁয়াজের খুচরা বাজারদর	৪২
	৩.৮ পেঁয়াজের বাজারে প্রতিযোগীতা ও বর্তমান যোগান সংকট (Supply Shock)	৪৩
অধ্যায়-৪ বাংলাদেশে পেঁয়াজের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভূমিকা	৪.১ পেঁয়াজ সংরক্ষণে অধিদপ্তরের ভূমিকা	৪৫
	৪.২ বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রনে অধিদপ্তরের ভূমিকা	৪৫
অধ্যায়-৫ সুপারিশ ও উপসংহার	৫.১ সুপারিশ	৪৬
	৫.২ উপসংহার	৪৬
সংযুক্তি-১	বিভিন্ন দেশে পেঁয়াজের মূল্য পরিস্থিতি	৪৭
সংযুক্তি-২	৬৪ জেলার আবাদকৃত জমি, উৎপাদন ও ফলন	৪৮

সারণী নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
২.১	পেঁয়াজ উৎপাদনে শীর্ষ ১০টি দেশ	১৬
২.২	পেঁয়াজ আমদানিকারী শীর্ষ ১০টি দেশ	১৬
২.৩	পেঁয়াজ রপ্তানিকারী শীর্ষ ১০টি দেশ	১৮
২.৪	বিগত ১০ বছরে পেঁয়াজ আবাদকৃত জমি	১৯
২.৫	বছরওয়ারী পেঁয়াজ উৎপাদন	২০
২.৬	অধিক পেঁয়াজ উৎপাদনকারী জেলা	২১
২.৭	২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরের তুলনা	২২
২.৮	বিভাগওয়ারী আবাদকৃত জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ	২৪
২.৯	বছরওয়ারী কন্দ ও চারা পেঁয়াজ উৎপাদন	২৪
২.১০	বছরওয়ারী উৎপাদন ও আমদানিসহ মোট সরবরাহ	২৬
২.১১	২০২০ সালে মাসিক পেঁয়াজ আমদানির পরিমাণ	২৭
২.১২	২০২০-২০২১ অর্থবছরে পেঁয়াজের উৎপাদন খরচ	২৯
২.১৩	উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহারিক দক্ষতা	৩০
২.১৪	পেঁয়াজ চাষীর লাভজনকতা	৩০
৩.১	বছর ভিত্তিক পেঁয়াজের নামিক মূল্য এবং প্রকৃত মূল্য খুচরা পর্যায়ে	৩১
৩.২	কৃষকপ্রাপ্ত, পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে গড় বাজারদর	৩২
৩.৩	বছরওয়ারী দেশী ও আমদানিকৃত পেঁয়াজের তুলনামুলক বাজারদর	৩৪
৩.৪	২০২০ সালে দেশী পেঁয়াজের মাসিক জাতীয় গড় বাজারদর	৩৬
৩.৫	২০২০ সালে মাসওয়ারী দেশী ও আমদানিকৃত পেঁয়াজের পাইকারী ও খুচরা বাজারদর	৩৭
৩.৬	২০২০ সালে সর্বোচ্চ উৎপাদনকারী জেলাসমুহের দেশী পেঁয়াজের খুচরা বাজারদর	৪২
৩.৭	২০২০ সালে সর্বনিম্ন উৎপাদনকারী জেলাসমুহের দেশী পেঁয়াজের খুচরা বাজারদর	৪২
৩.৮	রংপুর বিভাগের জেলাসমূহের আমদানিকৃত পেঁয়াজের পাইকারী বাজারদর	৪৩
৩.৯	রংপুর বিভাগের জেলাসমূহের দেশীয় পেঁয়াজের পাইকারী বাজারদর	৪৩

চিত্র নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১.১	পেঁয়াজের ক্ষেত	০৯
১.২	বারি পেঁয়াজ	১০
১.৩	স্থানীয় জাতের পেঁয়াজ	১০
১.৪	রোপনকৃত পেঁয়াজ	১০
১.৫	পেঁয়াজ চাষ পদ্ধতি	১১
১.৬	পেঁয়াজ সংরক্ষণ	১২
১.৭	বাজারজাতকরণের প্রস্তুতি	১৩
১.৮	বাজার কারবারি	১৩
১.৯	বাজার কারবারির ধরণ	১৪
১.১০	মার্কেটিং চ্যানেল	১৫
২.১	প্রধান পেঁয়াজ উৎপাদনকারী দেশ	১৬
২.২	মানচিত্রে প্রধান পেঁয়াজ উৎপাদনকারী দেশ	১৬
২.৩	বিভিন্ন দেশে পেঁয়াজের মূল্যভিত্তিক র‌্যাংকিং ম্যাপ	১৮
২.৪	বছরওয়ারী আবাদকৃত জমির পরিমাণ	১৯
২.৫	বছরওয়ারী পেঁয়াজ উৎপাদন	২০
২.৬	প্রধান প্রধান পেঁয়াজ উৎপাদনকারী জেলা	২১
২.৭	অধিক উৎপাদনকারী জেলাসমুহে ২ বছরের উৎপাদনের তুলনা	২২
২.৮	বিভাগওয়ারী আবাদকৃত জমি	২৪
২.৯	বিভাগওয়ারী উৎপাদন	২৪
২.১০	কন্দ ও চারা পেঁয়াজ উৎপাদন	২৫
২.১১	আমদানিকৃত পেঁয়াজ	২৫
২.১২	বছরওয়ারী উৎপাদন ও আমদানিসহ মোট সরবরাহ	২৬
২.১৩	মাসওয়ারী আমদানি	২৭
২.১৪	সংগ্রহোত্তর ক্ষতি	২৮
২.১৫	পেঁয়াজ উৎপাদনের শতকরা হার	২৯
২.১৬	বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহারিক দক্ষতা	৩০
২.১৭	মূল্য বিস্তৃতি	৩০
৩.১	বছর ভিত্তিক পেঁয়াজের খুচরা নামিক মূল্য এবং প্রকৃত মূল্য	৩১
৩.২	বিভিন্ন পর্যায়ে বছরওয়ারী গড় বাজারদর	৩২
৩.৩	২০১৬ সালে দেশী পেঁয়াজের খুচরা মূল্য	৩৩
৩.৪	২০১৭ সালে দেশী পেঁয়াজের খুচরা মূল্য	৩৩
৩.৫	২০১৮ সালে দেশী পেঁয়াজের খুচরা মূল্য	৩৩
৩.৬	২০১৯ সালে দেশী পেঁয়াজের খুচরা মূল্য	৩৩
৩.৭	দেশী পেঁয়াজের গড় বাজারদর	৩৪
৩.৮	পেঁয়াজ আমদানির পরিমাণ	৩৪
৩.৯	বছরওয়ারী আমদানিকৃত ও দেশী পেঁয়াজের বাজারদরের তুলনা	৩৪
৩.১০	আমদানি ও স্থানীয় পর্যায়ে বিক্রয়	৩৫
৩.১১	পাইকারী গড় বাজারদর	৩৫
৩.১২	খুচরা গড় বাজারদর	৩৫
৩.১৩	পাইকারী ও খুচরা মূল্য সূচক	৩৬
৩.১৪	মাসওয়ারী আমদানিকৃত ও দেশী পেঁয়াজের বাজারদরের তুলনা	৩৭
৩.১৫	ঢাকা বিভাগে ২০২০ সালে পাইকারী গড় বাজারদর	৩৮
৩.১৬	ময়মনসিংহ বিভাগে ২০২০ সালে পাইকারী গড় বাজারদর	৩৮
৩.১৭	রাজশাহী বিভাগে ২০২০ সালে পাইকারী গড় বাজারদর	৩৯
৩.১৮	রংপুর বিভাগে ২০২০ সালে পাইকারী গড় বাজারদর	৩৯
৩.১৯	খুলনা বিভাগে ২০২০ সালে পাইকারী গড় বাজারদর	৪০
৩.২০	বরিশাল বিভাগে ২০২০ সালে পাইকারী গড় বাজারদর	৪০
৩.২১	চট্টগ্রাম বিভাগে ২০২০ সালে পাইকারী গড় বাজারদর	৪১
৩.২২	সিলেট বিভাগে ২০২০ সালে পাইকারী গড় বাজারদর	৪১
৩.২৩	সর্বোচ্চ উৎপাদনকারী জেলাসমূহে দেশী পেঁয়াজের খুচরা বাজারদর	৪২
৩.২৪	সর্বনিম্ন উৎপাদনকারী জেলাসমূহে দেশী পেঁয়াজের খুচরা বাজারদর	৪২
৩.২৫	স্বাভাবিক সরবরাহ ও সরবরাহে বিঘ্ন অবস্থায় আমদানিকৃত পেঁয়াজের জেলাওয়ারী পাইকারী বাজারদর	৪৩
৩.২৬	স্বাভাবিক সরবরাহ ও সরবরাহে বিঘ্ন অবস্থায় দেশী পেঁয়াজের জেলাওয়ারী পাইকারী বাজারদর	৪৩

Acronyms

BBS	Bangladesh Bureau of statistics
DAM	Department of Agricultural Marketing
DAE	Department of Agricultural Extension
FAO	Food and Agriculture Organization of United Nation

অধ্যায়-১
সাধারণ বিষয়াদি

চিত্র- ১.১: পেঁয়াজের ক্ষেত

১.১: ফসল পরিচিতি

পেঁয়াজ বিশ্বব্যাপি সর্বাধিক ব্যবহৃত মশলাসমূহের মধ্যে অন্যতম। এর বৈজ্ঞানিক নাম হল- *Allium cepa* (সূত্র- উইকিপিডিয়া)। পেঁয়াজ-এর পাতা ও কলি ভিটামিন 'এ' এবং ডাঁটা ভিটামিন-'সি' ও 'ক্যালসিয়াম' সমৃদ্ধ। তাছাড়া এতে আমিষ, লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, পটাসিয়াম ও সালফার ইত্যাদি খাদ্য উপাদানও রয়েছে। খাবার দ্রুত হজমকারক ও রুচিবর্ধক হিসেবেও এর জুড়ি নেই। পেঁয়াজ সাধারণত মসলা হিসাবে ব্যবহৃত হলেও সবজি ও সালাদ হিসাবেও পেঁয়াজ ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। অন্যান্য অনেক মসলার ন্যায় পেঁয়াজ কেবল খাদ্যদ্রব্যকে আকর্ষণীয় ও খাদ্যের স্বাদই বৃদ্ধি করে না, খাদ্যের পুষ্টিগুণও বৃদ্ধি করে এবং এর ঔষধিগুন ও অপরিসীম। বাংলাদেশের জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর অন্যতম অপরিহার্য ও জনপ্রিয় খাদ্য উপকরণ হলো পেঁয়াজ। সারাবছর বাজারে পেঁয়াজের দেখা মেলে। এটি সাধারণতঃ ঠান্ডা জলবায়ুর উপযোগী ফসল এবং বাংলাদেশে মূলত রবি মৌসুমেই পেঁয়াজের আবাদ হয়ে থাকে। পেঁয়াজের চাষ শুধু শীতকালেই হয় না, বর্তমানে গ্রীষ্মকাল ও বর্ষাকালেও চাষ করা হচ্ছে। তবে ইদানিং গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের আবাদও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১.২: জাত পরিচিতি

দেশে পেঁয়াজের চাহিদা মেটাতে পেঁয়াজের উচ্চ ফলনশীল ৬টি জাত নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে মসলা গবেষণা কেন্দ্র বগুড়া। তবে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বারি-৫ আগাম জাতের উচ্চ ফলনশীল পেঁয়াজে সফলতা অর্জন স্বরূপ কৃষক পর্যায়ে পরীক্ষামূলক চাষও শুরু করেছে। ইতোমধ্যে পেঁয়াজের চাষ করা হয়েছে। পেঁয়াজের ফলন ভালো হয়েছে। প্রতি বছরই বর্ষার শেষে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে পেঁয়াজের তীব্র সংকট দেখা দেয়। কারণ এ সময় মাঠে ও কোনো কৃষকের ঘরেই পর্যাপ্ত পেঁয়াজ থাকে না। ফলে সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে পেঁয়াজের দাম বেড়ে যায়। সংকট মোকাবেলার জন্য পেঁয়াজের ৬টি জাত নিয়ে নিরলসভাবে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে মসলা গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি। বগুড়া মসলা গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. হামিম রেজা বলেন, দেশের মসলার মধ্যে পেঁয়াজের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। তাই পেঁয়াজের উন্নত জাত আবিষ্কারে তাঁরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন (সূত্রঃ কালের কণ্ঠ)। বর্তমানে পেঁয়াজের ৬টি জাত নিয়ে গবেষণা করলেও বারি-৫ জাতের পেঁয়াজ গবেষণায় সফলতা পেয়েছে।

বারি পেঁয়াজ-১: জাতটির কন্দ অধিক ঝাঁঝযুক্ত। জাতটি রবি মৌসুমে চাষ উপযোগী।

বারি পেঁয়াজ-২: জাতটি বিশেষভাবে খরিফ মৌসুমে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে স্বল্প সময়ের ফসল। এটি দেখতে গোলাকার ও লাল রঙের। আগাম চাষের জন্য মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বীজতলায় বীজ বোনা যায় এবং এপ্রিল মাসে ৪০-৪৫ দিনের চারা মাঠে রোপণ করা যায়। নাবী চাষের জন্য জুন-জুলাই মাসে বীজতলায় বীজ বুনতে হয়।

বারি পেঁয়াজ-৩: জাতটি বিশেষভাবে খরিফ মৌসুমে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে স্বল্প সময়ের ফসল। এটি দেখতে গোলাকার ও লাল রঙের। বীজ বোনার জন্য মধ্য জুন থেকে মধ্য জুলাই মাস উপযুক্ত সময়। আগাম চাষে বীজ বোনার উপযুক্ত সময় হচ্ছে মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের প্রথম সপ্তাহ এবং এপ্রিল মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

বারি পেঁয়াজ-৪: এটি উচ্চ ফলনশীল শীতকালীন পেঁয়াজ। আকৃতি গোলাকার, রং ধুসর লালচে বর্ণের ও ঝাঁঝযুক্ত।

চিত্র- ১.২: বারি পেঁয়াজ

বারি পেঁয়াজ-৫: এ জাতটি গ্রীষ্মকালে চাষের উপযোগী স্বল্প সময়ের ফসল। এটি সারা বছরব্যাপী চাষ করা যেতে পারে। বীজ থেকে ফসল উত্তোলন পর্যন্ত ৯৫-১১০ দিন সময় লাগে। এ পেঁয়াজ আবাদের জন্য প্রথমে বীজতলা করতে হয়। বীজতলায় বারি-৫ জাতের পেঁয়াজের বীজ থেকে চারা উৎপাদন করার পর ৪০ থেকে ৪৫ দিন বয়সী চারাগুলো উঁচু জমিতে বপন করতে হবে। যাতে জমিতে পানি না জমে। জমিতে চারা রোপণের ৬০ দিনের মধ্যে ফলন পাওয়া যাবে। জুন-জুলাইয়ে বীজতলা করে বীজ রোপণ করলে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের মধ্যেই এর ফলন পাওয়া যাবে। এ জাতের পেঁয়াজ বছরের অন্য সময়েও রোপণ করা যাবে। তবে খরিপ-২ (১৬ জুলাই-১৫ অক্টোবর) মৌসুমে বারি-৫ জাতের পেঁয়াজ উচ্চ ফলন দেয়। আর খরিপ-১ (১৬ মার্চ-১৫ জুলাই) ও রবি মৌসুম (১৬ অক্টোবর-১৫ মার্চ) এই পেঁয়াজ ফলনে কম হয়। এটা এই জাতের এটিই বৈশিষ্ট্য।

চিত্র- ১.৩: স্থানীয় জাতের পেঁয়াজ

স্থানীয় জাত: স্থানীয় জাতের মধ্যে তাহেরপুরী, ফরিদপুরের ভাতি, ঝিটকা, কৈলাসনগর উল্লেখযোগ্য। আগাম রবি মৌসুমে এ জাত দুটির ফলন দ্বিগুণ হয় এবং কন্দের মানও উন্নত হয়। উদ্ভাবিত ও উল্লিখিত পেঁয়াজের জাত দুইটি উত্তরবঙ্গ, কুষ্টিয়া, যশোর ও ফরিদপুর অঞ্চলে ব্যবসায়িক ভাবে চাষ করার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

১.৩ চাষাবাদ সম্পর্কিত

বপন/রোপণ পদ্ধতি ও সময়

সরাসরি জমিতে বীজ বুনে, কন্দ ও চারা রোপণ করে পেঁয়াজ উৎপাদন করা যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে অর্থাৎ রবি ও খরিপ মৌসুমে এমনকি সারা বছরের ফসলরূপে পেঁয়াজের চাষ হয়। দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই বীজতলায় বীজ বুনে, চারা তুলে সেই চারা জমিতে রোপণ করা হয়। সরাসরি ছোট ছোট কন্দ লাগিয়েও পেঁয়াজের চাষ করা হয়। সাধারণত অক্টোবর থেকে নভেম্বর (আশ্বিন-কার্তিক)মাসে বীজতলায় বীজ বোনা হয় এবং ৪০-৫৫ দিন পর চারা জমিতে রোপণ করা হয়। সমগ্র উত্তরাঞ্চল, যশোর, কুষ্টিয়া ও ফরিদপুর অঞ্চলে সারা বছর গ্রীষ্মকালিন পেঁয়াজের চাষ করা হয়। গ্রীষ্মকালে ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই এবং বর্ষাকালে জুলাই থেকে অক্টোবর এবং শীতকালে অক্টোবর থেকে জানুয়ারি মাসে পেঁয়াজ চাষ করা যায়।

চিত্র- ১.৪: রোপনকৃত পেঁয়াজ

চাষাবাদ পদ্ধতি

চিত্র- ১.৫: পেঁয়াজ চাষ পদ্ধতি

পেঁয়াজকে সাধারণত ঠান্ডা জলবায়ু উপযোগী ফসল বলে বর্ণনা করা হয়। উর্বর মাটি এবং সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত জমিতে পেঁয়াজ চাষ ভালো হয়। ১৫-২৫ সেঃ তাপমাত্রা পেঁয়াজের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী। উচ্চ তাপমাত্রায় জন্মানো পেঁয়াজে ঝাঁঝ বেশি হয়। অধিক এঁটেল মাটিতে পেঁয়াজের চাষ করা যায় না। দোআঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি পেঁয়াজ চাষের জন্য উত্তম।

এ ফসল চাষের জন্য বারবার চাষ দিয়ে মাটি বেশ ঝুরঝুরে করে নেয়া আবশ্যক। সুনিষ্কাশিত ও উত্তম জৈবপদার্থ যুক্ত উর্বর মাটিতে পেঁয়াজ ভালো হয়।

আমাদের দেশে তিনটি পদ্ধতিতে পেঁয়াজ চাষ করা হয়

১. জমিতে সরাসরি বীজ ছিটিয়ে;

২. কন্দ বা বাল্ব রোপণ করে; এবং

৩. বীজ থেকে উৎপন্ন চারা সংগ্রহ করে রোপণ।

বীজ বপন ও চারা রোপণ সময়

শীতকালীন জাতগুলোর বীজ মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর মাসে বীজতলায় বপন করতে হয় এবং অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত ৪০-৫০ দিন বয়সের চারা ক্ষেতে রোপণ করতে হয়।

গ্রীষ্মকালীন জাতগুলো যেমন বারি পেঁয়াজ ২ ও ৩ আগাম চাষ করতে হলে মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের ১ম সপ্তাহ পর্যন্ত বীজ বপন করতে হয় এবং এপ্রিল মাসে ৪০-৫০ দিন বয়সের চারা মাঠে রোপণ করা যায়।

গ্রীষ্মকালীন জাতগুলো নাবি হিসেবে চাষ করতে হলে জুলাই মাসে বীজতলায় বীজ বপন করতে হয় এবং মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর মাসে ৪০-৫০ দিন বয়সের চারা মাঠে রোপণ করতে হয়। গ্রীষ্মকালীন জাতগুলোর জন্য বীজ বপন থেকে ফসল উত্তোলন পর্যন্ত প্রায় ৯৫-১১০ দিন এবং শীতকালীন জাতগুলোর জন্য ১৩০-১৪০ দিন সময় লাগে। এ সময়ে বীজ বপন ও চারা রোপনের সময় অত্যধিক বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পলিথিন/চাঁটাই ব্যবহার করা যেতে পারে।

অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা

রোপন পদ্ধতিতে লাগানো গাছে যে কলি বের হয় তা শুরুতে ভেঙে দিতে হয়। কলি তরকারি কিংবা সালাদরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। বীজের উদ্দেশ্যে পেঁয়াজ ফসলের যে অংশ রাখা হয়, সেখানে ইউরিয়া ও পটাশ ও টিএসপি সার দ্বিতীয় দফায় প্রয়োগ করা যায়। পেঁয়াজের জমিতে প্রয়োজনীয় রস না থাকলে প্রতি ১০-১৫ দিন অন্তর সেচ প্রয়োজন। সেচ প্রদানের পর মাটি দৃঢ় হয়ে গেলে তা নিড়ানি দিয়ে ভালভাবে দৃঢ়তা ভেঙ্গে দিয়ে ঝুরঝুরা করে দিতে হবে। তাতে কন্দের বৃদ্ধি ভাল হবে। নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। তবে ভাল ফলনের জন্য পেঁয়াজের বেডে কচুরিপানা দিয়ে ঢেকে দেয়া যেতে পারে। এতে জমিতে সেচ কম লাগে। গাছের গোড়া সব সময় ঝুরঝুরে মাটি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। পেঁয়াজের কন্দ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফুলের কলি দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্রই তা ভেঙ্গে দিতে হবে। পেঁয়াজ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। সুতরাং পেঁয়াজের জমিতে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

পেঁয়াজ তোলার ১৫ দিন পূর্ব থেকে সেচ বন্ধ রাখতে হবে। আগাছা দেখা যাওয়ার সাথে সাথে নিড়ানি দিয়ে আগাছা উপড়িয়ে ফেলতে হবে। আগাছা নিড়ানো, পেঁয়াজের গোড়ার মাটি একটু আলগা ঝুরঝুরা করার কাজ একই সাথে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ

শীতকালে বীজতলায় বীজ বপণ করে এবং বীজ থেকে ৪০-৪৫ দিন বয়সী চারা ডিসেম্বর মাসে জমিতে রোপণ করা হয়। পেঁয়াজ সংগ্রহের সময় হালকা বৃষ্টি হলে তেমন অসুবিধা হয় না। তবে ভারী বা শিলাবৃষ্টি হলে পেঁয়াজের সংরক্ষণ গুণ কমে যায়। ফলে সতর্কতা গ্রহণ জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। পেঁয়াজ সংগ্রহের উপযুক্ত হলে পাতা হলুদ হয়ে গাছের গোড়া নুয়ে পড়ে। সংগ্রহের একমাস আগে থেকে সেচ বন্ধ রাখতে হবে এবং পরিপক্ক পেঁয়াজ শুকনা আবহাওয়ায় (ফাল্গুন-চৈত্র মাসে) সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

১.৪ সংগ্রহ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

১.৪.১ সংরক্ষণ

শীতকালে উৎপাদিত পেঁয়াজ সারা বছর খাওয়া হয়। ফলে এর সংরক্ষণও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শীত মৌসুমের পেঁয়াজ দীর্ঘ সময় সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। পেঁয়াজের উৎপাদন প্রক্রিয়া, মৌসুম ও জাতভেদে এর সংরক্ষণ গুণাবলীর পার্থক্য হয়ে থাকে। বারি পেঁয়াজ ১, ৪, ৬ ও তাহেরপুরী জাতের সংরক্ষণ গুণ ভাল এবং দীর্ঘসময় সংরক্ষণ করা যায়। রোপণের ৯০-১০০ দিন পর উৎপাদিত পেঁয়াজ শুকনা আবহাওয়ায় (ফাল্গুন-চৈত্র বা মার্চ- মধ্য এপ্রিল মাসে) সংগ্রহ করা হলে দীর্ঘদিন (৭-৯ মাস) সাধারণ তাপমাত্রায় ভালভাবে সংরক্ষণ করা যায়। পেঁয়াজ সংরক্ষণের কিছু নিয়মনীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। সংরক্ষণের ধাপগুলো নিম্নরুপ:

১) সংরক্ষণের জন্য কম আর্দ্রতাবিশিষ্ট, বেশি ঝাঁঝালো, উজ্জ্বল ত্বক এবং বেশিসংখ্যক ত্বক বিশিষ্ট জাতের পেঁয়াজই উপযুক্ত। গাছের পুষ্টতা এসে গেলে পেঁয়াজের ডগা অর্থাৎ গলার দিকের 'টিস্যু' নরম হয়ে যায়। ফলে পাতা হেলে পড়ে। ফসলের প্রায় ৭০-৮০% গাছের পাতা এভাবে নিজে নিজেই ভেঙ্গে গেলে পেঁয়াজ সংগ্রহের উপযুক্ত সময় হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। পেঁয়াজ সংগ্রহের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি না হয়।

২) পেঁয়াজ সংগ্রহের পর ৫-৭ দিন ঘরে ১০-১২ সে.মি. পুরু করে বায়ু চলাচল সুবিধাযুক্ত, শীতল ও ছায়াযুক্ত স্থানে শুকিয়ে নিতে হয়।

৩) সংরক্ষণের পূর্বে পেঁয়াজ কাটা ছেঁড়া, পঁচা, ছোট-বড়, দোডালা ইত্যাদি অনুযায়ী বাছাই ও শ্রেণীবিন্যাস করা হয়।

৪) পেঁয়াজ সংগ্রহের পর বাল্ব এর সাথে ১-১.৫ সে.মি. গাছ রেখে কাটতে হবে। পেঁয়াজ সংরক্ষণ করতে হলে সংরক্ষণ স্থানটি শুষ্ক ও পরিস্কার আলো-বাতাসযুক্ত হতে হবে। বায়ু চলাচলের সুবিধা রাখতে গিয়ে বৃষ্টির ছাঁটে পেঁয়াজ ভিজে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বাশেঁর পাতলা চটা (বেতী), সুতলী দিয়ে গেঁথে তৈরি 'বানা'-এর উপর পেঁয়াজ সংরক্ষণ করাই উত্তম। ঘরের সিলিং-এ বাঁশের মাচা তৈরি করে তার উপর বানা বিছিয়ে পেঁয়াজ রাখতে হবে। বিভিন্ন শ্রেণির পেঁয়াজ আলাদা আলাদা জায়গায় সংরক্ষণ করা উচিত। টিনের ঘরের সিলিং-এ পেঁয়াজ রাখলে তা ২০-২৫ সে.মি. পুরু করে রাখা যাবে। খড়ের বা টালির সিলিং-এ পেঁয়াজ ১৫-২০ সে.মি. এর বেশি পুরু করে না রাখাই ভালো। মেঝের দুই ফুট উপরে তৈরি মাচায় রাখার চেয়ে সিলিং-এ পেঁয়াজ রাখাই উত্তম। কারণ প্রথমোক্ত স্থানের চারদিকে সাধারণত বায়ু চলাচল কম থাকে। যদি মেঝের দুই ফুট উপরে নির্মিত মাচায় পেঁয়াজ রাখতেই হয়, তবে তা ১০-১৫ সে. মি. এর বেশি পুরু করে না রাখাই ভালো। অধিক পরিমাণ পেঁয়াজ সংরক্ষণ করার প্রয়োজনে ৩-৪ ফুট উচ্চতায় ২ বা ৩টি স্তরে মাঁচা তৈরি করা যেতে পারে।

৫) মাঝে মাঝে সংরক্ষিত পেঁয়াজ নাড়া দিতে হবে এবং পঁচা পেঁয়াজ বাছাই করতে হবে। বাদলা দিনে বিশেষভাবে পেঁয়াজের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা বেশি হওয়ায় পেঁয়াজ শুকায় না, যার ফলে পেঁয়াজ পঁচতে শুরু করে। এ অবস্থায় প্রয়োজনে পেঁয়াজ মাচা থেকে নামিয়ে ছায়াযুক্ত স্থানে পাতলা করে বিছিয়ে শুকিয়ে নিয়ে মাচায় উঠাতে হবে।

৬) কাটা, আংশিক পঁচা ও নষ্ট পেঁয়াজ বাদ দিয়ে ভাল পেঁয়াজ বেছে আলাদা করে নিতে হবে।

চিত্র- ১.৬: পেঁয়াজ সংরক্ষণ

১.৪.২ বাজারজাতকরণের প্রস্তুতি

পেঁয়াজ ভালোভাবে পরিপক্ব হলে পেঁয়াজের গাছ নিজে নিজে শুকিয়ে যায় তখন পেঁয়াজ ওঠানোর উপযুক্ত সময়। পেঁয়াজ সংগ্রহের ১৫ থেকে ২০ দিন আগে গাছের ডগা ভেঙ্গে দিলে ফলন ভাল পাওয়া যায়। পেঁয়াজ গাছ পরিপক্ক হলে পাতা ক্রমান্বয়ে হলুদ হয়ে হেলে পড়ে। জমির প্রায় ৭০-৮০% গাছের এ অবস্থা হলে পেঁয়াজ তোলার উপযোগী হয়। পেঁয়াজ গাছের ঘাড় বা গলা শুকিয়ে ভেঙ্গে গেলে বা নরম মনে হলে বুঝতে হবে যে পেঁয়াজের উত্তোলনের সময় হয়েছে। পেঁয়াজ উত্তোলনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পেঁয়াজ কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

রৌদ্রজ্জ্বল দিনে জমি থেকে পেঁয়াজ তুলে সংরক্ষণ করলে ভাল হয়। পেঁয়াজ সংরক্ষণের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন পেঁয়াজের গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি না হয়। পেঁয়াজের ডগা ২ সেমি. রেখে পাতাগুলো কেটে দেয়া হয়। বাতাস চলাচলের সুবিধাযুক্ত শীতল ও ছায়াময় স্থানে শুকিয়ে নিতে হয়। সংরক্ষণের আগে পেঁয়াজ কাটা, ছেড়া, পঁচা, ছোট বড়, দোদানা ইত্যাদি গ্রেডিং অনুযায়ী আলাদা করে নিতে হবে। বাঁশের পাতলা চটা বা সুতলী দিয়ে গেঁথে তৈরি (বেতী) "বানা" এর উপর পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা উত্তম। ঘরের সিলিং এ বাঁশের মাচা তৈরি করে তার উপর বানা বিছিয়ে পেঁয়াজ রাখতে হবে। বিভিন্ন গ্রেডের পেঁয়াজ আলাদা আলাদা স্থানে সংরক্ষণ করা উচিত। টিনের ঘরের সিলিং এ পেঁয়াজ রাখলে তা ২০-২৫ সেমি. পুরু করে রাখতে হবে।

চিত্র- ১.৭: বাজারজাতকরণের প্রস্তুতি

মাঝে মাঝে সংরক্ষিত পেঁয়াজ বাছাই করতে হবে। প্রয়োজনে পেঁয়াজ মাচা থেকে নামিয়ে ছায়াযুক্ত স্থানে পাতলা করে বিছিয়ে শুকিয়ে নিয়ে তারপর আবার মাচায় উঠাতে হবে। পেঁয়াজ ভালো করে শুকানোর পরে গুদামজাত করতে হয়। গুদাম ঠান্ডা ও বায়ু চলাচলের ব্যবস্থাযুক্ত হওয়া উচিত। গুদামে পরীক্ষা করে পচা ও রোগাক্রান্ত পেঁয়াজ বেছে সরিয়ে ফেলতে হয়। ঠান্ডা গুদামে ৩৪° ফা. তাপে এবং শতকরা ৬৪ ভাগ আর্দ্রতায় পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা হয়।

১.৫ বিপণন সম্পর্কিত

১.৫.১ মার্কেটিং চ্যানেল

বাংলাদেশে বর্তমান/বিদ্যমান কৃষিপণ্যের মার্কেটিং ব্যবস্থা:
বাংলাদেশের বিদ্যমান কৃষি বিপণনে ৪ ধরনের বাজার ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। এগুলো হল:

গ্রামীন/স্থানীয় প্রাথমিক বাজার ব্যবস্থা: এ বাজার সপ্তাহে ১/২ দিন বসে। স্থানীয় উৎপাদকেরা এ বাজারে সল্প পরিমাণে পণ্য সরাসরি স্থানীয় ক্রেতা বা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করে থাকে।
মাধ্যমিক বাজার ব্যবস্থা: এটি একটি বৃহৎ বাজার, যেখানে উৎপাদনকারী অথবা স্থানীয় ব্যবসায়ীরা অনেক পণ্য নিয়ে আসে। খুচরা বাজারে অথবা কাছাকাছি স্থানে যেখানে জনবসতি রয়েছে সেসব জায়গায় পণ্য বিক্রয় করে থাকে।

টার্মিনাল মার্কেট: যেখানে পাইকার ও অনেকগুলো খুচরা বাজারের উপস্থিতি রয়েছে সে সব এলাকার কাছাকাছি জায়গায় এ বাজারটি সাধারণত গড়ে উঠে। এখানে খুচরা বাজারের স্থায়ী বাজারীরা পূর্ব থেকে নির্ধারিত দামে লেনদেনের সুবিধা পায়। এই বৃহৎ বাজারে পাইকার ও কমিশন প্রতিনিধি এবং বৃহৎ উৎপাদক বা বাজার সমিতি পণ্য নিয়ে আসে। এটি একটি কেন্দ্রীকৃত বাজার ব্যবস্থা যেখান থেকে বন্টন কাজ শুরু হয়।

অন্যান্য বাজার: বিদ্যমান বিপণন ব্যবস্থার বাইরে কিছু পণ্য সরাসরি বাজারে প্রবেশ করে যেমন সরাসরি ফার্ম হতে বিক্রি করা; আবার কেউ ফসল ফলার পূর্ব মুহূর্তে উৎপাদকের কাজ থেকে ক্রয় করে। বিদ্যমান ব্যবস্থার বাইরেও কিছু সংখ্যক মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর মাধ্যমে পণ্য বাজারে প্রবেশ করে।

চিত্র- ১.৮: বাজার কারবারি

১.৫.২ বাজার কারবারি

মধ্যস্থকারবারিরা কৃষক এবং ভোক্তার মাঝে সম্পর্ক তৈরি করে। মধ্যস্থকারবারির সংখ্যা নির্ভর করে পণ্যের প্রকৃতি এবং বাজার প্রবেশযোগ্যতার উপর। বৃহৎ বন্টন প্রণালিতে পাঁচ ধরনের মধ্যস্থকারবারি থাকে। নিচে সেগুলো বর্ণনা করা হলো:

চিত্র- ১.৯: বাজার কারবারির ধরন

ফড়িয়া: ফড়িয়া হলো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যারা স্থানীয় তিনটি বা চারটি বাজারে ব্যবসায় করে এবং অল্প পরিমাণ পণ্য নিয়ে কাজ করে। তারা কৃষকের নিকট হতে পেঁয়াজ ক্রয় করে এবং সেগুলো বেপারী অথবা ভোক্তার নিকট বিক্রয় করে। তাদের ব্যবসায়ের আওতা ছোট; কারণ তাদের কাছে অল্প পরিমাণ মূলধন থাকে।

বেপারী: বেপারী হলো পেশাদার ব্যবসায়ী যারা স্থানীয় বাজার অথবা গ্রাম হতে কৃষক অথবা ফড়িয়ার নিকট হতে পেঁয়াজ ক্রয় করে। তারা ফড়িয়ার চেয়ে বেশি পরিমাণ পণ্য নিয়ে কাজ করে। বেপারিরা আড়তদারের নিকট তাদের পেঁয়াজ বিক্রয় করে।

আড়তদার: আড়তদাররা নির্দিষ্ট কমিশনের বিনিময়ে প্রতিনিধি হিসাবে বেপারী কাজ করে তাঁরা খুচরা ব্যবসায়ীর মাঝখানে অবস্থান করে এবং নির্দিষ্ট কমিশনের বিনিময়ে গুদামজাতকরণ সুবিধা প্রদান করে।

খুচরা ব্যবসায়ী: খুচরা ব্যবসায়ীরা বন্টন প্রণালির সবচেয়ে শেষে অবস্থান করে। তারা আড়তদারের মাধ্যম বেপারীর নিকট হতে পেঁয়াজ কিনে এবং সেগুলো ভোক্তার নিকট বিক্রয় করে।

১.৫.৩ মধ্যস্থকারবারীর কার্যাবলী

বিপণন কার্যাবলীর মধ্যবর্তী স্তরে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো: পরিবহন, গুদামজাতকরণ, গ্রেডিং, অর্থসংস্থান, বাজার তথ্য, মূল্য ইত্যাদি। নিচে সেগুলো বর্ণনা করা হলো:

পরিবহন: মধ্যস্থকারবারিরা ভোক্তা এবং উৎপাদকের মাঝে সংযোগ তৈরি করে। স্থানীয় পেঁয়াজ দূরের বাজারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এরা যানবাহন সরবরাহ করে। বাংলাদেশে পরিবহন খরচ বেশি। তাই মধ্যস্থকারবারিরা সরবরাহের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন যানবাহন ব্যবহার করে থাকে। পেঁয়াজ পরিবহনের ক্ষেত্রে ক্যারেট ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গুদামজাতকরণ: সময়মত পেঁয়াজ পাওয়ার জন্য গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটি সময়মত উপযোগ তৈরী করে। পেঁয়াজ বাজারে আনার পর বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত কয়েকদিনের জন্য এগুলো সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়।

গ্রেডিং: মধ্যস্থকারবারীর মৌলিক কাজগুলোর মধ্যে গ্রেডিং অন্যতম এবং তাঁরা অনুমান অনুযায়ি পণ্যকে ভাগ করে। চোখের অনুমানে পণ্যের মান নির্ধারণ করা হয়।

অর্থসংস্থান: যেকোনো কৃষি পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে অর্থসংস্থান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মাঝে মাঝে মধ্যস্থকারবারিরা কৃষকদের নিকট হতে বাকীতে মাল কিনে থাকেন। ৬০% মধ্যস্থকারবারি তাদের নিজের টাকায় এই ব্যবসা করে থাকে।

১.৫.৪ বিদ্যমান পেঁয়াজের মার্কেটিং চ্যানেল নিম্নরূপঃ

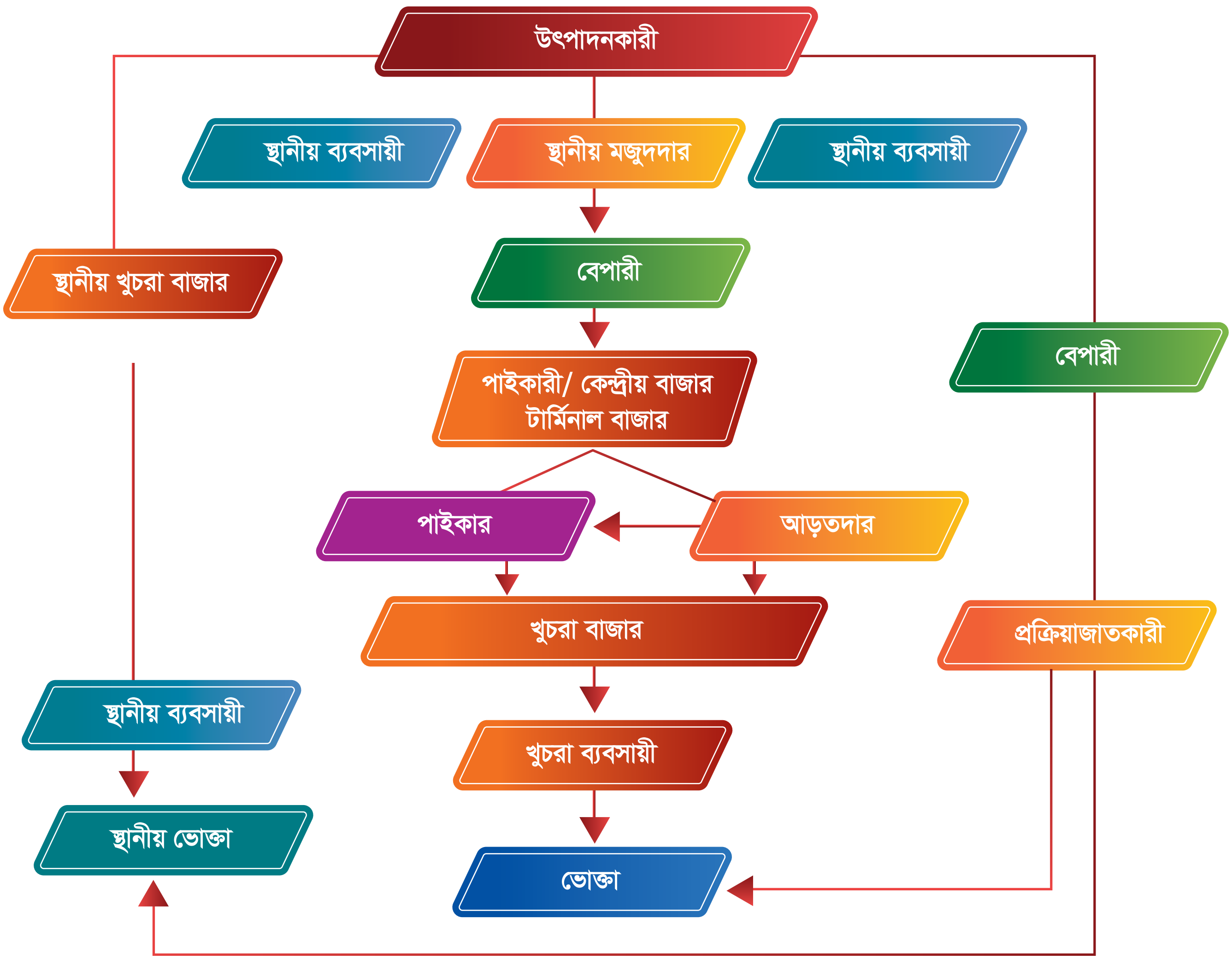

চিত্র- ১.১০: মার্কেটিং চ্যানেল

১.৫.৫ মার্কেট চার্জ

পেঁয়াজের বিপণনের সময় নিম্নোক্ত চার্জগুলো আদায় করা হয়।

> বাজার শুল্ক/টোল
> ধলতা
> আড়তদারী কমিশন
> ঘাট খাজনা
> কোয়েলি

বাজার শুল্ক/টোল : এই শুল্ক বাজার ব্যবহারকারীদের নিকট থেকে বাজারের মালিক অথবা ইজারাদার সংগ্রহ করে। নিলামের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতাকে বাৎসরিক ভিত্তিতে বাজার ইজারা প্রদান করা হয়। ইজারাদার কি হারে শুল্ক গ্রহণ করবে এ বিষয়টি শুল্ক অধিদপ্তর নির্ধারণ করে দেয়।

ইজারাদার অথবা বাজারের মালিক কর্তৃক সংগৃহীত বাজার শুল্ক বাজার থেকে বাজারে ভিন্ন হয়। কিছু কিছু বাজারে কৃষক-বিক্রেতার নিকট হতে শুল্ক সংগ্রহ না করে ব্যবসায়ীর নিকট হতে বাজার শুল্ক সংগ্রহ করা হয়। আবার কিছু কিছু বাজারে ব্যবসায়ী অপেক্ষা কৃষক ও বিক্রেতার নিকট থেকে বেশি পরিমাণ শুল্ক নেয়া হয়।

ঘাট খাজনা: ঘাট (নদী বন্দরের রাজস্ব/ফি) খাজনা ঘাটের মালিক অথবা ইজারাদার কর্তৃক আদায় করা হয়।

কোয়েলি: কোয়েলি চার্জ বলতে বোঝানো হয় ওজন করার জন্য চার্জ। অধিকাংশ ব্যবসায়ী ওজনকারী রাখে না। স্থানীয়ভাবে এরা কোয়েলি নামে পরিচিত কিন্তু এই কাজটি কোয়েলি অথবা সরদার দ্বারা করা হয়ে থাকে।

ধলতা: ক্রেতা বা ডিলার কর্তৃক বিক্রেতার নিকট হতে ওজন কমে যাওয়ার জন্য সংগ্রহ করা হয়। এজন্য প্রতি কুইন্টালে অতিরিক্ত কয়েক কেজি আদায় করা হয়। কিছু কিছু বাজারে ধলতা হিসাবে নগদ টাকাও আদায় করা হয়।

আড়তদারী কমিশন: আড়তদাররা খুচরা ও বেপারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের মাঝখানে অবস্থান করে নির্দিষ্ট কমিশন গ্রহণ করে থাকে।

অধ্যায়-২
পেঁয়াজের উৎপাদন এবং বিপণন পরিস্থিতি

২.১ পেঁয়াজের বৈশ্বিক পরিস্থিতি

পশ্চিম এশিয়া পেঁয়াজের উৎপত্তি স্থান। বর্তমানে বিশ্বের বেশির ভাগ দেশেই কমবেশি পেঁয়াজের আবাদ হলেও বিশ্বের মোট উৎপাদনে চীন (২৫ শতাংশ) ও ভারত (২৩ শতাংশ) প্রায় অর্ধেক জোগান দিয়ে থাকে। সারা বিশ্বে প্রায় ২২ লক্ষ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজের চাষ হয় এবং বছরে পেঁয়াজ উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২২.৮৪ বিলিয়ন মে. টন (সূত্র: TRIDGE)। এর মধ্যে চীনে সর্বাধিক পেঁয়াজ উৎপাদন হয় ২৪,৯০৮,৩৯২ টন। দ্বিতীয় পেঁয়াজ উৎপাদনকারী দেশ ভারতে প্রতি বছর উৎপাদন প্রায় ২২,৪১৯,০০০ টন। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, পাকিস্তান, তুরস্ক, ইরান, ব্রাজিল, রাশিয়া ও কোরিয়া বিশ্বের প্রধান পেঁয়াজ উৎপাদনকারী দেশ।

২.১.১ প্রধান পেঁয়াজ উৎপাদনকারী দেশসমুহ চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো

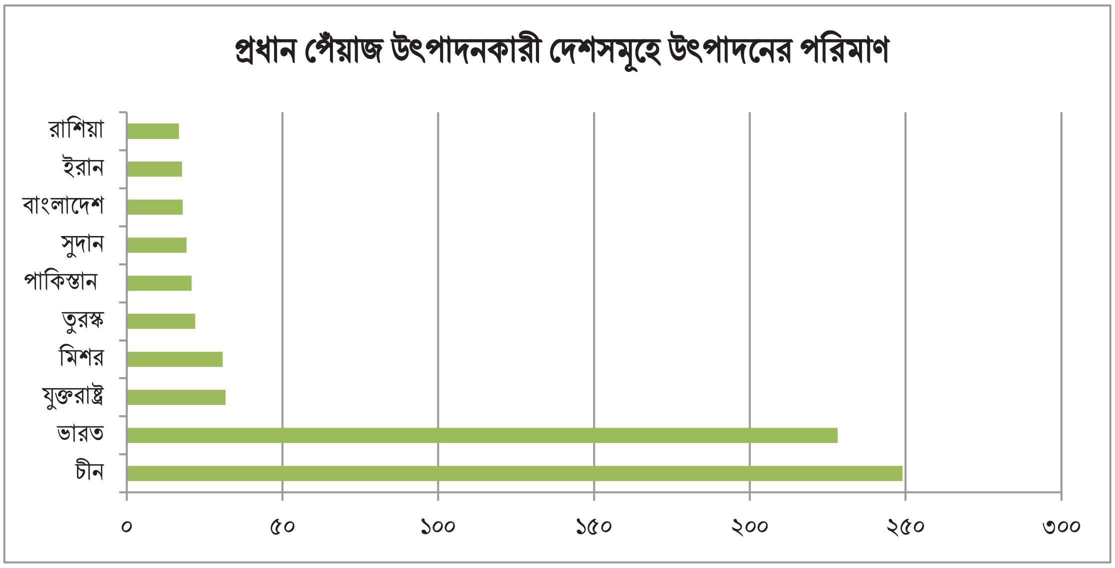

চিত্র- ২.১: প্রধান পেঁয়াজ উৎপাদনকারী দেশ

Source: http://www.fao.org/

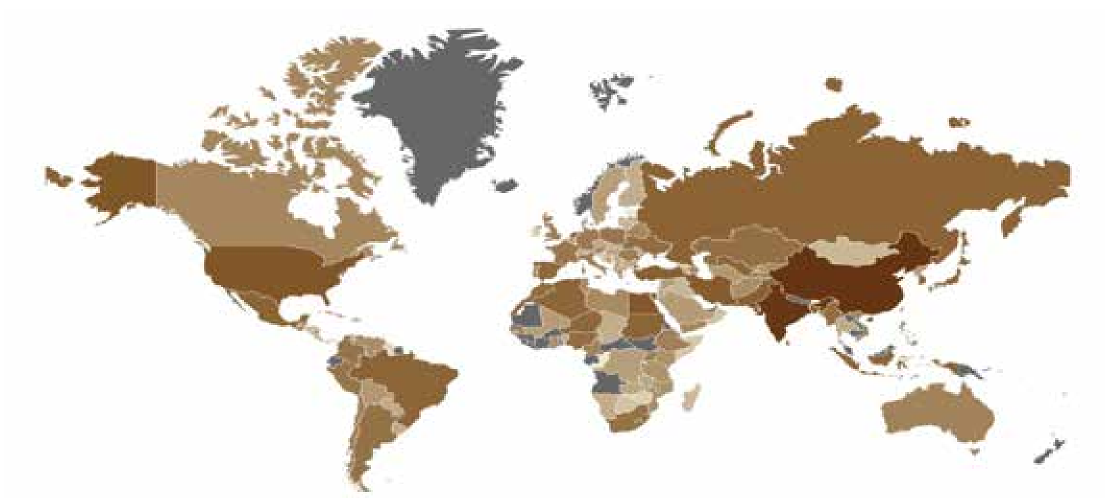

চিত্র- ২.২: মানচিত্রে প্রধান পেঁয়াজ উৎপাদনকারী দেশ

https://www.atlasbig.com/en-us/countries-onion-production

পেঁয়াজ উৎপাদনে শীর্ষ ১০টি দেশের অবস্থান বিবেচনা করা হলে দেখা যায় ১ম স্থানে রয়েছে চীন। ভারতের স্থান ২য়। উৎপাদনের ক্রমানুযায়ী ১০টি দেশের পেঁয়াজ উৎপাদনের তথ্য নিম্নে দেখানো হলো:

সারণী ২.১: পেঁয়াজ উৎপাদনে শীর্ষ ১০টি দেশ

ক্রমিক নং	দেশের নাম	উৎপাদনের পরিমাণ (লক্ষ মে.টন)
০১	চীন	২৪৯.০৮
০২	ভারত	২২৮.১৯
০৩	বাংলাদেশ	৩৩.৬২
০৪	যুক্তরাষ্ট্র	৩১.৭০
০৫	মিশর	৩০.৮১
০৬	তুরস্ক	২২.০০
০৭	পাকিস্তান	২০.৮০
০৮	সুদান	১৯.১৯
০৯	ইরান	১৭.৭৯
১০	রাশিয়া	১৬.৭০

Source: http://www.fao.org/2019

তথ্যসূত্র : ডিএই

২.১.২ বিশ্বে প্রধান পেঁয়াজ আমদানিকারী দেশসমুহ

সারণী ২.২: পেঁয়াজ আমদানিকারী শীর্ষ ১০টি দেশ

ক্রমিক নং	দেশের নাম	আমদানির পরিমাণ (লক্ষ মে.টন)
০১	যুক্তরাষ্ট্র	৫.৪৩
০২	যুক্তরাজ্য	৩.৫৯
০৩	মালয়েশিয়া	৫.০৫
০৪	সংযুক্ত আরব আমিরাত	৩.৬৮
০৫	নেদারল্যান্ড	৩.৪৫
০৬	জাপান	২.৮০
০৭	শ্রীলংকা	২.৬০
০৮	সৌদিআরব	২.৯৬
০৯	পোল্যান্ড	২.১৪
১০	জার্মানি	২.৮৩

Source: http://www.fao.org/

২.১.৩ বিশ্বে প্রধান পেঁয়াজ রপ্তানিকারী দেশসমূহ

সারণী- ২.৩: পেঁয়াজ রপ্তানিকারী শীর্ষ ১০টি দেশ

ক্রমিক নং	দেশের নাম	রপ্তানির পরিমাণ (লক্ষ মে.টন)
০১	নেদারল্যান্ড	১৫.৯৬
০২	ভারত	১৪.৬১
০৩	চীন	৯.৮৪
০৪	মিশর	৪.৮৭
০৫	স্পেন	৪.১২
০৬	যুক্তরাষ্ট্র	৪.০২
০৭	মেক্সিকো	৩.৫২
০৮	উজবেকিস্তান	২.৬৮
০৯	পেরু	২.৪৯
১০	তুরস্ক	২.৩৫

Source: http://www.fao.org/

২.১.৪ পেঁয়াজের মূল্যভিত্তিক র‍্যাংকিং

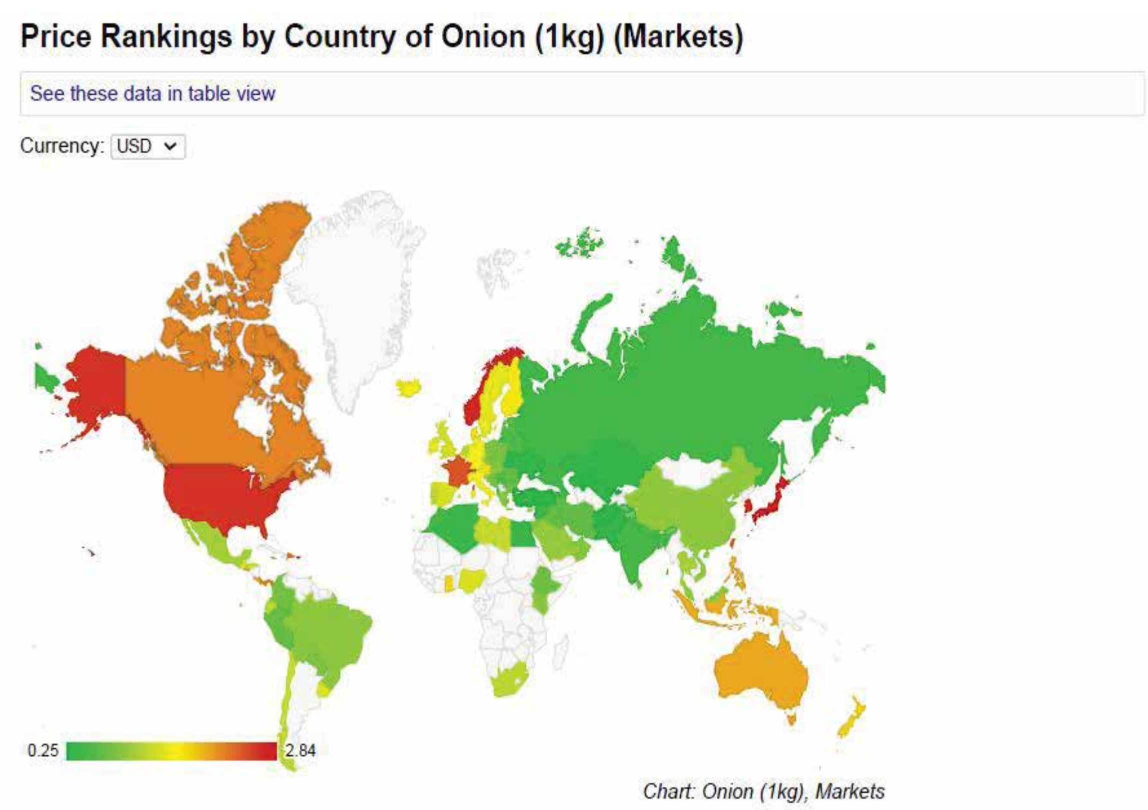

চিত্র- ২.৩: বিভিন্ন দেশে পেঁয়াজের মূল্যভিত্তিক র‍্যাংকিং ম্যাপ

বিভিন্ন দেশে পেঁয়াজের মুল্যের ভিত্তিতে উপরের মানচিত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তথ্য অনুযায়ী ১০৬ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৩ নম্বরে (বিস্তারিত সংযুক্তি-১)। সর্বাধিক মূল্য পরিলক্ষিত হয় জাপানে (২.৮৪ ডলার/কেজি) এবং সর্বনিম্ন তুরস্কে (০.২৫ ডলার/কেজি)। (জুন ২০২১ এর পরিস্থিতি)

২.২ পেঁয়াজের বাংলাদেশ পরিস্থিতি

২.২.১ আবাদকৃত জমি

২০১১-২০১২ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত ১০ বছরে পেঁয়াজ উৎপাদিত জমির পরিমাণ ৪১% বৃদ্ধি পেয়েছে। নীচে বছরওয়ারী পেঁয়াজ উৎপাদনকৃত জমির পরিমাণ ছকে দেখানো হলো:

সারণী- ২.৪: বিগত ১০ বছরে পেঁয়াজ আবাদকৃত জমি

বিবরণ	জমির পরিমাণ (লক্ষ হেক্টর)
২০১১-২০১২	১.৮০
২০১২-২০১৩	১.৮১
২০১৩-২০১৪	১.৮৭
২০১৪-২০১৫	১.৯২
২০১৫-২০১৬	২.১৬
২০১৬-২০১৭	২.১৩
২০১৭-২০১৮	২.১২
২০১৮-২০১৯	২.০৮
২০১৯-২০২০	২.৩৮
২০২০-২০২১	২.৫৩

২০১১-২০১২ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত ১০ বছরের পেঁয়াজ উৎপাদিত জমির পরিমাণ চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:

লক্ষ হেক্টর

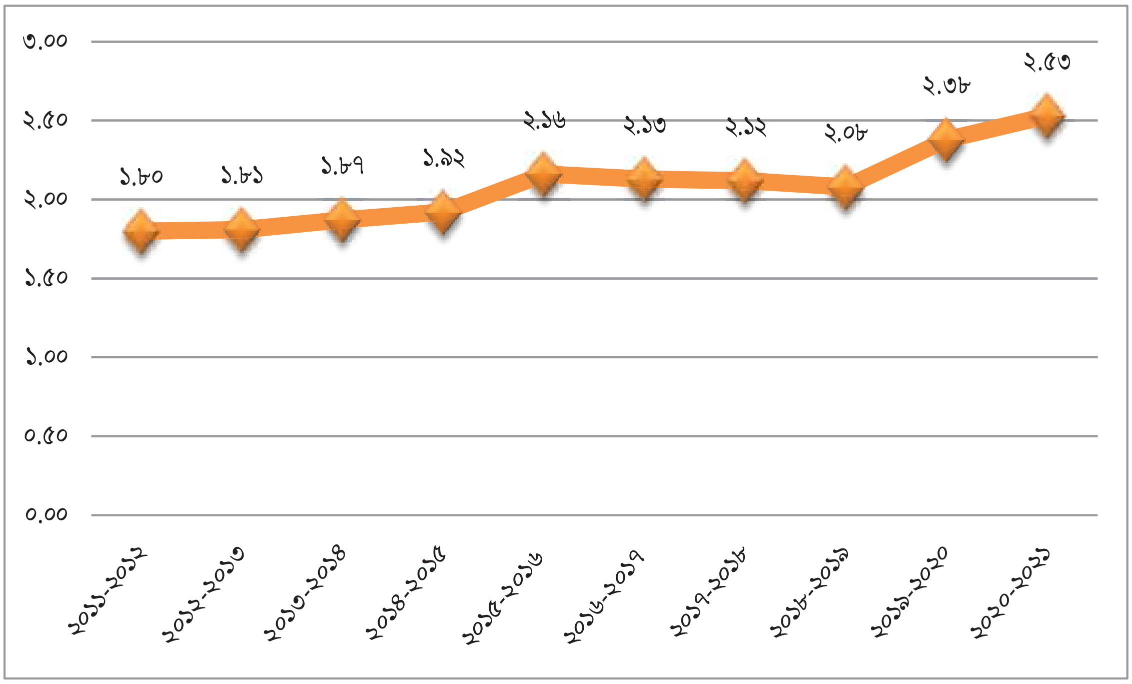

চিত্র- ২.৪: বছরওয়ারী আবাদকৃত জমির পরিমাণ

২.২.২ পেঁয়াজ উৎপাদন

২০১২-২০১৩ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ লক্ষ্য করলে দেখা যায় ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৪৮% উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। নীচে বছরওয়ারী উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হলো:

অধিক উৎপাদনকৃত ১৫টি জেলার উৎপাদনের পরিমাণ নীচে দেখানো হলো:

সারণী ২.৬ : অধিক পেঁয়াজ উৎপাদনকারী জেলা

মে.টন

ক্রমিক নং	জেলার নাম	২০১৯-২০২০ (উৎপাদনের পরিমাণ)	২০২০-২০২১ (উৎপাদনের পরিমাণ)
১	পাবনা	৬.০১	৭.১৯
২	ফরিদপুর	৪.৯১	৫.৯৪
৩	রাজবাড়ী	৩.৩৪	৩.৭৭
৪	রাজশাহী	১.৬৪	৩.১৪
৫	ঝিনাইদহ	১.০৪	১.৬৯
৬	কুষ্টিয়া	১.৩৭	১.৬৮
৭	মাগুড়া	১.০৩	১.৪০
৮	মেহেরপুর	০.২৬	০.৭৫
৯	নাটোর	০.৫১	০.৭১
১০	মানিকগঞ্জ	০.৩২	০.৭০
১১	মাদারীপূর	০.৪৬	০.৬৬
১২	গোপালগঞ্জ	০.৪০	০.৫৫
১৩	নওগা	০.৩৬	০.৫০
১৪	শরিয়তপুর	০.২৯	০.৩৯
১৫	বগুড়া	০.৪০	০.৩৬

সূত্র: ডিএই

সর্বোচ্চ উৎপাদনকারী জেলা পাবনা ৭.১৯ লক্ষ মে. টন। এর পর রয়েছে ফরিদপুর ৫.৯৪ লক্ষ মে.টন, রাজবাড়ী ৩.৭৭ লক্ষ মে.টন, রাজশাহী ৩.১৪ লক্ষ মে.টন। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের তুলনায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উৎপাদনের পরিমাণ পাবনায় বৃদ্ধি পেয়েছে ২০%, ফরিদপুরে ২১%, রাজবাড়ীতে ১৩%, রাজশাহীতে ৯১%, ঝিনাইদহে ৬৩%, কুষ্টিয়ায় ২৩%, মাগুড়ায় ৩৬%, মেহেরপুরে ১৮৮%, নাটোরে ৩৯%, মানিকগঞ্জ ১১৯%, মাদারীপুরে ৪৩%, গোপালগঞ্জ ৩৮%, নওগা ৩৯%, শরিয়তপুর ৩৪%। অন্যদিকে শুধুমাত্র বগুড়া জেলায় উৎপাদনের পরিমাণ- ১০% হ্রাস পেয়েছে। ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অধিক উৎপাদনকৃত ১৫টি জেলার উৎপাদনের পরিমাণ চার্টের সাহায্যে দেখানো হলো:

লক্ষ মে.টন

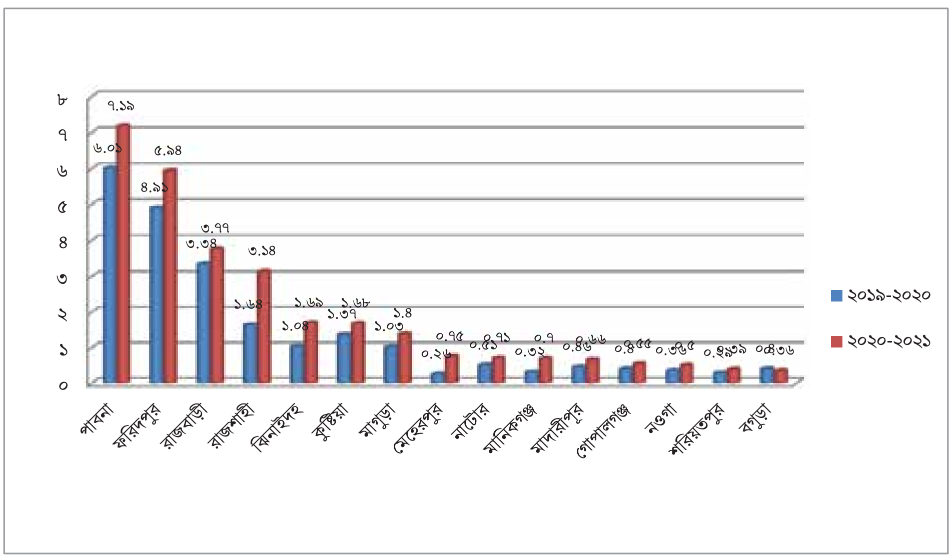

চিত্র ২.৭ : অধিক পেঁয়াজ উৎপাদনকারী জেলা

২.৩ বাংলাদেশে পেঁয়াজের বিপণন পরিস্থিতি:

আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় পেঁয়াজ একটি অত্যাবশ্যকীয় সবজি। প্রায় প্রতিটি ঝাল জাতীয় তরকারিতে পেয়াজের উপস্থিতি প্রায় বাধ্যতামূলক। পেঁয়াজের বহুবিধ ব্যবহার বাঙালি মানুষের ঘরে যথেষ্ট পরিমাণে সমাদৃত। পেঁয়াজকে শুধু মসলা বললে ভুল হবে। কারণ পেঁয়াজ একাধারে মসলা ও সবজিও বটে। ভাতের সঙ্গে খালি পেঁয়াজ, সালাদে কাঁচা পেঁয়াজ, ঝালমুড়িতে কাঁচা পেঁয়াজ, আলুভর্তায়, বেগুন ভর্তায় শুঁটকি ভর্তায় এর ব্যবহার সবার কাছে সমাদৃত। পেঁয়াজের বাৎসরিক চাহিদা ২৬ লক্ষ মে.টন। রমজান মাসে ও কোরবানি ঈদের সময় পেঁয়াজের চাহিদা অধিক বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে রমজান মাসে পেঁয়াজের ব্যবহার অনেক বেশি বেড়ে যায়। শুধুমাত্র রমজান মাসে পেঁয়াজের চাহিদা ৩ লক্ষ মে.টন।

জনসংখ্যা ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলাদেশে পেঁয়াজের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। পেঁয়াজের যোগান বৃদ্ধির প্রবণতাকে চাহিদা বৃদ্ধির ফল বলে গণ্য করা যেতে পারে। হাউসহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে ২০১৬ প্রতিবেদনে দেখা যায় ২০১০ সালে মাথা পিছু দৈনিক পেঁয়াজের ভোগ ছিল ২২ গ্রাম, যা ২০১৬ সালে ৩১.০৪ গ্রামে উন্নীত হয় (বিবিএস,২০১৯)। ইন্টারন্যাশনাল ফুড পিলিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (আইএফপিআরআই) বিশ্লেষণে বলেছেন শহরের বাসিন্দা গ্রামের তুলনায় ৪০ শতাংশ বেশি পেঁয়াজ খায়।

২.৩.১ চাহিদা এবং সরবরাহ

মসলা গবেষণা কেন্দ্রের এর তথ্য মতে বাংলাদেশে বছরে পেয়াজের বাৎসরিক চাহিদা প্রায় ২৬.২৫ লক্ষ মে.টন। চাহিদার বিপরীতে ডিএই'র তথ্যানুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পেয়াজের উৎপাদন হয় ৩৩.৬২ লক্ষ মে.টন। মোট উৎপাদিত পেঁয়াজ সংগ্রহোত্তর ক্ষতি ২৫-৩০% বাদ দিলে নীট উৎপাদন প্রায় ২৩.৫৩ লক্ষ মে.টন। ঘাটতি থাকছে প্রায় ৩ লক্ষ মে.টন। এই ঘাটতি পুরণ করতে পেঁয়াজের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে পেঁয়াজ আমদানি করে চাহিদা মেটানো হয়। (সূত্র: ঢাকা ট্রিবিউন, ২৬-০৫-২০২১)
২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ এর তুলনা

- বাৎসরিক চাহিদা-২৬.২৫ লক্ষ মে.টন;
- ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ৩০% উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন;
- সংগ্রহোত্তর ক্ষতি ২৫-৩০%;
- আমদানি (২০১৯-২০২০) ৫.৭১ লক্ষ মে.টন।

সারণী ২.৭ : ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরের তুলনা

বিবরণ	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১
মোট উৎপাদনের পরিমাণ (লক্ষ মে.টন)	২৫.৬১	৩৩.৬২
উৎপাদন কন্দ পেঁয়াজ (মুড়িকাটা) (লক্ষ মে.টন)	৪.৬৮	৮.২১
উৎপাদন চারা পেঁয়াজ (হালি) (লক্ষ মে.টন)	২০.৯৩	২৫.৪১
আবাদকৃত জমি (লক্ষ হেক্টর)	২.৩৮	২.৫৩
গড় ফলন (লক্ষ মে.টন) হেক্টর প্রতি	১০.৭৬	১৩.২৭
নীট বাৎসরিক উৎপাদন	১৭.৯৩	২৩.৫৩
গড় উৎপাদন খরচ (একর প্রতি/টাকা)	১৬.০০	১৯.২৪
আমদানি (লক্ষ মে.টন)	৫.৭১	৫.৫২
বাৎসরিক চাহিদা (লক্ষ মে.টন)	-২৬.২৫	-২৬.২৫

২.৩.২ বিভাগওয়ারী ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আবাদকৃত জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ

সারণী ২.৮ : বিভাগওয়ারী আবাদকৃত জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ

বিভাগ	আবাদকৃত জমি (হেক্টর)	উৎপাদন মে.টন
ঢাকা বিভাগ	৯৬৩২৬	১২,৩৬,৫২৯
রাজশাহী বিভাগ	৮৯৫৫৯	১২,৫৭,৭৬৬
রংপুর বিভাগ	১৫০৮১	১,৬৯,৩৬৪
খুলনা বিভাগ	৪২৫০৭	৬,০৯,৭১১
বরিশাল বিভাগ	১৫১৭	১২,৭৮৫
চট্রগ্রাম বিভাগ	২৯২৯	২৪,৭০৩
সিলেট বিভাগ	৮৫১	৫,৪৫৩
ময়মনসিংহ বিভাগ	৪৬১৭	৪৫,৭৩৯

এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, রাজশাহী বিভাগে সর্বোচ্চ ১২.৫৮ লক্ষ পেঁয়াজ উৎপাদিত হয়। এরপর রয়েছে ঢাকা বিভাগ ১২.৩৭ লক্ষ মে.টন। অন্যদিকে সর্বনিম্ন পেঁয়াজ উৎপাদন হয় সিলেট বিভাগে ০.০৫ লক্ষ মে.টন। সর্বোচ্চ আবাদ হয়েছে ঢাকা বিভাগে ৯৬৩২৬ হেক্টর, রাজশাহী বিভাগে ৮৯৫৫৯ হেক্টর এবং সর্বনিম্ন সিলেট বিভাগে ৮৫১ হেক্টর জমিতে।

বিভাগওয়ারী ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পেঁয়াজ আবাদকৃত জমির পরিমাণ চার্টের মাধ্যমে দেখানো হলো

হেক্টর

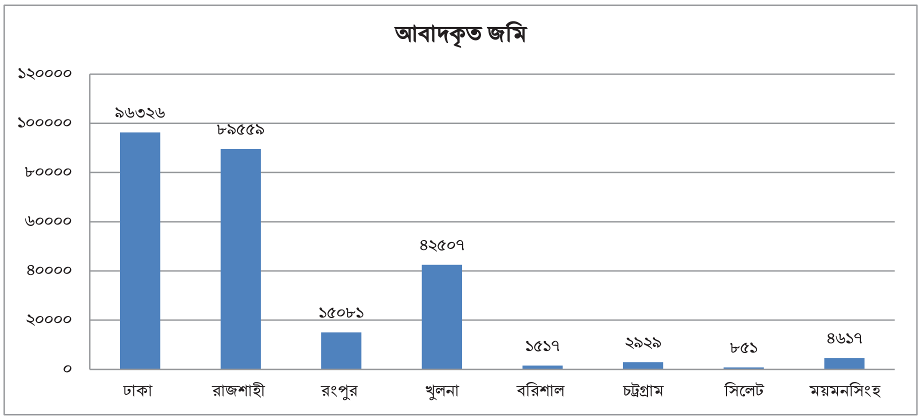

চিত্র ২.৮: বিভাগওয়ারী আবাদকৃত জমি

বিভাগওয়ারী ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পেঁয়াজ উৎপাদনের পরিমাণ চার্টের মাধ্যমে দেখানো হলো

মে. টন

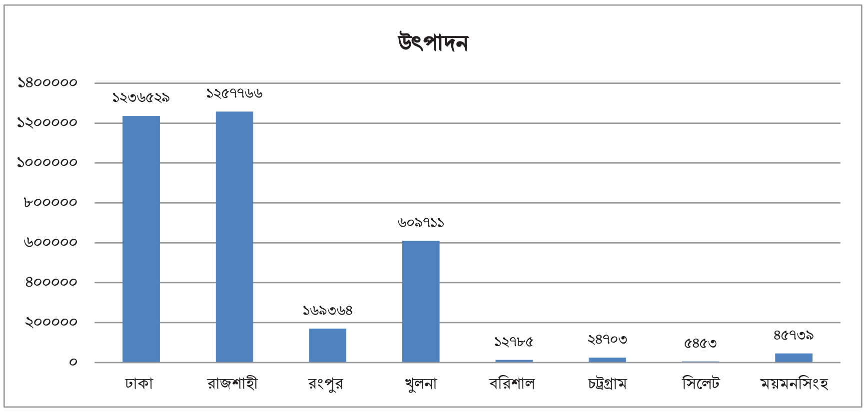

চিত্র ২.৯: বিভাগওয়ারী উৎপাদন

২.৩.৩. ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কন্দ ও চারা পেঁয়াজ উৎপাদনের তুলনামুলক চিত্র

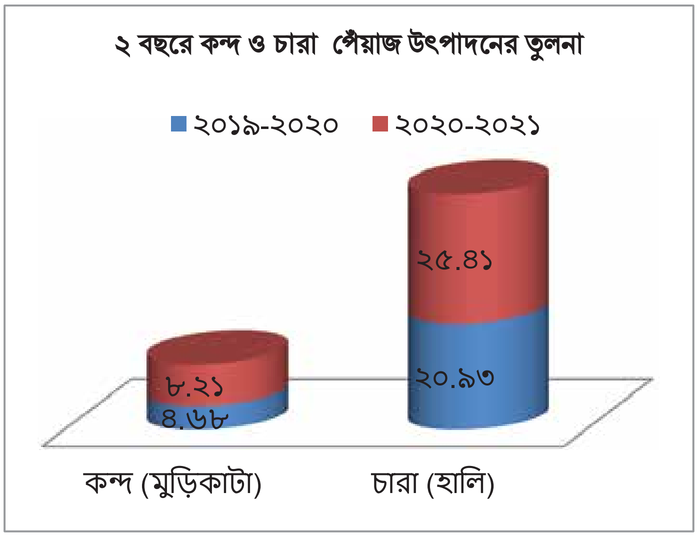

চিত্র- ২.১০ : কন্দ ও পেঁয়াজ উৎপাদন

সারণী ২.৯ : ২বছরওয়ারী কন্দ ও চারা পেঁয়াজ উৎপাদনের তুলনা

	কন্দ (মুড়িকাটা)		চারা (হালি)		
অর্থবছর	জমি (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ মেঃ টন)	জমি (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ মেঃ টন)	মোট উৎপাদন (লক্ষ মে.টন)
২০১৯-২০২০	০.৬৩	৪.৬৮	১.৭৫	২০.৯৩	২৫.৬১
২০২০-২০২১	০.৬৬	৮.২১	১.৮৭	২৫.৪১	৩৩.৬২

২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ২.৫৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৩৩.৬২ লক্ষ মে.টন পেঁয়াজ উৎপাদন হয়। গড় ফলনের পরিমাণ হেক্টর প্রতি ১৩.২৮ মে.টন।

২.৩.৪ আমদানি পরিস্থিতি

চিত্র- ২.১১ : আমদানিকৃত পেঁয়াজ

ভারতীয় পেঁয়াজ

পেঁয়াজ বাংলাদেশের প্রধান মসলা জাতীয় পণ্য। দেশে পেঁয়াজের চাহিদা প্রায় ২৬ লক্ষ মে.টন এবং উৎপাদন হয় প্রায় ২৯ লক্ষ মে.টন। শুকানো, নষ্ট হওয়া, পরিবহন ও স্থানান্তরজনিত ক্ষতি, সংরক্ষণজনিত ক্ষতি ও অন্যান্য ক্ষতির কারণে ২৫-৩০% পেঁয়াজ নষ্ট হয়। চাহিদার তুলনায় উৎপাদন ঘাটতি থাকে বলে প্রতিবছর প্রায় ১০ লক্ষ মে.টন পেঁয়াজ আমদানির মাধ্যমে তা পূরণ করা হয়। চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও আমদানির উপর নির্ভর করতে হবে। ভারতীয় পেঁয়াজ বাংলাদেশের মানুষের স্বাদ ও পছন্দের সাথে বেশি মানানসই। এছাড়াও সহজে ভারত থেকে এক সপ্তাহের মধ্যেই স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি সম্ভব, যা অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করতে প্রায় এক মাস সময়ের প্রয়োজন হয়। এ কারণে আমদানিকারকগণ ভারত থেকে আমদানিতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। আমদানিকৃত পেঁয়াজের মধ্যে ৭৫-৮০% ভারত থেকে আসে এবং চীন থেকে আসে ১৯.৭৫%। এছাড়াও মায়ানমার, মিশর, তুরস্ক, পাকিস্তান থেকেও পেঁয়াজ আমদানি করা হয়ে থাকে।

২.৩.৫ আমদানিসহ মোট সরবরাহ

সারণী ২.১০ : বছরওয়ারী উৎপাদন ও আমদানিসহ মোট সরবরাহ

লক্ষ মে.টন

অর্থবছর	উৎপাদনের পরিমাণ	আমদানির পরিমাণ	মোট সরবরাহ (উৎপাদন+ আমদানি)
২০১৫-২০১৬	২১.৩০	৭.০১	২৮.৩১
২০১৬-২০১৭	২১.৫৩	১০.৪১	৩১.৯৪
২০১৭-২০১৮	২৩.৩০	৮.৬৩	৩১.৬৫
২০১৮-২০১৯	২৩.৩১	১০.০৭	৩৩.৩৮
২০১৯-২০২০	২৫.৬১	৫.৭১	৩১.৩২
২০২০-২০২১	৩৩.৬২	৫.৫২	৩৯.১৪

২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত ৫ বছরের মোট সরবরাহ পরিস্থিতি গ্রাফের মাধ্যমে দেখানো হলো:

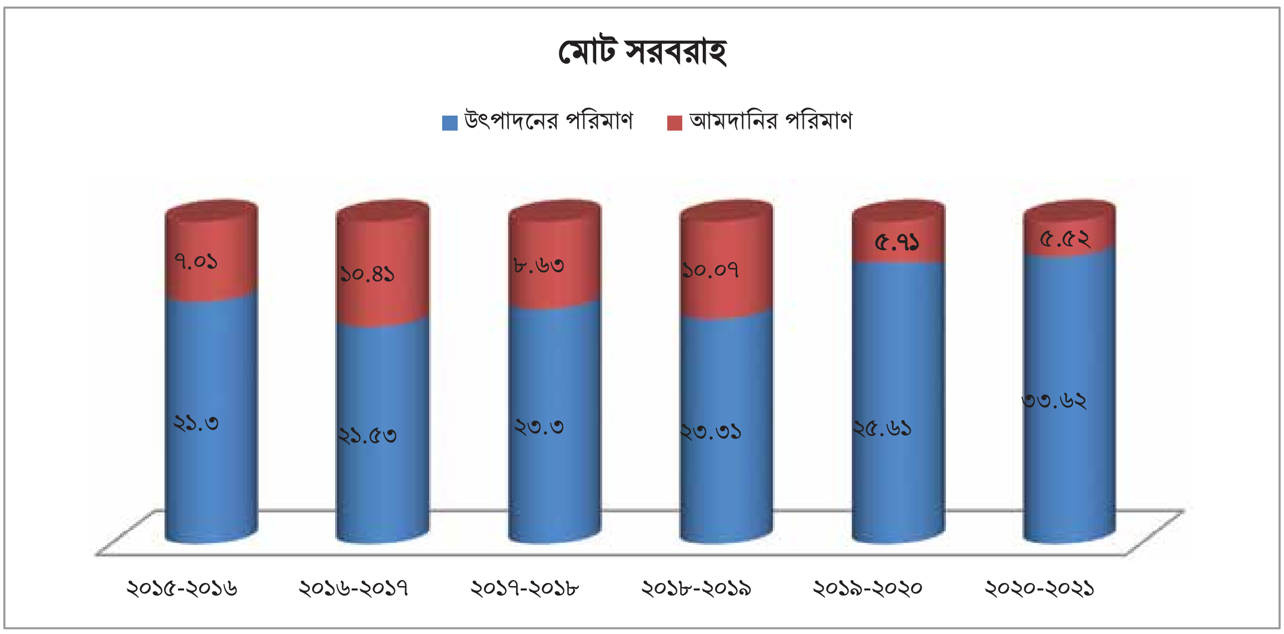

চিত্র- ২.১২ : বছরওয়ারী উৎপাদন ও আমদানিসহ মোট সরবরাহ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট পেঁয়াজ সরবরাহ হয়েছে ৩১.৩২ লক্ষ মে.টন। উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৫.৫২ লক্ষ মে.টন পেঁয়াজ আমদানি করা হয়েছে।

২.৩.৬. ২০২০ সালে মাসিক পেঁয়াজ আমদানির পরিমাণ

সারণী ২.১১ : ২০২০ সালে মাসিক পেঁয়াজ আমদানির পরিমাণ

(মে.টন)

মাস	পেঁয়াজ (আমদানিকৃত)
জানুয়ারি,২০২০	৩৭১৩৩
ফেব্রুয়ারি,২০২০	৪২১৪৯
মার্চ,২০২০	৩৭১৬৭
এপ্রিল,২০২০	৫৩০৭
মে,২০২০	৩৪৭৩৭
জুন,২০২০	১১৫৫৬২
জুলাই,২০২০	৯৭৩১৮
আগষ্ট,২০২০	৭৪২১৭
সেপ্টেম্বর,২০২০	৬৬৫৫০
অক্টোবর,২০২০	১৮২৮৮
নভেম্বর,২০২০	৪৫৬১০
ডিসেম্বর,২০২০	৩১৩৪৪

সূত্র: ডিএই

মে. টন

২০২০ সালে মাসওয়ারী আমদানির পরিমাণ গ্রাফের সাহায্যে দেখানো হল

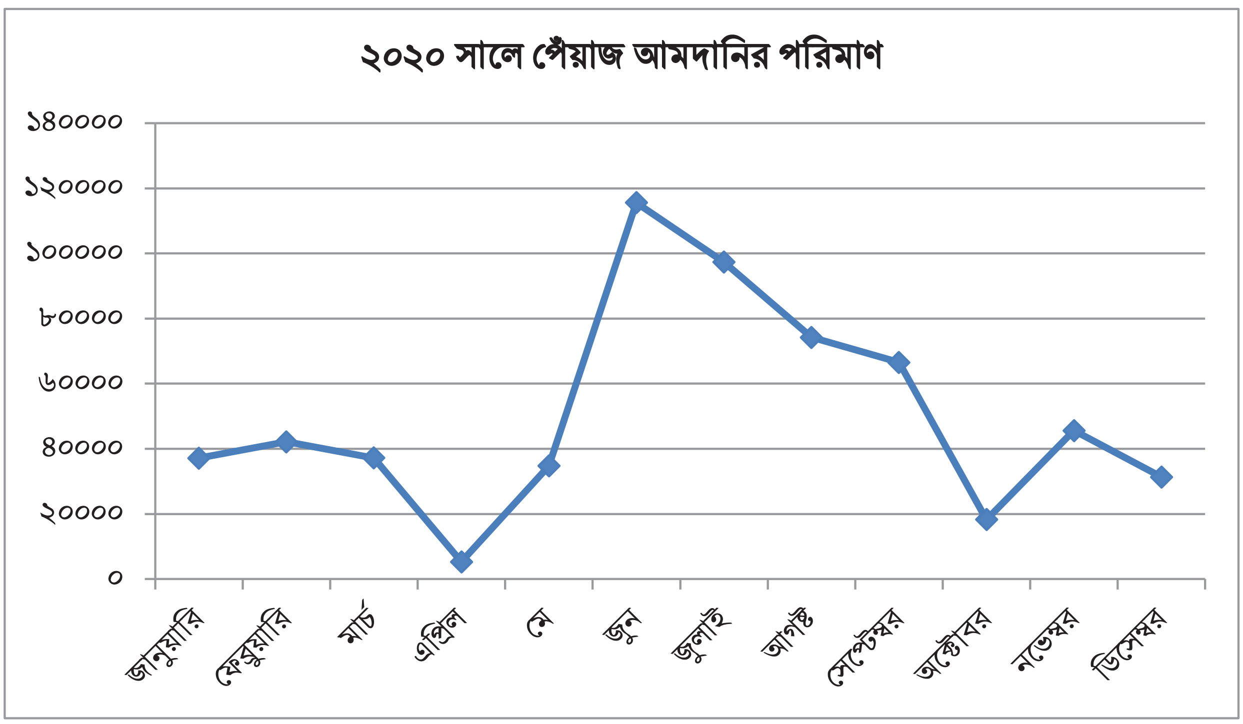

চিত্র- ২.১৩ : মাসওয়ারী আমদানি

২.৪ সংগ্রহোত্তর ক্ষতি এবং নীট সরবরাহ

২০২০ সালের পেঁয়াজের সরবরাহ ও ব্যবহার নীচে দেখানো হলো:

সরবরাহ

ক) ২০১৯-২০ অর্থবছরে উৎপাদন	-	২৫.৬১ লক্ষ মে.টন
খ) আমদানি	-	৫.৭১ লক্ষ মে.টন
মোট সরবরাহ		৩১.৩২ লক্ষ মে.টন
আবর্তমান সংরক্ষণ, শুকানো, নষ্ট হওয়া ও অন্যান্য ক্ষতি		৯.৪০ লক্ষ মে.টন (৩০%)
নীট সরবরাহ		২১.৯২ লক্ষ মে.টন

(*১২% স্থানীয় পর্যায়ে, ১০% শুকানো, ৫% আবর্তমান সংরক্ষণ, ৩% পরিবহন ও স্থানান্তরজনিত ক্ষতি)

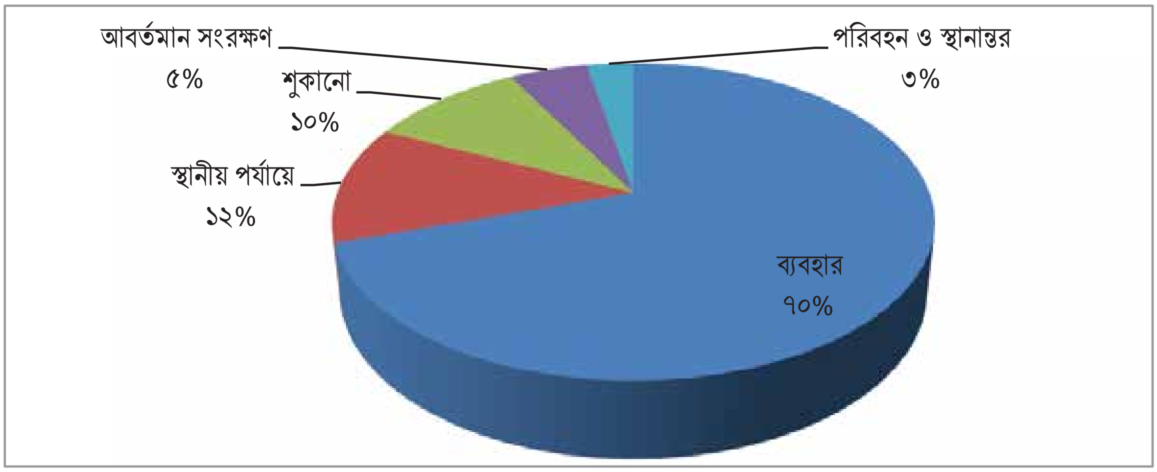

চিত্র- ২.১৪ : সংগ্রহোত্তর ক্ষতি

কৃষক অন্যান্য ফসল উৎপাদনে যতটা আগ্রহী পেঁয়াজ উৎপাদনে ততটা নয়। কারণ, পেঁয়াজ বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায় না। পেঁয়াজ সংরক্ষণের উপযুক্ত মানের কোল্ড স্টোরেজ নেই। তবে পেঁয়াজ গুড়া বা পাউডার করে সংরক্ষণ করে সারা বছর ব্যবহার করা যায়। এতে পেঁয়াজ নষ্টের পরিমাণ হ্রাস পাবে।

২.৫ পেঁয়াজের আর্থিক বিশ্লেষণ ২০২০-২০২১

২.৫.১ উৎপাদন ব্যয় ২০২০-২০২১

বাংলাদেশের জমি অনেক উর্বর। তাই যে কোন ফসলই এদেশে উৎপাদিত হয়। উৎপাদন করতে গিয়ে অনেক খরচ হয়। শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যেমন লাভ লোকসান আছে তেমনি কৃষি ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রেও লাভ লোকসান আছে। অনেক সময় কৃষক লাভবান হয়, আবার কোন কোন বছর লোকসান দিয়েও ঋণে জর্জরিত হয়ে কৃষক নিজের জমি হারাচ্ছে। অর্থাৎ কৃষি ক্ষেত্রে কৃষকের অবস্থান কতখানি শক্তিশালী তা জানার জন্য উৎপাদন খরচ জানা জরুরি। উৎপাদন খরচের উপর নির্ভর করে পেঁয়াজের বাজারমূল্য। পেঁয়াজের একর প্রতি গড় উৎপাদন খরচ ও জাতীয় গড় উৎপাদন নিম্নের ছকে দেখানো হলো:

২০২০-২০২১ অর্থবছরে পেঁয়াজের উৎপাদন খরচ গড় প্রতি কেজি ১৯.২৪ টাকা। একর প্রতি মোট উৎপাদন খরচ ৯১৯৬৮ টাকা এবং আয় ১১৯৫০০ টাকা, যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ২৭৫৩২ টাকা। একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ ৪৭৮০ কেজি।

সারণী ২.১২ : ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পেঁয়াজের উৎপাদন খরচ

জমির পরিমাণ : ১০০ শতাংশ টাকায়

ক্র. নং	উৎপাদনের খরচের খাত	গড় খরচ
১	জমি তৈরি	৩৮৫৮
২	সার	১১৫৭১
৩	বীজ	১৮৪২৯
৪	শ্রমিক	৩৪৩৫৫
৫	সেচ	৪১৮৪
৬	বালাই ব্যবস্থাপনা	৩৩০৩
৭	জমির লিজ/ভাড়া	৯৯৭৪
৮	ঋণের সুদ	৩৭০৭
৯	অন্যান্য খরচ	২৫৮৭
	মোট উৎপাদন খরচ	৯১৯৬৮
	মোট উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	৪৭৮০
	কেজি প্রতি গড় উৎপাদন খরচ	১৯.২৪
	কৃষক প্রাপ্ত গড় বাজারদর (প্রতি কেজি)	২৫
	মোট আয়	১১৯৫০০
	নীট লাভ	২৭৫৩২

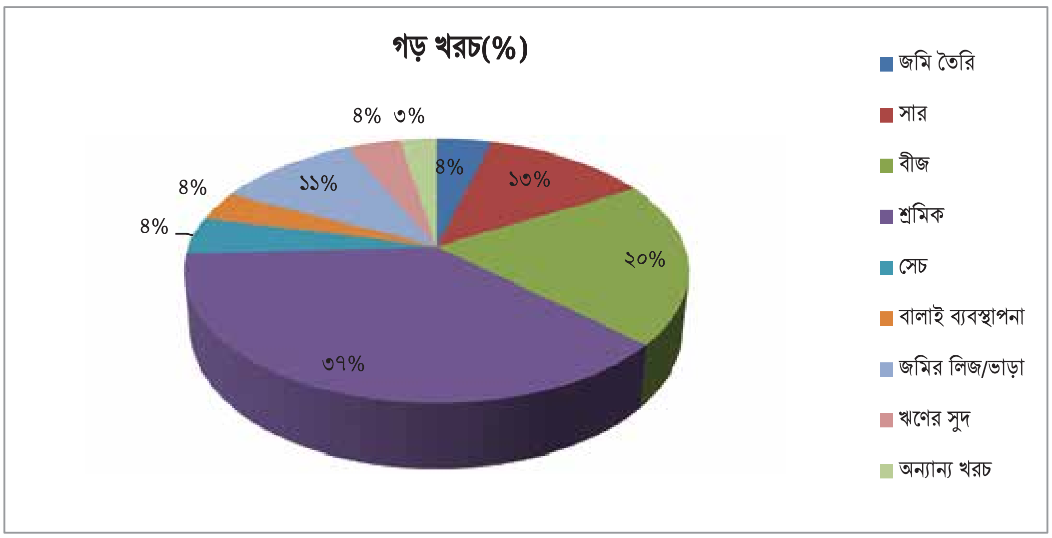

চিত্র-২.১৫ : ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পেঁয়াজের উৎপাদন খরচের শতকরা হার

পেঁয়াজের উৎপাদন খরচ পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে একরে মোট উৎপাদন খরচ ৯১৯৬৮ টাকা এবং প্রতিকেজি উৎপাদন খরচ ১৯.২৪ টাকা। গড় উৎপাদন একরে ৪৮ কুইন্টাল ও গড় বাজারদর প্রতি কেজি ২৫ টাকা।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক বলেন, যশোর, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া ও ফরিদপুরসহ ২১টি জেলায় আগাম জাতের পেঁয়াজ উৎপাদন হয়। আগাম জাতের পেঁয়াজের উৎপাদনের আলাদাভাবে হেক্টর প্রতি উৎপাদনের হিসাব করা হয় না। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে হেক্টর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১০.৭৬ টন। চলতি অর্থবছর ২০২০-২০২১ এ হেক্টর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ ১৩.২৭ টন।

২.৫.২ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহারিক দক্ষতা:

সারণী ২.১৩ : উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহারিক দক্ষতা

বিভিন্ন উপাদান	পেঁয়াজ	চার্ট
পানি	০.৮৮	
শ্রমিক	৭.১৯	
সার	২.৪২	
বীজ	৩.৮৬	
মোট পরিবর্তক ব্যয়	১৭.১৫	

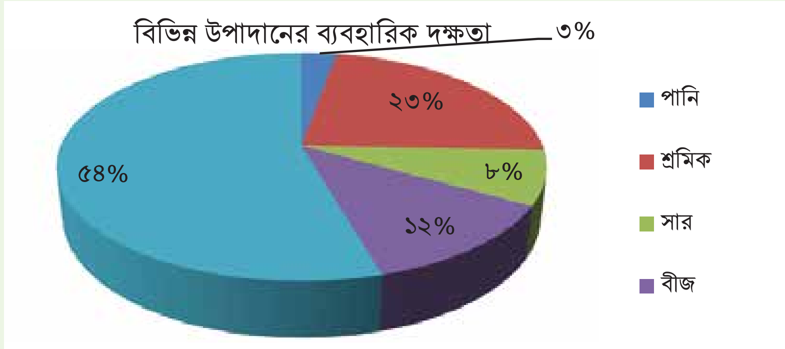

চিত্র: ২.১৬: বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহারিক দক্ষতা

ব্যবহারিক দক্ষতায় সবচেয়ে কম খরচ হয় পানি (০.৮৮/কেজি) এবং অন্যদিকে সর্বোচ্চ খরচ হয় শ্রমিক (৭.১৯/কেজি) ।

২.৫.৩ পেঁয়াজ চাষীর লাভজনকতা

সারণী ২.১৪ : পেঁয়াজ চাষীর লাভজনকতা

উপকরণ	টাকা (একর)
১। কৃষকের মোট উৎপাদন (কেজি/ একর)	৪৭৮০
২। কৃষকের মোট আয়	১,১৯,৫০০
৩। মোট পরিবর্তনীয় খরচ	৭৮,২৮৭
৪। মোট স্থির খরচ	১৩,৬৮১
৫। মোট খরচ	৯১৯৬৮
৬। গ্রস মার্জিন (২-৩)	৪১,২১৩
৭। নীট আয় (২-৫)	২৭,৫৩২
৮। বিসিআর (BCR) (২/৫)	১.৩০
৯। কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ	১৯.২৪
১০। কৃষকের বিক্রয়মূল্য (টাকা/ কেজি)	২৫.০০
১১। মূল্য সংযোজন (Value addition) (১০-৯)	৫.৭৬
১২। মূল্য সংযোজন (Value addition) (%)	২৯.৯৪%

২.৫.৪ পেঁয়াজের মূল্য বিস্তৃতি

প্রতি কেজি (টাকায়)

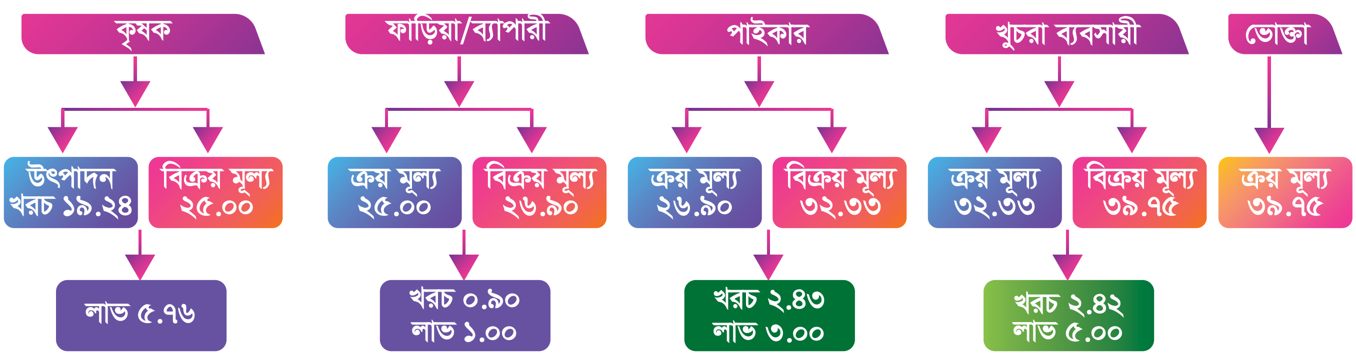

চিত্র-২.১৭ : মূল্য বিস্তৃতি

উপরের চিত্র অনুযায়ী সর্বাধিক লাভ কৃষক এবং খুচরা পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয়।

অধ্যায়-৩
পেঁয়াজের মূল্যের আচরণগত বিশ্লেষণ

৩.১ বাংলাদেশে পেঁয়াজের মূল্য ধারা:

বছরভিত্তিক পেঁয়াজের খুচরা নামিক মূল্য এবং প্রকৃত মূল্য (টাকা/কুইন্টাল)

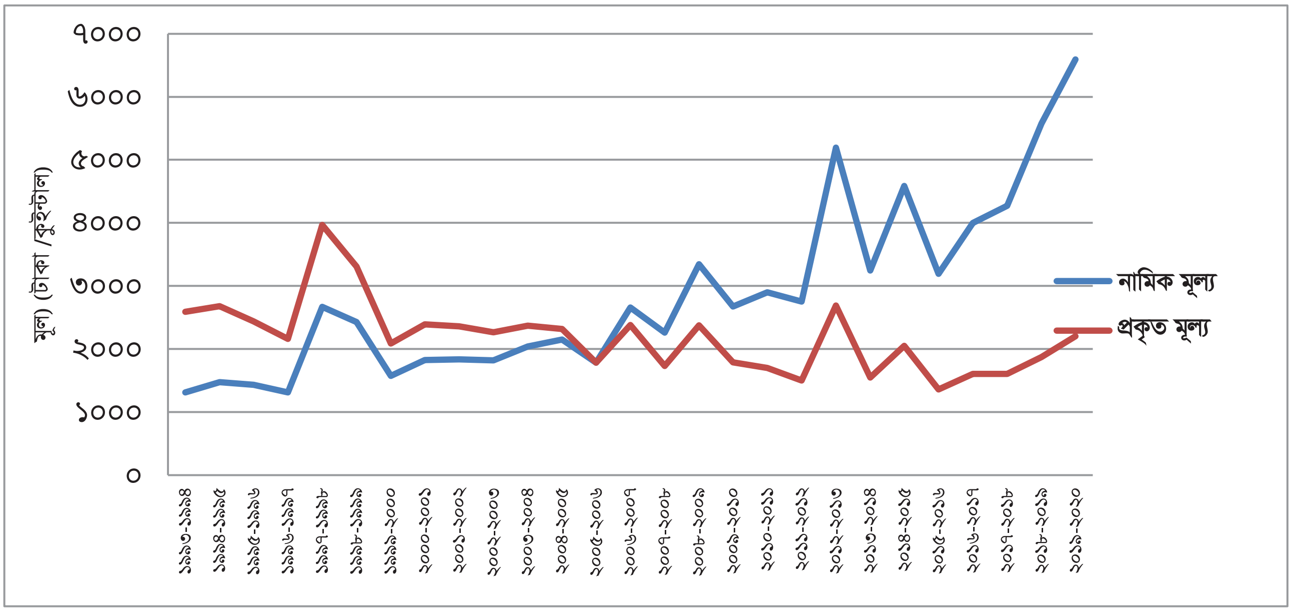

চিত্র- ৩.১: বছর ভিত্তিক পেঁয়াজের খুচরা নামিক মূল্য এবং প্রকৃত মূল্য

চিত্র দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৩/৯৪ সাল থেকে ২০১৯-২০ সালে পেঁয়াজের নামিক মূল্য এবং প্রকৃত খুচরা মূল্য। এতে নামিক মূল্যের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বগামী প্রবণতা ও খুচরা মূল্যের ক্ষেত্রে নিম্নগামী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে পেঁয়াজের নামিক মূল্য, মূল্যস্ফীতি দ্বারা প্রভাবিত। ১৯৯৪/৯৫, ১৯৯৭/৯৮, ২০০৬/০৭, ২০০৮/০৯, ২০১২/১৩ সালে মূল্য বৃদ্ধি দেখা গেছে। ২০১৫/১৬ এর পরে নামিক মূল্য এবং প্রকৃত খুচরা মূল্যের ক্ষেত্রে নিম্নগামী প্রবণতা দেখা গেছে।

১৯৯৩/৯৪ হতে ২০১৯/২০২০ সাল পর্যন্ত বছর ভিত্তিক পেঁয়াজের নামিক মূল্য এবং প্রকৃত মূল্য (টাকা/কুইন্টাল) খুচরা পর্যায়ে:

সারণী ৩.১ : ১৯৯৩/৯৪ হতে ২০১৯/২০২০ সাল পর্যন্ত বছর ভিত্তিক পেঁয়াজের নামিক মূল্য এবং প্রকৃত মূল্য খুচরা পর্যায়ে

বছর	নামিক মূল্য	প্রকৃত মূল্য	বছর	নামিক মূল্য	প্রকৃত মূল্য	বছর	নামিক মূল্য	প্রকৃত মূল্য
১৯৯৩-১৯৯৪	১৩১০	২৫৯১	২০০২-২০০৩	১৮২২	২২৬৫	২০১১-২০১২	২৭৫৪	১৫০০
১৯৯৪-১৯৯৫	১৪৭৪	২৬৭৮	২০০৩-২০০৪	২০৩৯	২৩৭১	২০১২-২০১৩	৫১৯৪	২৬৮৮
১৯৯৫-১৯৯৬	১৪৩০	২৪৩৬	২০০৪-২০০৫	২১৫০	২৩১৭	২০১৩-২০১৪	৩২৪৩	১৫৪৬
১৯৯৬-১৯৯৭	১৩১৪	২১৫৯	২০০৫-২০০৬	১৭৮২	১৭৮২	২০১৪-২০১৫	৪৫৮৬	২০৪৯
১৯৯৭-১৯৯৮	২৬৬৮	৩৯৬৯	২০০৬-২০০৭	২৬৫৮	২৩৮১	২০১৫-২০১৬	৩১৯৩	১৩৬০
১৯৯৮-১৯৯৯	২৪২৯	৩৩০৬	২০০৭-২০০৮	২২৫৮	১৭৩৩	২০১৬-২০১৭	৩৯৯৯	১৬০৭
১৯৯৯-২০০০	১৫৭৪	২০৮৭	২০০৮-২০০৯	৩৩৪২	২৩৭৭	২০১৭-২০১৮	৪২৭৩	১৬০৩
২০০০-২০০১	১৮২৭	২৩৮৯	২০০৯-২০১০	২৬৭৫	১৭৯০	২০১৮-২০১৯	৫৫৭৫	১৮৭৩
২০০১-২০০২	১৮৩৪	২৩৫৯	২০১০-২০১১	২৯০০	১৭০১	২০১৯-২০২০	৬৫৯৩	২২০৪

২০১১-২০১২ অর্থবছর হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত পেঁয়াজের (দেশী) কৃষকপ্রাপ্ত, পাইকারী ও খুচরা গড় মূল্যের ধারা নিম্নের ছকে দেখানো হলো।

সারণী ৩.২ : কৃষকপ্রাপ্ত পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে গড় বাজারদর

টাকায়/কেজি

অর্থবছর	কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর	পাইকারী বাজারদর	খুচরা বাজারদর
২০১১-২০১২	২৩	২৭	২৯
২০১২-২০১৩	১৬	২৪	২৮
২০১৩-২০১৪	৪২	৪৬	৫২
২০১৪-২০১৫	২৭	২৮	৩২
২০১৫-২০১৬	৩৪	৪০	৪০
২০১৬-২০১৭	২৪	২৭	৩২
২০১৭-২০১৮	৩১	৩৫	৪০
২০১৮-২০১৯	৩৪	৩৭	৪৩
২০১৯-২০২০	৫০	৫৮	৬৫
২০২০-২০২১	৫০	৫৮	৬৫

২০১১-২০১২ অর্থবছর হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত পেঁয়াজের (দেশী) কৃষকপ্রাপ্ত, পাইকারী ও খুচরা গড় বাজার দর নিম্নে চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো

টাকায়/কেজি

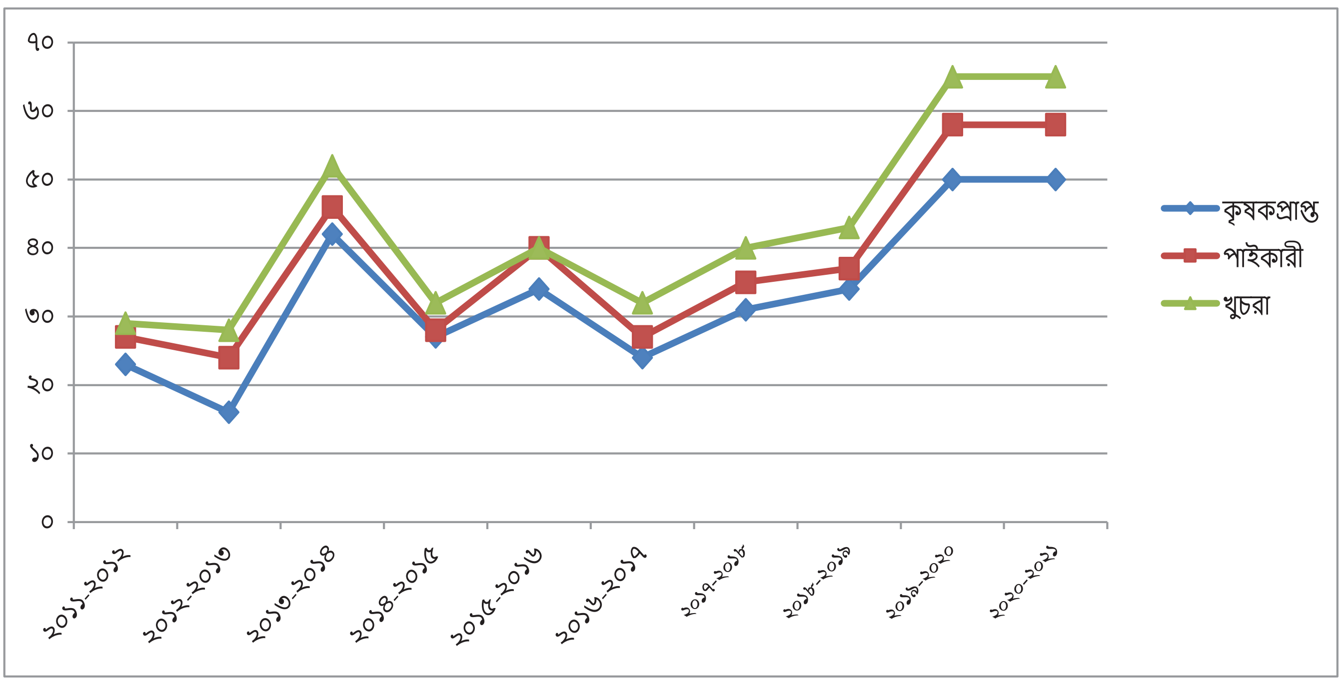

চিত্র- ৩.২: বিভিন্ন পর্যায়ে বছরওয়ারী গড় বাজারদর

উপরের ছক ও লেখচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৩-২০১৪ সালে প্রধান আমদানিকারক দেশ ভারতে বন্যার করণে উৎপাদন ব্যহত হওয়ায় দাম বৃদ্ধি পায়; ফলে আমাদের দেশেও পেঁয়াজের মূল্য বেড়ে যায়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ভারতে বন্যা, ঘুর্ণিঝড়ের কারণে উৎপাদন ব্যহত হওয়ায় বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দেয়ায় দেশীয় পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পায়। ২০২০-২০২১ সালে ভারতীয় পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ থাকায় দাম বৃদ্ধি পায়।

বিগত কয়েক বছরের মাসওয়ারী দেশি পেঁয়াজের খুচরা গড় বাজার দর গ্রাফের সাহায্যে) দেখানো হলো

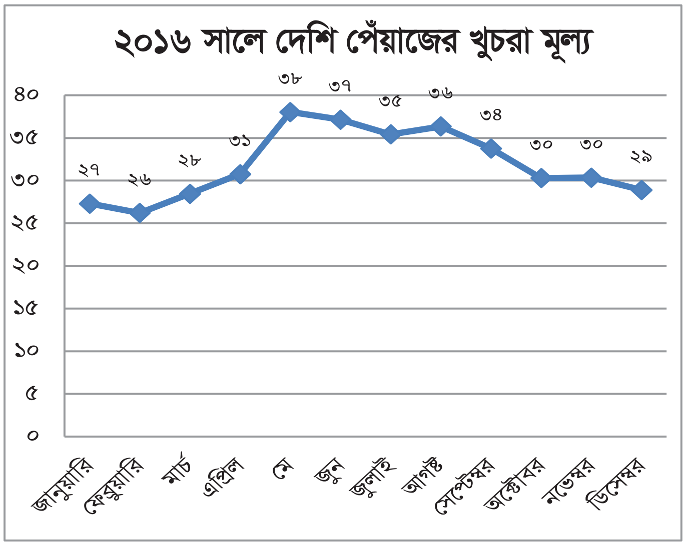

চিত্র- ৩.৩: ২০১৬ সালে দেশি পেঁয়াজের খুচরা মূল্য

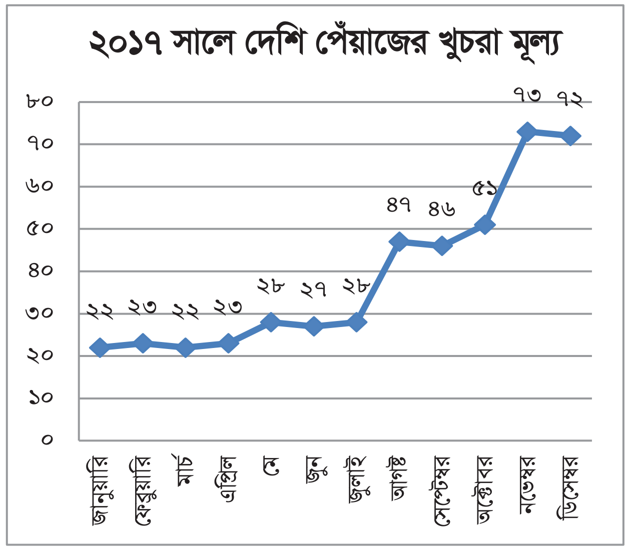

চিত্র- ৩.৪: ২০১৭ সালে দেশি পেঁয়াজের খুচরা মূল্য

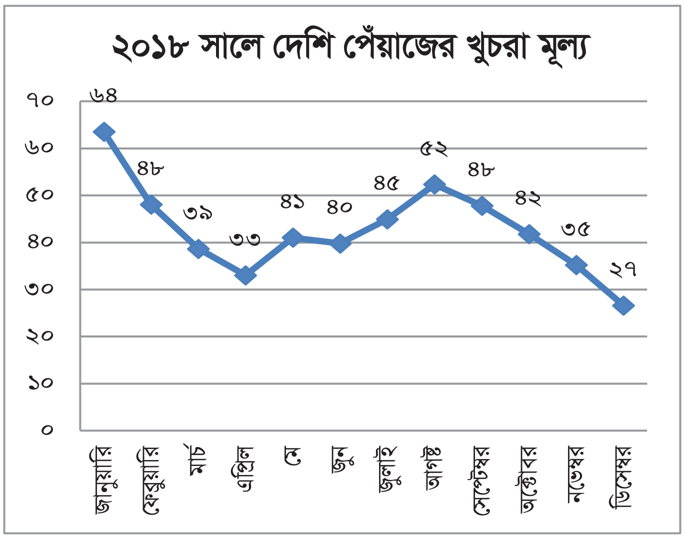

চিত্র- ৩.৫: ২০১৮ সালে দেশি পেঁয়াজের খুচরা মূল্য

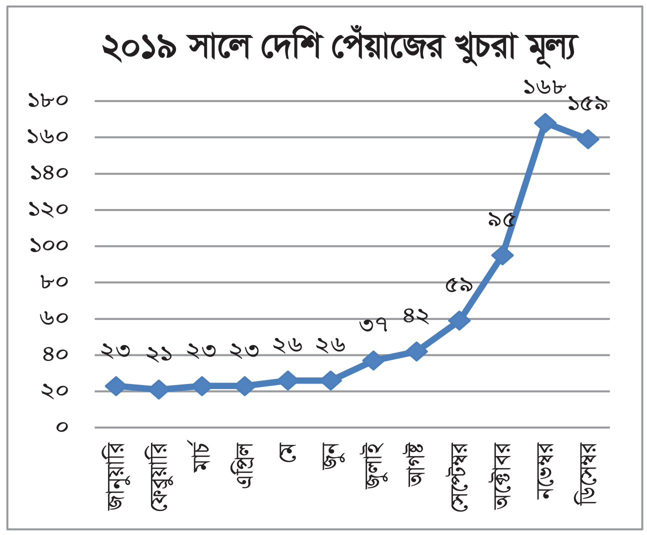

চিত্র- ৩.৬: ২০১৯ সালে দেশি পেঁয়াজের খুচরা মূল্য

বিগত ৫ বছরের খুচরা মূল্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে পেঁয়াজের সর্বোচ্চ মূল্য ছিল ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে ১৬৮ টাকা এবং সর্বনিম্ন মূল্য ছিল ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ২১ টাকা। ২০১৬ সালে মূল্য স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল। ২০১৭ সালে আগষ্ট হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত উর্দ্ধগতি ছিল। এই উর্দ্ধগতি পরবর্তী বছর ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। ২০১৮ সালে পেঁয়াজের ভরা মৌসুমেও দাম অস্বাভাবিক ছিল। তবে ডিসেম্বর, ২০১৮ মাসে দাম অনেকটাই কমে যায় যা পরবর্তী ২০১৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। জুলাই, ২০১৯ মাস থেকে মূল্য উর্দ্ধগতি লক্ষ্য করা যায় যা, নভেম্বর মাসে সর্বোচ্চ ১৬৮ টাকায় দাড়ায়। এই উচ্চ মূল্য ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মার্চ, ২০২০ হতে আগষ্ট, ২০২০ মাসে মূল্য স্থিতি থাকলেও সেপ্টেম্বর, ২০২০ মাস থেকে উর্দ্ধগতি লক্ষ্য করা যায়। এই মূল্য সংকটের অন্যতম কারন "আকস্মিক যোগান সংকট"।

৩.২. বছরওয়ারী আমদানির তুলনায় বাজারদর

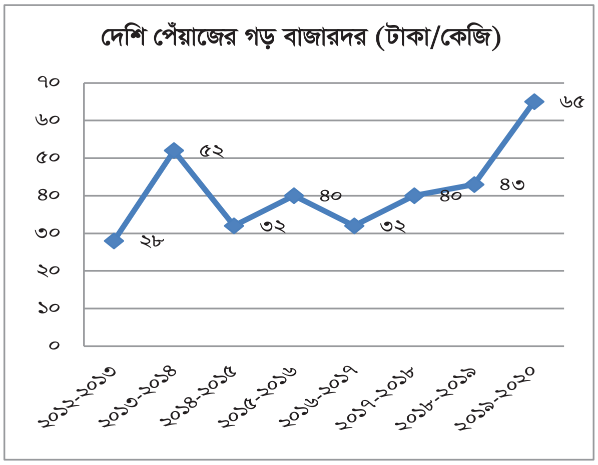

চিত্র- ৩.৭: দেশী পেঁয়াজের গড় বাজারদর

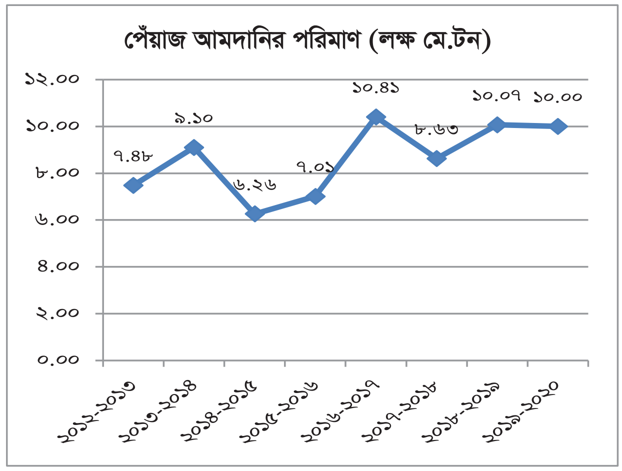

চিত্র- ৩.৮: পেঁয়াজ আমদানির পরিমাণ

২০১১-২০১২ হতে ২০২০-২০২১ সালের দেশী ও আমদানিকৃত পেঁয়াজের পাইকারী ও খুচরা বাজার দরের তুলনা

সারণী- ৩.৩ : বছরওয়ারী দেশী ও আমদানিকৃত পেঁয়াজের তুলনামূলক বাজারদর

অর্থবছর	দেশি		আমদানিকৃত	
	পাইকারী বাজারদর	খুচরা বাজারদর	পাইকারী বাজারদর	খুচরা বাজারদর
২০১১-২০১২	২৭	২৯	২৩	২৭
২০১২-২০১৩	২৪	২৮	১৯	২৩
২০১৩-২০১৪	৪৬	৫২	৪৫	৫০
২০১৪-২০১৫	২৮	৩২	২৭	৩১
২০১৫-২০১৬	৪০	৪০	৩৫	৪০
২০১৬-২০১৭	২৭	৩২	১৯	২৩
২০১৭-২০১৮	৩৫	৪০	২৯	৩৪
২০১৮-২০১৯	৩৭	৪৩	২৮	৩২
২০১৯-২০২০	৫৮	৬৫	৪৫	৫২
২০২০-২০২১	৫৮	৬৫	৪৬	৫৩

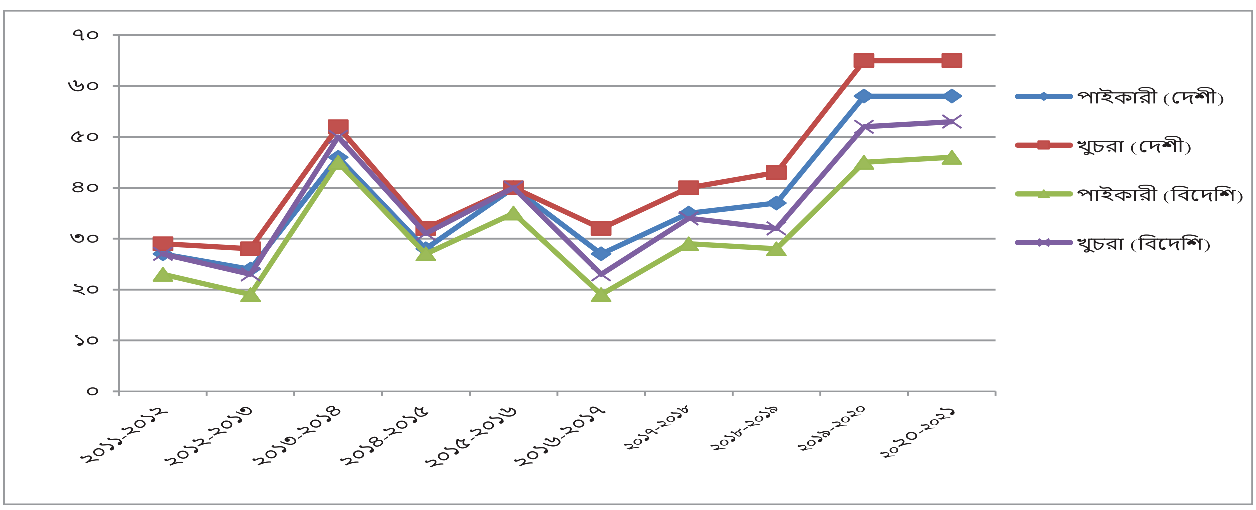

চিত্র- ৩.৯ : বছরওয়ারী দেশী ও আমদানিকৃত পেঁয়াজের বাজারদরের তুলনা

২০২০ সালে ভারতে বন্যার কারণে সরবরাহ কমায় পেঁয়াজের দাম বেড়ে যায়। ভারতে দাম বৃদ্ধির কারণে দেশের বাজারেও পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পায়। দেশিয় উৎপাদন দিয়ে পেঁয়াজের চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না বিধায় পেঁয়াজ আমদানি করে চাহিদা মেটানো হয়। ভারত থেকে সবচেয়ে বেশি ৭৫-৮০% পেঁয়াজ আমদানি করা হয়। ভারতের নাসিকের পাইকারী বাজারে সেপ্টেম্বর, ২০২০ মাসে পেঁয়াজের দাম ছিল কুইন্টাল প্রতি ২ হাজার ৫০০ রুপির বেশি। ভারত অভ্যন্তরীণ বাজারে পেঁয়াজের সংকট ও মূল্যবৃদ্ধির অজুহাত দেখিয়ে গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ মাসে বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করে দেয়ায় মূল্য বৃদ্ধি পায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে আমদানিকারকেরা মিয়ানমার, পাকিস্তান, মিশর, তুরস্ক ও চীন থেকে বিপুল পরিমাণে পেঁয়াজ আমদানি করেন। ফলে দেশীয় বাজারে পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) এর 'অ্যাসেসিং কম্পিটিশন আন অনিয়ন মার্কেট অব বাংলাদেশ' শীর্ষক এক গবেষণায় দেখা গেছে, পেঁয়াজের ক্ষেত্রে ভোক্তা যে দাম দেয় তা থেকে উৎপাদনকারীর আয় হয় মাত্র ৪৩.৯ শতাংশ। অন্যদিকে কমিশন এজেন্ট ও আড়তদার পায় ৯.৪৮ শতাংশ, ফড়িয়া ও ব্যাপারি পায় ৭.০১ শতাংশ, পাইকার ৮.১৯ এবং খুচরা বিক্রেতারা পায় ৬.২৫ (সূত্র. বণিক বার্তা)।

গবেষক ও বিআইডিএসের রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ বলেন, পেঁয়াজের দাম মূলত একটি নির্দিষ্ট সময়েই বাড়ে। ইনফ্লেশনারি এক্সপেকটেশন বা দাম বেড়ে যাবে এমন আতঙ্ক থেকেই মূলত পণ্যের দাম বেড়ে যায়। দেশে উৎপাদন মৌসুম কোন পর্যায়ে আছে, ভারতে উৎপাদন পরিস্থিতি ও শুল্কারোপ কী পর্যায়ে আছে, বন্দরে খালাস ও সেবা পরিস্থিতি কেমন তা ভোক্তারা না জানার কারণে আতঙ্ক তৈরি হয়। তাছাড়া উৎসবভিত্তিক চাহিদা বৃদ্ধিও হঠাৎ পেঁয়াজের দাম বাড়ার আর একটি কারণ। দামের ওঠানামা কমাতে হলে উৎপাদন মৌসুমের পেঁয়াজকে পরবর্তী সময়ে বাজারে সরবরাহ উপাযোগী করতে হবে। এজন্য উৎপাদক ও বিপণন পর্যায়ে মজুদ সক্ষমতা বাড়ানো এবং আমদানির বাজার বহুমুখী করতে হবে।

চিত্র- ৩.১০: আমদানি ও স্থানীয় পর্যায়ে বিক্রয়

৩.৩ ২০২০ সালে দেশি পেঁয়াজের মূল্য পরিস্থিতি

২০২০ সালের জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে পেঁয়াজের (দেশি) গড় বাজার দর গ্রাফের মাধ্যমে দেখানো হলো:

(টাকা/কুইন্টাল) (টাকা/কেজি)

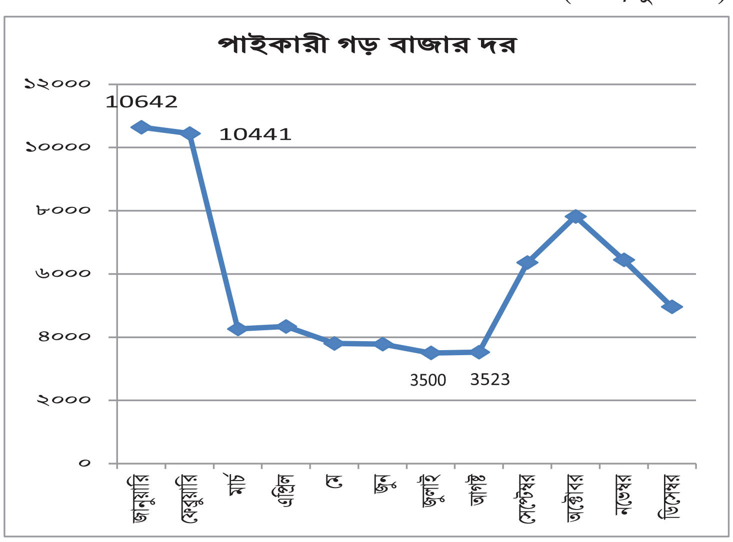

চিত্র- ৩.১১: পাইকারী গড় বাজারদর

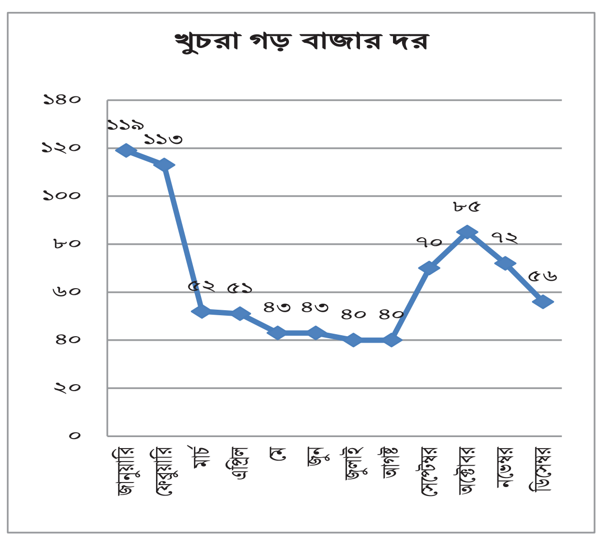

চিত্র- ৩.১২: খুচরা গড় বাজারদর

মাসিক দামের হ্রাস/বৃদ্ধি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পাইকারী পর্যায়ে জানুয়ারি মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারি হতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত দাম হ্রাস পেয়েছে। অন্যান্য বছরের ন্যায় মার্চ হতে আগস্ট মাস পর্যন্ত স্বাভাবিক বাজার থাকলেও সেপ্টেম্বর হতে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এর মূল কারণ বৃষ্টিপাতজনিত কারণে দেশীয় পেঁয়াজের ঘাটতি ও আমদানি বাজারে বিশৃঙ্খলা।

৩.৪ ২০২০ সালে পেঁয়াজের (দেশি) মাসিক জাতীয় গড় বাজার দর

সারণী-৩.৪: ২০২০ সালে পেঁয়াজের (দেশি) মাসিক জাতীয় গড় বাজার দর (টাকায়)

মাস	পাইকারী (কুইন্টাল প্রতি)	জানুয়ারি ভিত্তিক পাইকারী সূচক	খুচরা (কুইন্টাল প্রতি)	জানুয়ারি ভিত্তিক পাইকারী সূচক
জানুয়ারি	১০৬৪২	১০০	১১৯	১০০
ফেব্রুয়ারি	১০৪৪১	৯৮.১১	১১৩	৯৪.৯৬
মার্চ	৪২৬১	৪০.০৪	৫২	৪৩.৭০
এপ্রিল	৪৩৩৭	৪০.৭৫	৫১	৪২.৮৬
মে	৩৮০১	৩৫.৭২	৪৩	৩৬.১৩
জুন	৩৭৭৮	৩৫.৫০	৪৩	৩৬.১৩
জুলাই	৩৫০০	৩২.৮৯	৪০	৩৩.৬১
আগষ্ট	৩৫২৩	৩৩.১০	৪০	৩৩.৬১
সেপ্টেম্বর	৬৩৫৭	৫৯.৭৪	৭০	৫৮.৮২
অক্টোবর	৭৮১৯	৭৩.৪৭	৮৫	৭১.৪৩
নভেম্বর	৬৪৪৪	৬০.৫৫	৭২	৬০.৫০
ডিসেম্বর	৪৯৫৬	৪৬.৫৭	৫৬	৪৭.০৬

সূত্র: ডিএএম

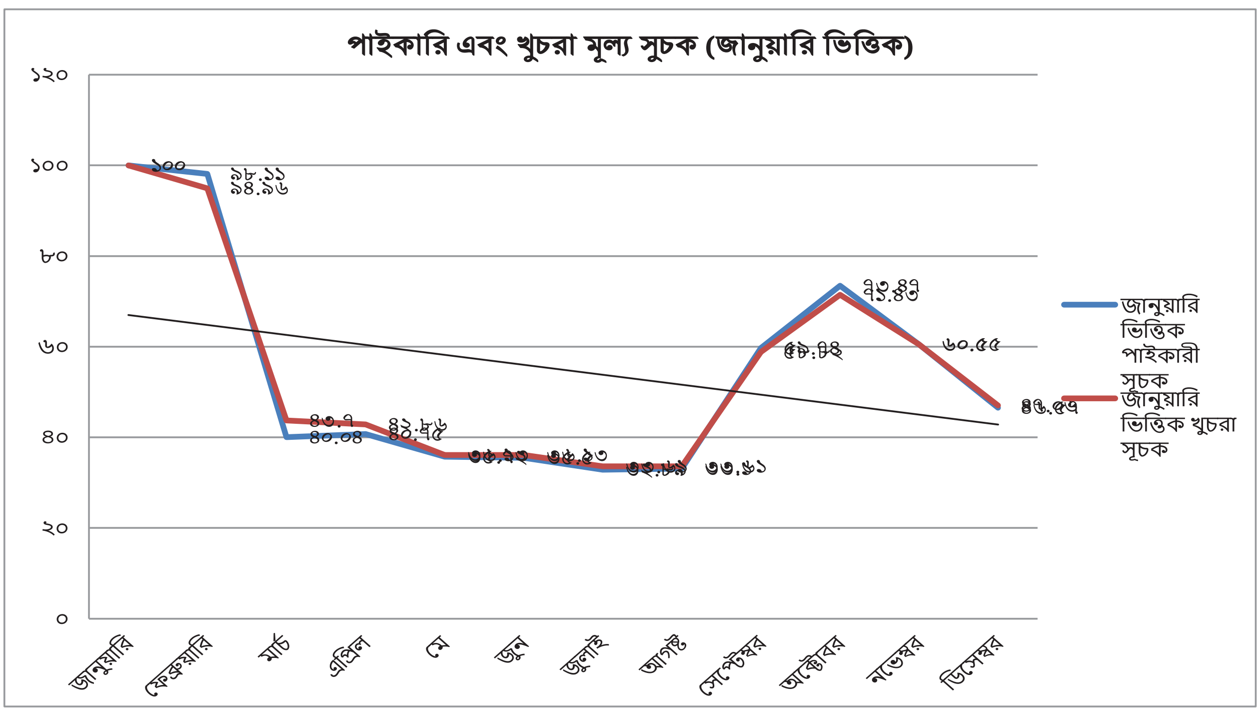

চিত্র- ৩.১৩: পাইকারি এবং খুচরা মূল্য সূচক (জানুয়ারি ভিত্তিক)

উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে জানুয়ারি মাসের ভিত্তিতে পাইকারি এবং খুচরা মুল্যের হ্রাস বৃদ্ধির পরিমাণ এবং দেখা যায় ফেব্রুয়ারি মাসে পাইকারি মুল্য বৃদ্ধির হার খুচরা মুল্যের চেয়ে বেশি ছিল; অন্যদিকে মার্চ এপ্রিল মাসে খুচরা মুল্য বৃদ্ধির হার পাইকারি মুল্য বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি। সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে আবার পাইকারি মুল্য বৃদ্ধি খুচরা মুল্য বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি ছিল।

৩.৫ ২০২০ সালে মাসওয়ারী দেশি ও আমদানিকৃত পেঁয়াজের পাইকারী ও খুচরা বাজার দরের তুলনা

সারণী-৩.৫: ২০২০ সালে মাসওয়ারী দেশি ও আমদানিকৃত পেঁয়াজের পাইকারী ও খুচরা বাজার দরের তুলনা

মাস	পাইকারী (দেশি)	পাইকারী (আমদানিকৃত)	খুচরা (দেশি)	খুচরা (আমদানিকৃত)
জানুয়ারি	১০৬	৮৬	১১৯	১০৩
ফেব্রুয়ারি	১০৪	৭৬	১১৩	৮৯
মার্চ	৪৩	৪০	৫৮	৫২
এপ্রিল	৪৩	৪১	৫১	৪৬
মে	৩৮	৩৪	৪৩	৪০
জুন	৩৮	২৪	৪৩	২৯
জুলাই	৩৫	২২	৪০	২৬
আগষ্ট	৩৫	২৩	৪০	২৭
সেপ্টেম্বর	৬৪	৫০	৭০	৫৬
অক্টোবর	৭৮	৬৭	৮৫	৭৩
নভেম্বর	৬৪	৪৮	৭২	৫৫
ডিসেম্বর	৫০	৩৫	৫৬	৪০

২০২০ সালে মাসওয়ারী দেশি ও আমদানিকৃত পেঁয়াজের পাইকারী ও খুচরা বাজার দরের তুলনা

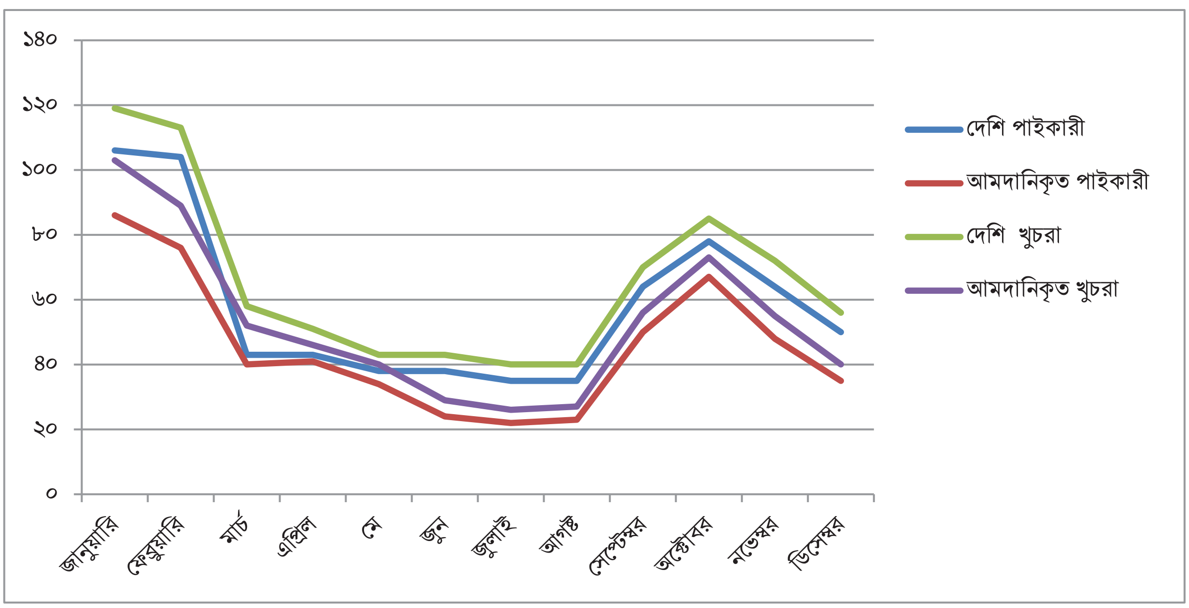

চিত্র- ৩.১৪: ২০২০ সালে মাসওয়ারী দেশি ও আমদানিকৃত পেঁয়াজের পাইকারী ও খুচরা বাজার দরের তুলনা

৩.৬ বিভাগওয়ারী ২০২০ সালে দেশি পেঁয়াজের পাইকারী গড় বাজারদর

৩.৬.১ ঢাকা বিভাগে ২০২০ সালে পাইকারী গড় বাজার দর

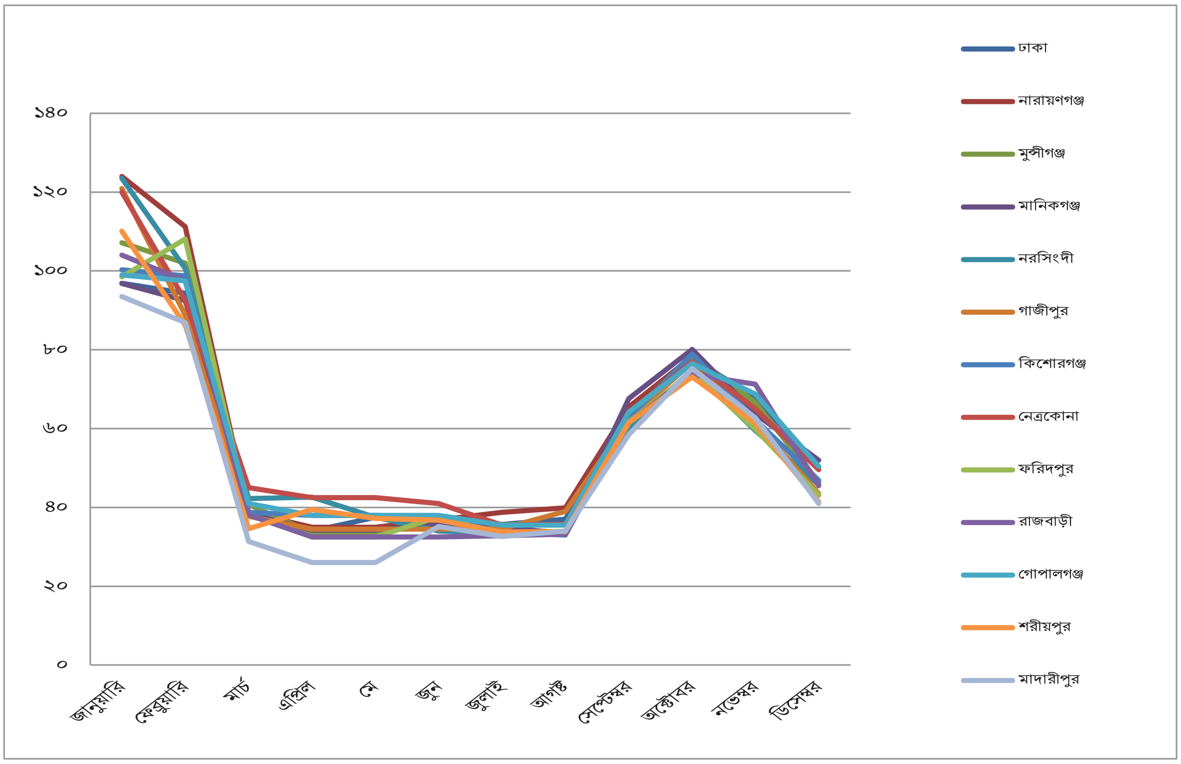

চিত্র- ৩.১৫: ঢাকা বিভাগে ২০২০ সালে পাইকারী গড় বাজার দর

ঢাকা বিভাগের নরসিংদী ও গাজীপুর জেলায় জানুয়ারি মাসে বাজার দর সর্বোচ্চ এবং মাদারীপুর জেলায় এপ্রিল মাসে সর্বনিম্ন ছিল।

৩.৬.২ ময়মনসিংহ বিভাগ ২০২০ সালে পাইকারী গড় বাজার দর

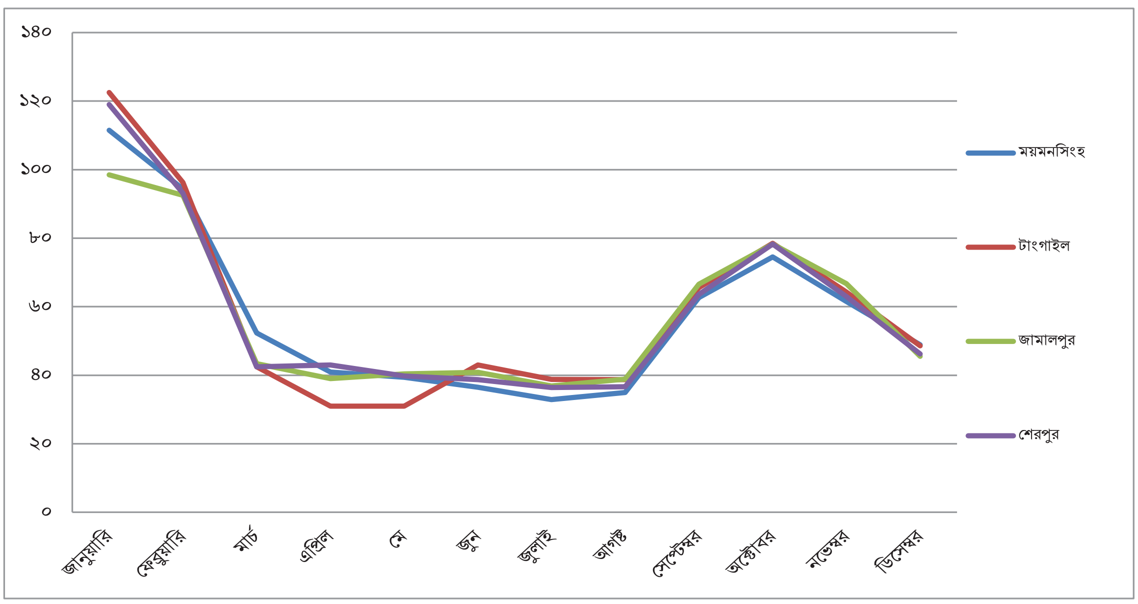

চিত্র- ৩.১৬: ময়মনসিংহ বিভাগে ২০২০ সালে পাইকারী গড় বাজার দর

ময়মনসিংহ বিভাগে শেরপুর জেলায় জানুয়ারি মাসে বাজার দর সর্বোচ্চ এবং টাঙ্গাইল জেলায় এপ্রিল ও মে মাসে সর্বনিম্ন ছিল।

৩.৬.৩ রাজশাহী বিভাগ ২০২০ সালে পাইকারী গড় বাজার দর

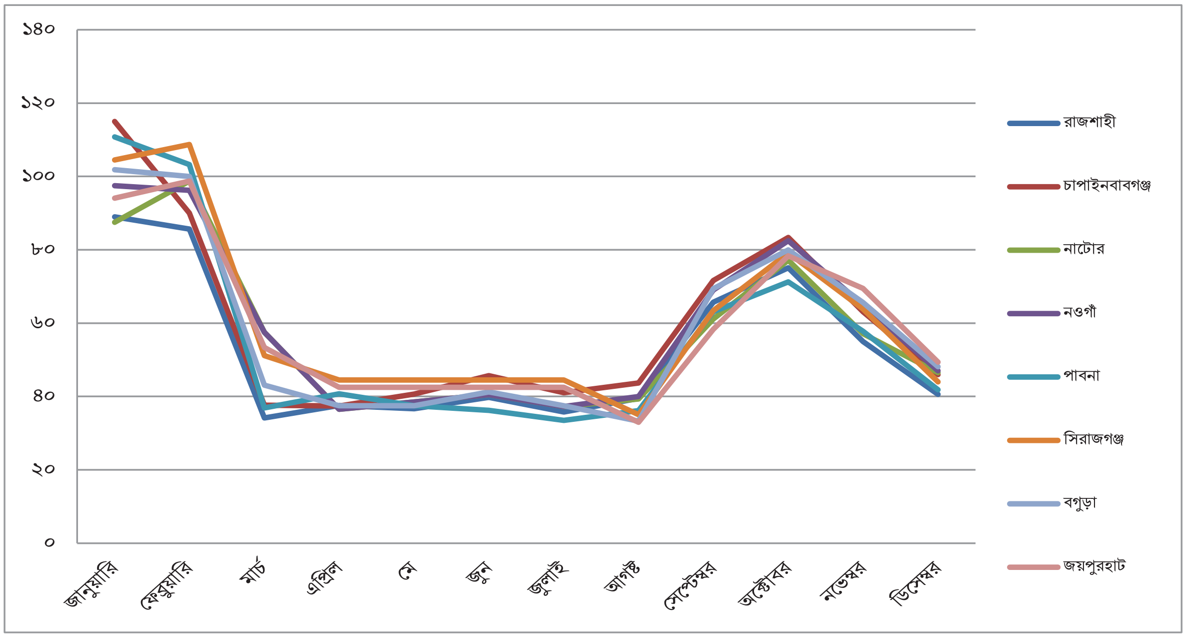

চিত্র- ৩.১৭: রাজশাহী বিভাগে ২০২০ সালে পাইকারী গড় বাজার দর

রাজশাহী বিভাগে পাবনা জেলায় জানুয়ারি মাসে বাজার দর সর্বোচ্চ এবং জয়পুরহাট ও পাবনা জেলায় সর্বনিম্ন ছিল।

৩.৬.৪ রংপুর বিভাগ ২০২০ সালে পাইকারী গড় বাজার দর

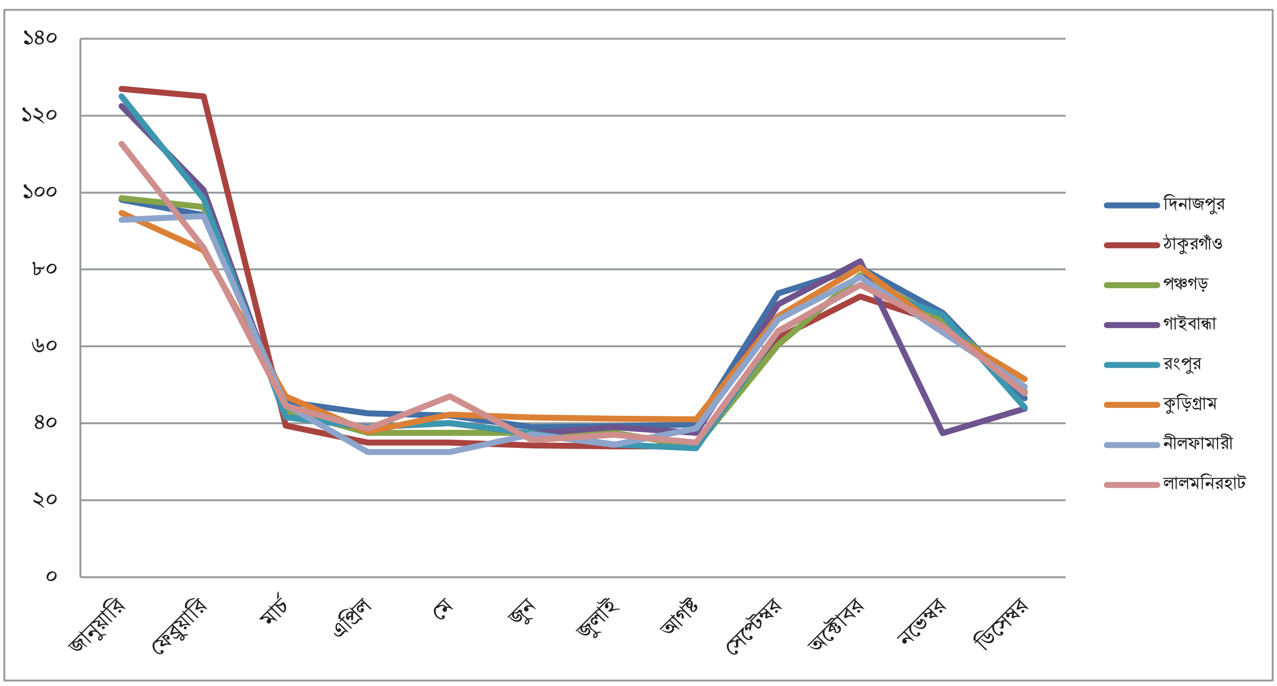

চিত্র- ৩.১৮: রংপুর বিভাগে ২০২০ সালে পাইকারী গড় বাজার দর

রংপুর বিভাগে গাইবান্ধা ও লালমনিরহাট জেলায় জানুয়ারি মাসে বাজারদর সর্বোচ্চ এবং নীলফামারী জেলায় মে মাসে সর্বনিম্ন ছিল।

৩.৬.৫ খুলনা বিভাগ ২০২০ সালে পাইকারী গড় বাজার দর

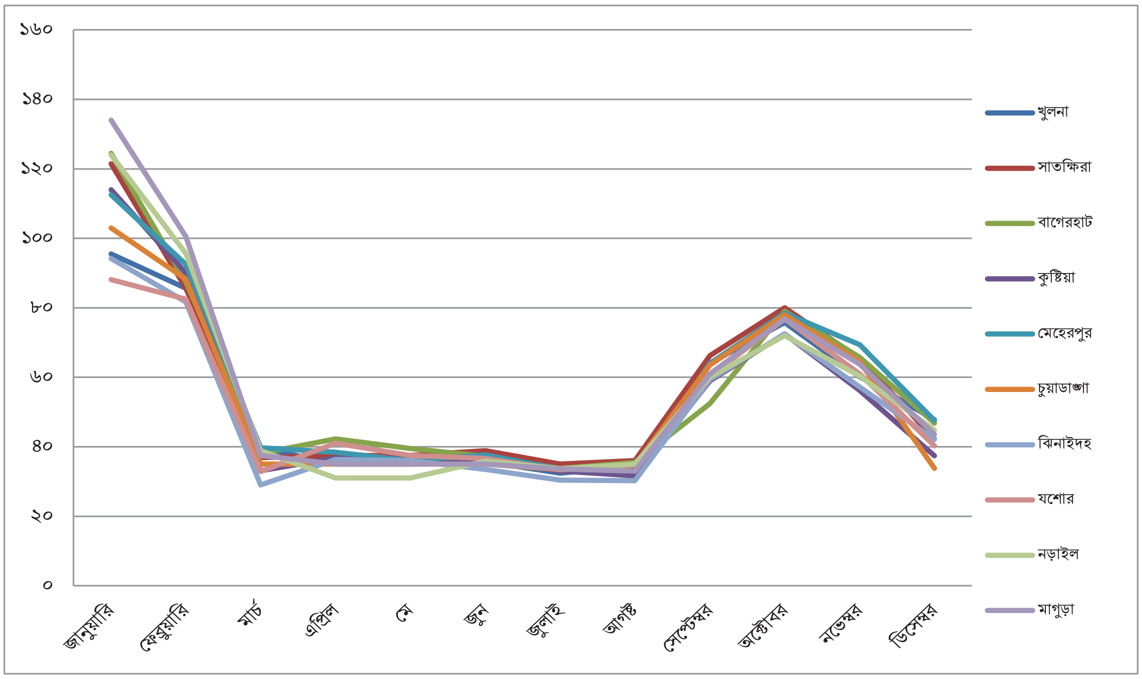

চিত্র- ৩.১৯: খুলনা বিভাগে ২০২০ সালে পাইকারী গড় বাজার দর

খুলনা বিভাগে মাগুরা জেলায় জানুয়ারি মাসে বাজারদর সর্বোচ্চ এবং ঝিনাইদহ জেলায় আগষ্ট মাসে সর্বনিম্ন ছিল।

৩.৬.৬ বরিশাল বিভাগ ২০২০ সালে পাইকারী গড় বাজার দর

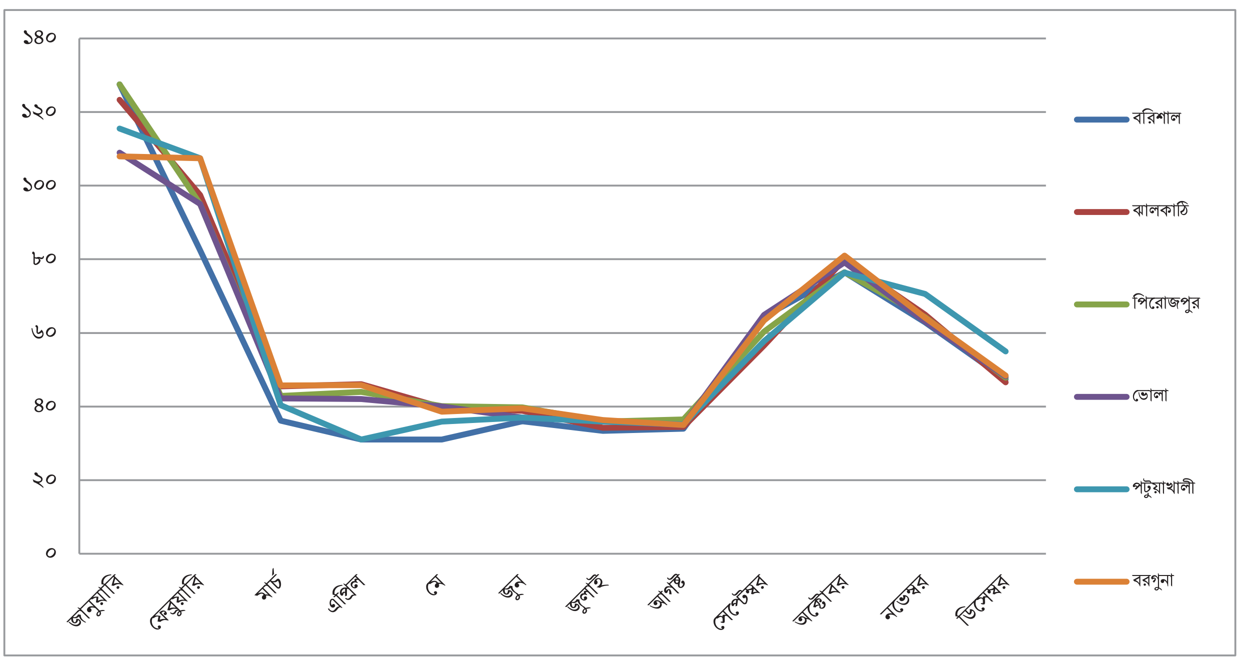

চিত্র- ৩.২০: বরিশাল বিভাগে ২০২০ সালে পাইকারী গড় বাজার দর

বরিশাল বিভাগে পিরোজপুর জেলায় জানুয়ারি মাসে বাজারদর সর্বোচ্চ এবং বরিশাল জেলায় মে মাসে সর্বনিম্ন ছিল।

৩.৬.৭ চট্টগ্রাম বিভাগ ২০২০ সালে পাইকারী গড় বাজার দর

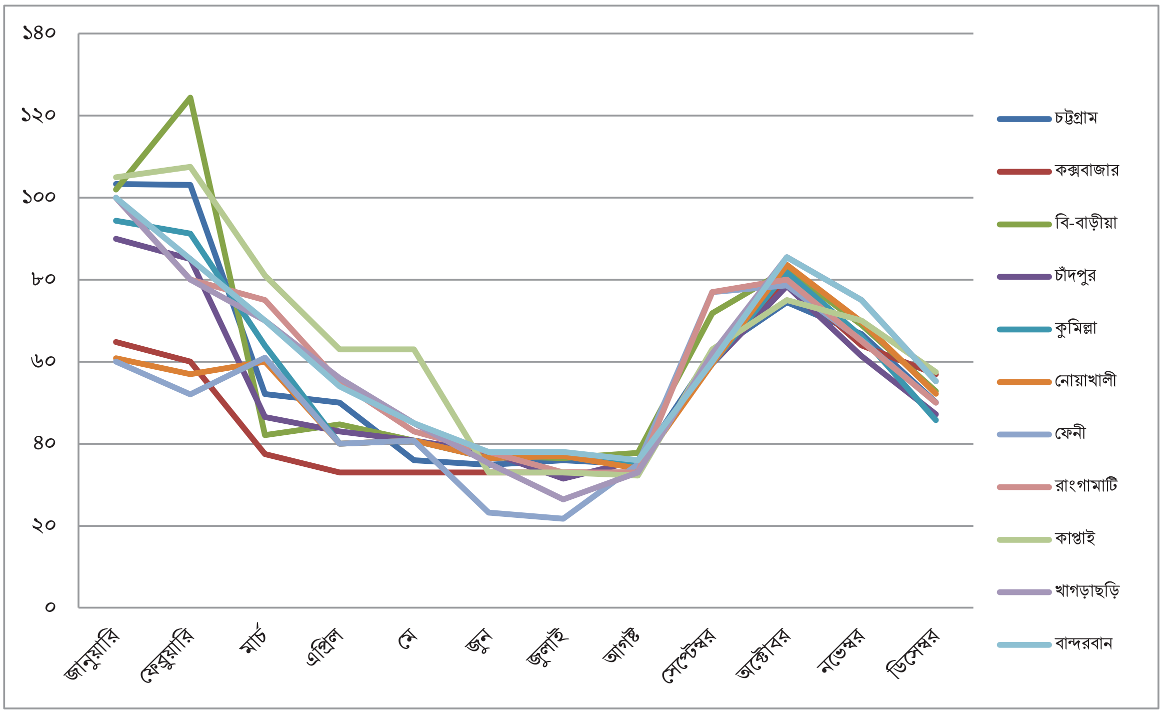

চিত্র- ৩.২১: চট্টগ্রাম বিভাগে ২০২০ সালে পাইকারী গড় বাজার দর

চট্টগ্রাম বিভাগে বি.বাড়িয়া জেলায় ফেব্রুয়ারি মাসে বাজার দর সর্বোচ্চ এবং ফেনী জেলায় জুলাই মাসে সর্বনিম্ন ছিল।

৩.৬.৮ সিলেট বিভাগ ২০২০ সালে পাইকারী গড় বাজার দর

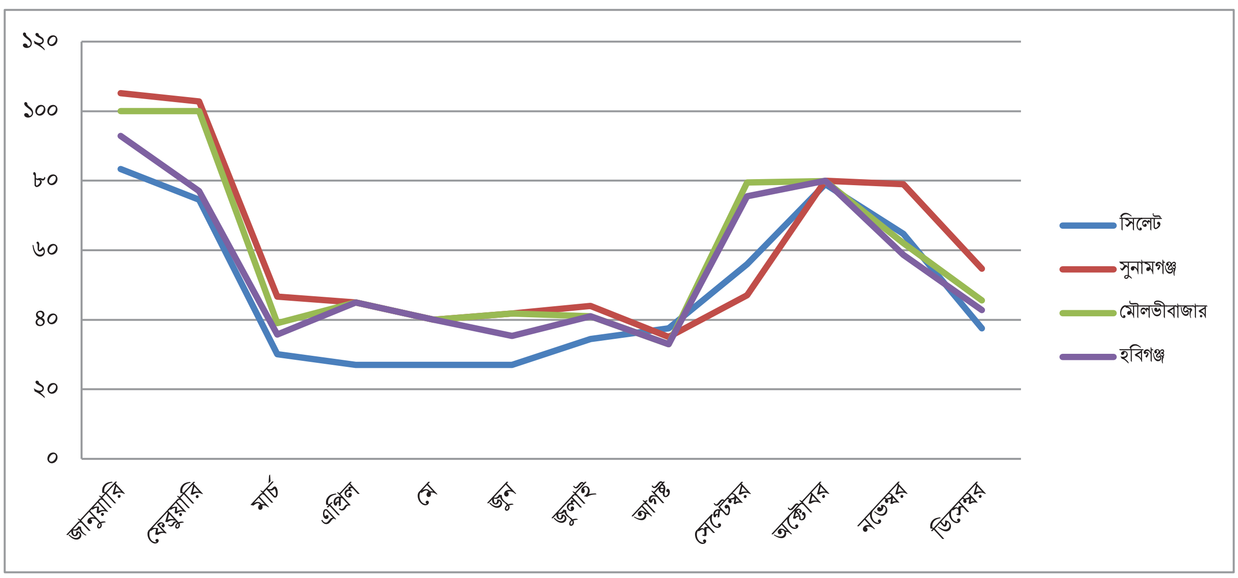

চিত্র- ৩.২২: সিলেট বিভাগে ২০২০ সালে পাইকারী গড় বাজার দর

সিলেট বিভাগে সুনামগঞ্জ জেলায় জানুয়ারি মাসে বাজার দর সর্বোচ্চ এবং সিলেট জেলায় জুন মাসে সর্বনিম্ন ছিল।

৩.৭ ২০২০ সালে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উৎপাদনকারী ৫টি জেলার পেঁয়াজের দেশি খুচরা বাজারদর

সারণী-৩.৬ : ২০২০ সালে সর্বোচ্চ উৎপাদনকারী জেলাসমুহের দেশি পেঁয়াজের খুচরা বাজারদর

ক্র. নং	জেলার নাম	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
১	পাবনা	১২১	১১১	৪৫	৪৮	৪৩	৪৩	৪১	৪৪	৭১	৮১	৬৮	৫০
২	ফরিদপুর	১১৩	১০৬	৪৬	৪০	৪০	৪৩	৩৯	৪০	৭০	৮৩	৬৭	৪৯
৩	রাজবাড়ী	১১৫	১০৯	৪৬	৪০	৪০	৪০	৩৮	৩৮	৬৬	৭৯	৭৬	৫০
৪	রাজশাহী	৮৮	৯৬	৪০	৪২	৪২	৪৫	৪১	৪৪	৭২	৮১	৬১	৪৮
৫	ঝিনাইদহ	১০৬	৯৬	৩৯	৪২	৪১	৩৯	৩৫	৩৫	৬৫	৭৮	৬৩	৪৭

সর্বোচ্চ উৎপাদনকারী জেলাসমুহের দেশি পেঁয়াজের খুচরা বাজারদর নিম্নের চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো

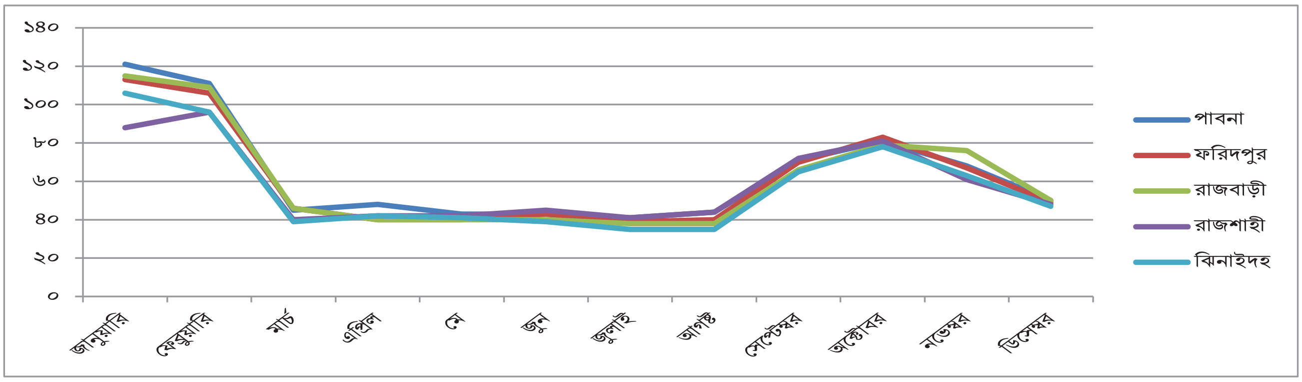

চিত্র- ৩.২৩: সর্বোচ্চ উৎপাদনকারী জেলাসমুহের দেশি পেঁয়াজের খুচরা বাজারদর

জানুয়ারি মাসে সর্বোচ্চ মূল্য পাবনা জেলায় এবং সর্বনিম্ন ঝিনাইদহ জেলায় আগষ্ট মাসে।

সারণী- ৩.৭ : ২০২০ সালে সর্বনিম্ন উৎপাদনকারী জেলাসমুহের দেশি পেঁয়াজের খুচরা বাজারদর

ক্র. নং	জেলার নাম	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
১	ঝালকাঠি	১৩৪	১০৭	৫৫	৫৫	৪৬	৪৬	৪১	৩৯	৬৫	৮৫	৭১	৫২
২	বরগুনা	১২১	১২৩	৫২	৫০	৪৫	৪৪	৪১	৩৯	৭০	৮৮	৭০	৫৩
৩	চট্টগ্রাম	১১৭	১১৪	৬১	৫১	৪০	৪৫	৪০	৪৪	৭২	৮৫	৭৭	৫৭
৪	ফেনী	১০০	৮৫	৪৫	৪২	৪৩	২৯	২৬	৪১	৮৩	৮৬	৭১	৫৯
৫	বান্দরবান	১১০	১০০	৬০	৫৫	৪৫	৪০	৩৫	৪০	৮০	৮০	৮০	৫০

সর্বনিম্ন উৎপাদনকারী জেলাসমুহের দেশি পেঁয়াজের খুচরা বাজারদর নিম্নে চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল

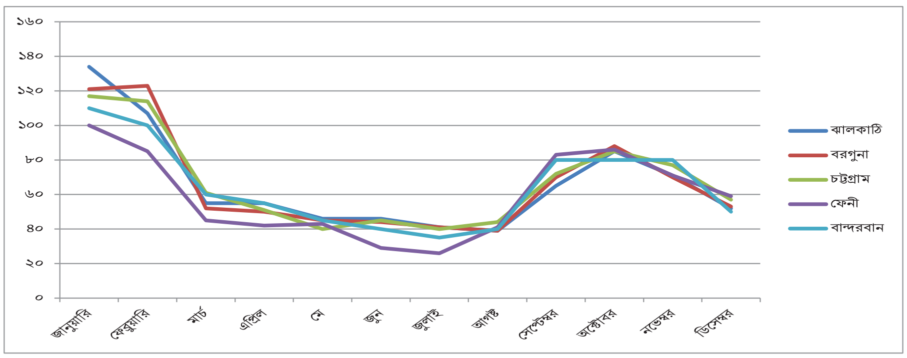

চিত্র- ৩.২৪: সর্বনিম্ন উৎপাদনকারী জেলাসমুহের দেশি পেঁয়াজের খুচরা বাজারদর

জানুয়ারি মাসে সর্বোচ্চ মূল্য ঝালকাঠি জেলায় এবং সর্বনিম্ন ফেনী জেলায় জুলাই মাসে।

৩.৮ পেঁয়াজের বাজারে প্রতিযোগীতা ও বর্তমান যোগান সংকট (Supply Shock) :

এপর্যায়ে রংপুর বিভাগের জেলাসমুহের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

স্বাভাবিক সরবরাহ ও সরবরাহ বিঘ্ন অবস্থায় রংপুর বিভাগের জেলাসমূহে বিরাজমান দেশী ও আমদানিকৃত পেঁয়াজের পাইকারী মূল্য ও এর পার্থক্য দ্বারা প্রতিযোগীতার স্বরুপ অনুধাবন করা যায়। দুই ভিন্ন অবস্থায় মূল্য পার্থক্যের চিত্র নিম্নরুপ

সারণী-৩.৮ : স্বাভাবিক সরবরাহ ও সরবরাহে বিঘ্ন অবস্থায় আমদানিকৃত পেঁয়াজের জেলাওয়ারী পাইকারী বাজারদর (মূল্য/কেজি)

সূচক	পঞ্চগড়	ঠাকুরগাঁও	দিনাজপুর	রংপুর	কুড়িগ্রাম	নীলফামারী	লালমনিরহাট	গাইবান্ধা	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	মূল্য পার্থক্য
স্বাভাবিক সরবরাহ	১৬.০০	১৬.০০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৭.০০	১৫.৫০	১৫.৫০	১৫.০০	১৪.৫০	১৭.০০	২.৫০
সরবরাহ বিঘ্ন পরিস্থিতি	৬১.০০	৫৬.০০	৫৭.৫০	৬০.০০	৬৯.০০	৬৫.০০	৬৫.০০	৬৫.০০	৫৬.০০	৬৯.০০	১৩.০০

স্বাভাবিক সরবরাহ ও সরবরাহে বিঘ্ন অবস্থায় আমদানিকৃত পেঁয়াজের জেলাওয়ারী পাইকারী বাজারদর (মূল্য/কেজি) চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল

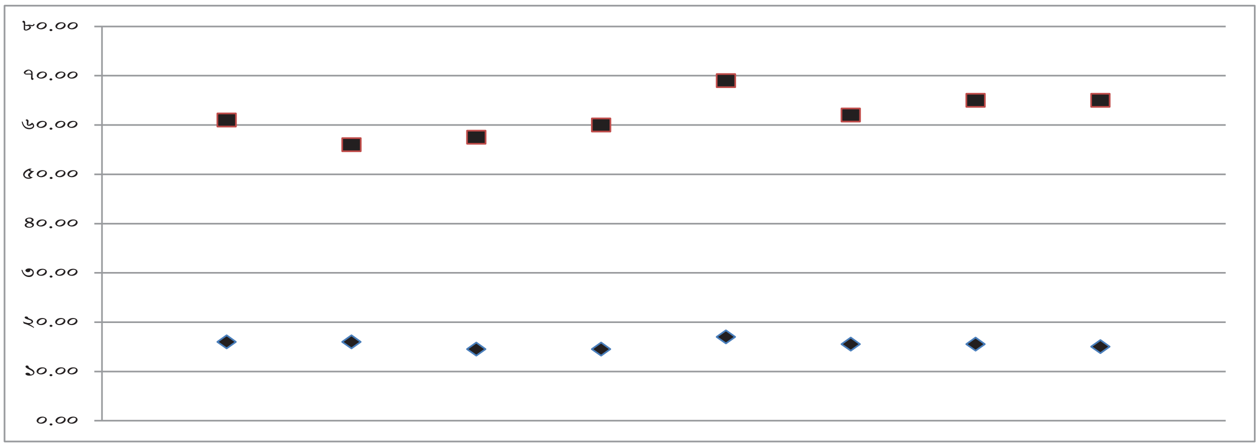

চিত্র-৩.২৫: স্বাভাবিক সরবরাহ ও সরবরাহে বিঘ্ন অবস্থায় আমদানিকৃত পেঁয়াজের জেলাওয়ারী পাইকারী বাজারদর

সারণী-৩.৯: স্বাভাবিক সরবরাহ ও সরবরাহে বিঘ্ন অবস্থায় দেশী পেঁয়াজের পাইকারী বাজারদর (মূল্য/কেজি)

সূচক	পঞ্চগড়	ঠাকুরগাঁও	দিনাজপুর	রংপুর	কুড়িগ্রাম	নীলফামারী	লালমনিরহাট	গাইবান্ধা	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	মূল্য পার্থক্য
স্বাভাবিক সরবরাহ	২১.০০	২২.০০	২৩.০০	২১.০০	২১.০০	২০.০০	২৩.০০	২১.০০	২০.০০	২৩.০০	৩.০০
সরবরাহ বিঘ্ন পরিস্থিতি	৭১.০০	৬৪.০০	৭২.৫০	৬৫.০০	৭৯.০০	৬১.০০	৭১.০০	৬৭.৫০	৬১.০০	৭৯.০০	১৮.০০

স্বাভাবিক সরবরাহ ও সরবরাহে বিঘ্ন অবস্থায় দেশী পেঁয়াজের পাইকারী বাজারদর (মূল্য/কেজি) চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল

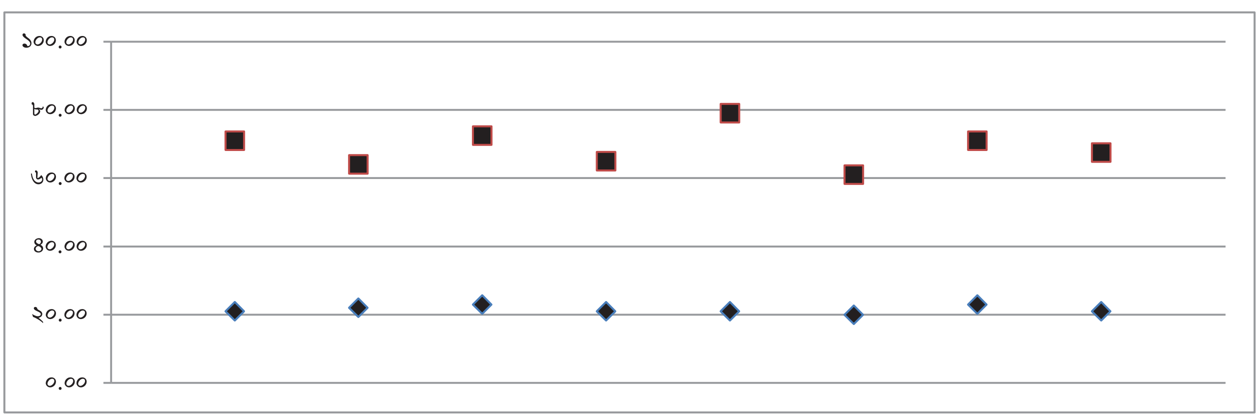

চিত্র-৩.২৬: স্বাভাবিক সরবরাহ ও সরবরাহে বিঘ্ন অবস্থায় দেশী পেঁয়াজের জেলাওয়ারী পাইকারী বাজারদর

আকস্মিক যোগান সংকটে বাজারে এই মূল্য বিশৃঙ্খলা খুবই স্বাভাবিক। এ সময় পণ্য প্রাপ্তিই প্রধান বিবেচ্য বিষয়, মূল্য অপেক্ষাকৃত উহ্য থাকে। উপরের ছকে দেখা যায়- স্বাভাবিক সরবরাহ বজায় থাকলে রংপুর বিভাগের আটটি জেলায়, আমদানীকৃত পেঁয়াজের ক্ষেত্রে জেলা হতে জেলার মূল্য পার্থক্য প্রতি কেজিতে বিরাজ করে ২.৫০ টাকা এবং দেশী পেঁয়াজের ক্ষেত্রে এটি ৩.০০ টাকা। কিন্তু, বর্তমান সরবরাহ সংকটের সময় এই পার্থক্য বেড়ে গেছে, আমদানীকৃত পেঁয়াজের ক্ষেত্রে এটি ১৩.০০ টাকা এবং দেশী পেঁয়াজের ক্ষেত্রে এটি ১৮.০০ টাকা। যে কারণে, স্বাভাবিক সরবরাহে দেশী ও আমদানিকৃত উভয় পেঁয়াজের মূল্য বিন্দু সমূহ প্রায় একই সরল রেখায় অবস্থান করলেও সরবরাহ বিঘ্ন অবস্থায় মূল্য বিন্দু সমূহ বিশৃঙ্খল অবস্থায় রয়েছে। জুন-২০১৯ মাসের পাইকারী বাজারদরকে স্বাভাবিক এবং অক্টোবর মাসের বাজারদরকে সরবরাহ বিঘ্ন অবস্থা হিসেবে টেবিল দুটি তৈরী করা হয়েছে।

উপরোক্ত টেবিলের জেলা হতে জেলার মূল্য পার্থক্য ‘বিপণন দক্ষতা’ (Marketing Efficiency)-র সূচকও বটে। দক্ষ বিপণন ব্যবস্থায় যে কোনো পণ্যর মূল্য কেবলমাত্র তাদের ‘পরিবহন খরচের’ তারতম্যে বিরাজ করবে। কিন্তু, টেবিলে দেখা যাচ্ছে, স্বাভাবিক সরবরাহে মূল্য পার্থক্য পরিবহন খরচের সমান (২.৫০-৩.০০ টাকা) হলেও বর্তমানে এই মূল্য পার্থক্য (১৩.০০-১৮.০০ টাকা) কেবলমাত্র পণ্যর পরিবহন খরচের পার্থক্যই নয় বরং পণ্য প্রাপ্তি, আমদানি মূল্যর জটিলতা, মজুতদারের প্রত্যাশা ইত্যাদি নানারকম অনিয়ন্ত্রিত চলক দ্বারা প্রভাবিত।

তবে, মূল্যর এই সংকট সাময়িক। কারণ, উদ্বৃত্ত ও ঘাটতির বিপণন একরুপ নয়। উভয় সময়ে বিপণন সংশ্লিষ্ট সকলের আচরণও একরুপ থাকে না। তাই সরবরাহ স্বাভাবিক হলে পুনরায়, বাজারে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে, মূল্য বিন্দুসমূহ যথারীতি একই সরলরেখায় অবস্থান করবে।

আমদানিকৃত পেঁয়াজের মূল্যের (x-1) সাথে দেশী পেঁয়াজের মূল্যের (x-2)

সহ-সম্পর্ক সহগ (correlation co-efficient) :

বিশ্লেষণে এটি স্পষ্ট যে, আমরা পেঁয়াজ উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারিনি। ফলে, অভ্যন্তরীন চাহিদা পূরণে প্রতিবেশী দেশ ভারত হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পেঁয়াজ নিয়মিত আমদানি করে থাকি। এক্ষেত্রে আমদানিকৃত পেঁয়াজের মাসিক গড় মুল্যের সাথে দেশী পেঁয়াজের মাসিক গড় মূল্যের কোন সম্পর্ক রয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য পরিসংখ্যানের সাধারণ সহ-সম্পর্ক সহগ (correlation co-efficient) নির্ণয় করা হয় [যেখানে আমদানিকৃত পেঁয়াজের মাসিক গড় মূল্যকে চলক-১ বা x-1 এবং দেশী পেঁয়াজের মাসিক গড় মূল্যকে চলক-২ বা x-2 ধরে সহ-সম্পর্ক সহগ নির্ণয় করা হয়েছে] যার মান ২০০১ হতে ২০০৮ সাল সময়কালে পাওয়া যায় .৯৯ ও ২০০৯ হতে ২০১৮ সাল সময়কালে পাওয়া যায় .৯২ এবং ২০০১ হতে ২০১৮ সাল সময়কালে পাওয়া যায় .৯৬। অর্থ্যাৎ, অন্যান্য সকল প্রভাবক বা চলক অপরিবর্তিত সাপেক্ষে ভারতের বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ সংকট জনিত কারণে মূল্য বৃদ্ধির ফলাফল আমাদের অভ্যন্তরীণ বাজারে মূল্যের উপর স্পষ্ট প্রভাব রেখে যায়।

অধ্যায়-৪

বাংলাদেশে পেঁয়াজের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভূমিকা

৪.১ পেঁয়াজ সংরক্ষণে অধিদপ্তরের ভূমিকা

বাংলাদেশে উৎপাদিত পেঁয়াজের ২৫-৩০% ক্ষতি হ্রাস, কৃষকদের উৎপাদিত পেঁয়াজ সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়নের মাধ্যমে ১০%-১৫% কৃষকদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি, অপ্রত্যাশিত বাজার দর বৃদ্ধি রোধে স্থানীয়ভাবে পেঁয়াজের বছরব্যাপী মজুত গড়ে তোলা, আমদানি নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে ২০০০টি সংরক্ষণ ঘর নির্মাণ, বাজার সংযোগ সৃষ্টিতে কৃষকদের সহায়তা করে দারিদ্র্য ১০% হ্রাস করা, প্রকল্প এলাকার ১০%-১৫% নারী কৃষকদের সংরক্ষণ পদ্ধতিতে সম্পৃক্ত করে কৃষিকে সমৃদ্ধ করার লক্ষে) 'কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের ১৫টি জেলার ৩৫টি উপজেলায় এ প্রকল্পের কার্যক্রম বিস্তৃত।

কৃষক বাঁশ, কাঠ, টিন, চাটাই দ্বারা নির্মিত কমপক্ষে ১০০-২০০ মণ পেঁয়াজ-রসুন সংরক্ষণ করা যায় এমন ঘরে সংরক্ষণ করা হবে। প্রতি ঘরেই ৬টি ফ্যানসহ পযাপ্ত ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা থাকবে। ঘর নির্মাণের জন্য আগ্রহী কৃষকদের বাড়ির আঙ্গিনায় ৩৭৫ বর্গফুটের সংরক্ষণ ঘর নির্মাণ করা হবে। যে কৃষকের বাড়িতে ঘর নির্মাণ করা হবে পেয়াজ-রসুন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তিনি অগ্রাধিকার পাবেন। এ পদ্ধতিতে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করলে সংগ্রহোত্তর ক্ষতির পরিমাণ কমে যাবে। তাছাড়া, পেঁয়াজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলে বাজার মূল্য অস্থিতিশীল হবে না। নির্মিত ঘরের পাশ্ববর্তী আগ্রহী ৫টি কৃষক পরিবার নিয়ে ১০ জনের দল গঠন করা হবে। ৫টি পরিবারের ১ জন করে পুরুষ এবং ১ জন করে মহিলা সদস্য থাকবে।

৪.২ বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণে অধিদপ্তরের ভূমিকা

দেশে উৎপাদিত পেঁয়াজের চাহিদা মিটে না বিধায় পেঁয়াজ আমদানির মাধ্যমে চাহিদা মেটানো হয়। আর এ কারণেই বাজার মূল্যের ব্যাপক উঠানামা পরিলক্ষিত হয়। এ বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণে প্রায়ক্ষেত্রে সরকারের প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহন করা হয়। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ অনুযায়ী বিভিন্ন কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করার সুযোগ রাখা হয়েছে যেন অযাচিত বাজার মূল্যের উত্থান-পতন রোধ করা যায়। ২০২০ সালে ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দিলে বাজারে হঠাৎ করে পেঁয়াজের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেতে থাকলে অধিদপ্তর হতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার পর্যালোচনা, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করে পণ্যের চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে। এই চাহিদার বিপরীতে দেশের উৎপাদন, আমদানির পরিমাণ আমদানির মূল্য বিবেচনা করে পাইকারি এবং খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হয় এবং বিকল্প দেশ হতে পেঁয়াজ আমদানি করা হয়। এছাড়া বাজার নিয়ন্ত্রণে ভ্রাম্যমাণ আদালতসহ নিয়মিত বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। তাছাড়া পেঁয়াজ এর বাজারমূল্য যেহেতু আমদানি দ্বারাও প্রভাবিত হয়, তাই মৌসুমে ০৪ (চার) মাস, ফেব্রুয়ারি হতে মে মাস পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ রাখা এবং বছরের যে সময় পেঁয়াজের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং দেশিয় পেঁয়াজের সরবরাহ কমে যায় সে সময়কে চিহ্নিত করে পূর্ব থেকেই (সাধারণত আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে আমদানির অনুমতি দেয়া যেতে পারে) প্রয়োজনীয় আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ করার নীতিগত পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

অধ্যায়-৫

সুপারিশ এবং উপসংহার

৫.১ সুপারিশ

- চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধি করা। প্রধান প্রধান পেঁয়াজ উৎপাদনকারী জেলাগুলো ছাড়াও অন্যান্য জেলাসমুহে পেঁয়াজ চাষ সম্প্রসারণ করা। বিশেষ করে পাহাড়ি এবং হাওড় এলাকায় পেঁয়াজ চাষ সম্প্রসারণ করা যেতে পারে;
- পেঁয়াজ চাষীদের সহজ শর্তে স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা এবং প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদের পেঁয়াজ চাষে উদ্বুদ্ধ করা;
- পেঁয়াজের উচ্চ ফলনশীল নতুন নতুন জাতসমুহের পর্যাপ্ত বীজ উৎপাদন ও কৃষকদের নিকট সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমদানি নির্ভরতা হ্রাস করার নিমিত্ত উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- আখের সাথী ফসল হিসেবে পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ;
- শীতকালীন পেঁয়াজের সাথে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- পেঁয়াজের সংগ্রহ পরবর্তী ক্ষতি হ্রাস করার জন্য সংগ্রহ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করা;
- পেঁয়াজ সংরক্ষণের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে বিজ্ঞানসম্মত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- প্রধান প্রধান পেঁয়াজ উৎপাদন এলাকায় কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজের আধুনিক সংরক্ষণাগার নির্মাণের ব্যবস্থা করা;
- মৌসুমে ০৪ (চার) মাস, ফেব্রুয়ারি হতে মে মাস পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ রাখা;
- আপদকালীন সময়ে কৃষকদের নিকট থেকে সরকারীভাবে পেঁয়াজ ক্রয় ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঘাটতির সময় বাজারে সরবরাহের মাধ্যমে পেঁয়াজের বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখা;
- পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার নির্মাণের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ সহায়তা প্রদান;
- বছরের যে সময় পেঁয়াজের চাহিদা বৃদ্ধি পায় সে সময়কে চিহ্নিত করে পূর্ব থেকেই প্রয়োজনীয় আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- সাধারণত আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে আমদানির অনুমতি দেয়া যেতে পারে;
- ব্যবসায়ীরা যাতে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মূল্য বৃদ্ধি করতে না পারে সে ব্যাপারে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে;
- অধিদপ্তর কর্তৃক বাজার মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে। প্রশাসনের উদ্যোগে বাজার মনিটরিং আরও জোরদার করতে হবে; এবং
- বিশেষ করে কোভিড-১৯ কালীন সময় সাপ্লাই চেইন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখতে হবে।

৫.২ উপসংহার

সাপ্লাই চেইন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে ও সময়মত আমদানি অব্যাহত থাকলে পেঁয়াজের মূল্য স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে বলে আশা করা যায়। অপরদিকে যেন কৃষকও ভাল দাম পেতে পারে ও পেঁয়াজ উৎপাদনে তাঁদের উৎসাহ বজায় থাকে। তবে শুধু আমদানির মাধ্যমে দেশের ঘাটতি পূরণ করা হলে সময় সময় বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা দুরহ হয়ে পড়ে এবং বাজারে অস্থিতিশীল অবস্থা তৈরি হয়। তাই বাজারমূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে পেঁয়াজের দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে এবং সংরক্ষণ পদ্ধতির প্রসার ঘটাতে হবে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দেশে পেঁয়াজের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আমরা পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করতে পারব।

সংযুক্তি-১ বিভিন্ন দেশে পেঁয়াজের মূল্য পরিস্থিতি

Select Region: Africa | America | Asia | Europe | Oceania

1.	Japan	2.84 $
2.	Puerto Rico	2.76 $
3.	South Korea	2.71 $
4.	Switzerland	2.70 $
5.	Norway	2.66 $
6.	Hong Kong	2.62 $
7.	United States	2.60 $
8.	Malta	2.45 $
9.	France	2.42 $
10.	Taiwan	2.36 $
11.	Dominican Republic	2.29 $
12.	Canada	2.16 $
13.	Panama	2.15 $
14.	Jamaica	2.13 $
15.	Costa Rica	2.02 $
16.	Australia	1.98 $
17.	El Salvador	1.96 $
18.	Philippines	1.96 $
19.	Indonesia	1.95 $
20.	Singapore	1.90 $
21.	New Zealand	1.76 $
22.	Ghana	1.74 $
23.	Austria	1.69 $
24.	Denmark	1.68 $
25.	Finland	1.65 $
26.	Iceland	1.63 $
27.	Italy	1.57 $
28.	Germany	1.56 $
29.	Ireland	1.49 $
30.	Belgium	1.46 $

https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_price_rankings?itemId=119

6/28/2021 Price Rankings by Country of Onion (1kg) (Markets)

31.	Sweden	1.45 $
32.	Uruguay	1.44 $
33.	Guatemala	1.43 $
34.	Nigeria	1.39 $
35.	Spain	1.37 $
36.	United Kingdom	1.37 $
37.	Slovenia	1.34 $
38.	Chile	1.29 $
39.	Trinidad And Tobago	1.29 $
40.	Libya	1.27 $
41.	Honduras	1.25 $
42.	Israel	1.24 $
43.	South Africa	1.22 $
44.	Netherlands	1.22 $
45.	Portugal	1.20 $
46.	Ecuador	1.19 $
47.	Thailand	1.10 $
48.	Mexico	1.08 $
49.	Palestine	1.03 $
50.	Cyprus	1.02 $
51.	Saudi Arabia	0.99 $
52.	Qatar	0.99 $
53.	Vietnam	0.97 $
54.	Hungary	0.96 $
55.	China	0.96 $
56.	Brazil	0.95 $
57.	Malaysia	0.95 $
58.	Bahrain	0.93 $
59.	Greece	0.92 $
60.	Bolivia	0.92 $
61.	Slovakia	0.91 $
62.	Kenya	0.91 $
63.	Czech Republic	0.91 $
64.	Oman	0.89 $
65.	Kuwait	0.88 $
66.	Montenegro	0.88 $
67.	Croatia	0.87 $
68.	Paraguay	0.85 $
69.	United Arab Emirates	0.83 $
70.	Poland	0.82 $
71.	Bosnia And Herzegovina	0.81 $
72.	Colombia	0.78 $
73.	Sri Lanka	0.77 $
74.	Jordan	0.76 $
75.	Ethiopia	0.75 $
76.	Bulgaria	0.73 $
77.	Peru	0.69 $
78.	Iraq	0.67 $
79.	Romania	0.67 $
80.	Iran	0.66 $
81.	Latvia	0.63 $
82.	Kosovo (Disputed Territory)	0.63 $
83.	Bangladesh	0.61 $
84.	Albania	0.60 $
85.	North Macedonia	0.60 $
86.	Estonia	0.60 $
87.	Armenia	0.57 $
88.	Serbia	0.56 $
89.	Lithuania	0.56 $
90.	Nepal	0.55 $
91.	Belarus	0.55 $
92.	Morocco	0.50 $
93.	India	0.49 $
94.	Tunisia	0.49 $
95.	Russia	0.46 $
96.	Moldova	0.44 $

https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_price_rankings?itemId=119

6/28/2021 Price Rankings by Country of Onion (1kg) (Markets)

97.	Syria	0.43 $
98.	Azerbaijan	0.42 $
99.	Egypt	0.39 $
100.	Algeria	0.37 $
101.	Pakistan	0.35 $
102.	Kazakhstan	0.33 $
103.	Ukraine	0.33 $
104.	Uzbekistan	0.31 $
105.	Afghanistan	0.29 $
106.	Turkey	0.25 $
107.	Lebanon	?

সংযুক্তি-২

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সাথে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের তুলনামুলক ৬৪টি জেলায় পেঁয়াজ আবাদকৃত জমি পরিমাণ, উৎপাদনের পরিমাণ ও একর প্রতি ফলন দেখানো হলো:

ক্র. নং	জেলার নাম	২০২০-২০২১			২০১৯-২০২০		
		আবাদকৃত জমি (হেক্টর)	উৎপাদন (মে. টন)	ফলন (মে. টন)	আবাদকৃত জমি (হেক্টর)	উৎপাদন (মে. টন)	ফলন (মে. টন)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	ঢাকা	৪১৫	২৮৮৮	৮.৩০	৩৭২	২১৭৫	৫.৮৫
২	নারায়ণগঞ্জ	৪০৫	৪০৯৭	৯.৭১	৩৯৯	৩৭৩১	৯.৩৫
৩	গাজীপুর	৩১৫	৩২৩৬	৮.৮০	২২৭	১৩৯৯	৬.১৬
৪	নরসিংদী	২৮৬	২৯০৯	৯.৭৫	৪১৭	৩২৭৯	৭.৮৬
৫	মুন্সিগঞ্জ	১৯০	১৭৪৯	৯.২১	১৪৭	১৩০৯	৮.৯০
৬	মানিকগঞ্জ	৫৯৫৪	৬৯৫৬৫	১০.৬০	৪৭৩৩	৩১৯৬২	৬.৭৫
৭	টাংগাইল	৮৪০	১০৮১৭	১১.০০	৬৫১	৫২৫০	৮.০৬
৮	কিশোরগঞ্জ	৭৫০	৭৫৬৭	১১.০০	৭২৯	৫০১৪	৬.৮৮
৯	ময়মনসিংহ	৭৫০	৬০৩০	১০.০০	৫৪০	৫২১২	৯.৬৫
১০	জামালপুর	২৫৩২	২৬৮৭০	৯.১০	২৪৫৪	২০৩০০	৮.২৭
১১	শেরপুর	৮৩৮	৯০৩৮	১১.০০	৭৪০	৫৪২০	৭.৩২
১২	নেত্রকোনা	৩৮০	৩৮০০	১০.০০	৩১৭	২৫০১	৭.৮৯
১৩	কুমিল্লা	৫৯৮	৫২০০	১২.০০	৪৭০	৩৯০৩	৮.৩০
১৪	চাঁদপুর	১২২৮	৮৪৩২	৯.০০	১৫৬৩	১১৮০১	৭.৫০
১৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৬৭৪	৪৮৮২	৮.০৫	১১২০	৮৭৯২	৭.৮৫
১৬	সিলেট	৩৭০	২৫৩৫	৬.৭০	৩৫০	১৯২৫	৫.৫০
১৭	মৌলভীবাজার	৭৩	৫২৩	৬.৭০	৮৫	৫৫৩	৬.৫০
১৮	হবিগঞ্জ	৭৮	৫৩৩	৬.৭০	৭৬	৪৩৪	৫.৭১
১৯	সুনামগঞ্জ	২৫৯	১৮৬২	৬.৭০	২৬৩	১৬৫৭	৬.৩০
২০	চট্রগ্রাম	৪৫	৩৬৪	৭.৫০	৪৪	২৮০	৬.৩৫
২১	কক্সবাজার	৮৫	৬৩০	৭.১৫	৬৫	৩৭৮	৫.৮১
২২	নোয়াখালী	২৬০	১৯৮৪	৭.০২	২০৮	১৩৪৮	৬.৪৮
২৩	ফেনি	১০	১০০	৯.৫০	৬	৫৪	৮.৯৬
২৪	লক্ষীপুর	১৭০	১৬৪৭	৯.৫০	১০৩	৮৪৭	৮.২২
২৫	রাংগামাটি	৮১	৬৮১	৭.৫০	৮১	৫৮৫	৭.২৩
২৬	খাগড়াছড়ি	৭০	৪১৭	৭.৮০	৬২	৪৬০	৭.৪৩
২৭	বান্দরবান	৪৪	৩৬৮	৮.২০	৪১	৩১৩	৭.৬৩
২৮	রাজশাহী	১৭৯৯৩	৩১৪১৩৯	১০.৫০	১৬১৯১	১৬৪৩০৯	১০.১৫
২৯	নওগা	৪২৪৪	৫০২৮৯	১০.৫০	৩৯৬০	৩৫৭১২	৯.০২
৩০	নাটোর	৪৬১৩	৭০৭৬৪	১০.৫০	৪৫০০	৫১৬০৯	১১.৪৭

সূত্র: ডিএই

ক্র. নং	জেলার নাম	২০২০-২০২১			২০১৯-২০২০		
		আবাদকৃত জমি (হেক্টর)	উৎপাদন (মে. টন)	ফলন (মে. টন)	আবাদকৃত জমি (হেক্টর)	উৎপাদন (মে. টন)	ফলন (মে. টন)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩১	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	৩০৭০	৪৮০৮০	১০.৫০	২৯৬৫	২৯৮২৯	১০.০৬
৩২	বগুড়া	৪০২০	৩৫৭৫৩	১১.৫০	৩৮৬৫	৪০৪৫৯	১০.৪৭
৩৩	জয়পুরহাট	১০০০	৯০০৮	১০.৩০	৯৪৮	৯৩১২	৯.৮২
৩৪	পাবনা	৫২৬৪০	৭১৯৩৭৪	১২.১২	৫২০৩২	৬০১৫১৪	১১.৫৬
৩৫	সিরাজগঞ্জ	১৩৬০	১০৩৬০	৯.৮০	১৩৬০	১২৩৭৭	৯.১০
৩৬	রংপুর	২৫১০	৩৬২৪০	১০.৫০	২৩৮৫	২৪৭৬০	১০.৩৮
৩৭	গাইবান্ধা	২০০০	২৪৩৪৩	৯.৫০	১৩৯০	১২৯০৬	৯.২৮
৩৮	কুড়িগ্রাম	২৯৩৫	২৮০৮০	৯.০০	২৮৭৯	২৩৮১২	৮.২৭
৩৯	লালমনিরহাট	৮৭৫	৯৫১১	১০.৯০	৭৭৫	৮৪৪৭	১০.৯০
৪০	নীলফামারী	১৪৩০	১১৪৯৭	৯.৭২	১২১৮	১১০১৫	৯.০৪
৪১	দিনাজপুর	২৬৬০	২৫৪৪৭	১০.০১	২২৩০	২১৪১২	৯.৬০
৪২	ঠাকুরগাও	৯৭৫	১০২৭১	৯.৯৬	৮১৭	৬৯৪৫	৮.৫০
৪৩	পঞ্চগড়	২৫৬৫	২৩৯৭৮	১০.০০	২১৫০	২০৭১৮	৯.৬৪
৪৪	যশোর	১৭০০	২১৮১৪	১২.০৩	১৬৩৩	১৭৮৩৫	১০.৯২
৪৫	ঝিনাইদহ	৯০৫০	১৬৮৮৩৪	১৫.০০	৮৭৫০	১০৪০৫৭	১১.৮৯
৪৬	মাগুড়া	৯৬১৫	১৩৯৫৬০	১৪.০০	৯৩১৫	১০৩২০০	১১.০২
৪৭	কুষ্টিয়া	১২৪৪০	১৬৭৭৮১	১৪.০০	১২৬৪০	১৩৭৩৬৬	১০.৮৭
৪৮	চুয়াডাংগা	১২১০	১৯২৯৬	১৫.০০	১০১০	১৩০৯৪	১২.৯৬
৪৯	মেহেরপুর	২৩৬৫	৭৪৯৯১	১৭.০০	২২২৭	২৬৪৩৪	১১.৮৭
৫০	খুলনা	৩৭০	২৫৬০	৭.৬০	২৯৩	২২০৪	৫২৩৩
৫১	বাগেরহাট	১৯০	১২৮৫	৭.৩৪	১৪৪	৭৯৯	৫.৫৫
৫২	সাতক্ষীরা	৭৬৫	৫৮৭১	৭.৪২	৫৬৬	২৯৭৪	৫.৫২
৫৩	নড়াইল	৭৯৫	৭৭১৯	৮.২০	৬১৫	৫০০০	৮.১৩
৫৪	বরিশাল	৪৫০	৩৩৫১	৯.৮০	২৩৮	২৩০২	৯.৬৭
৫৫	পিরোজপুর	১০৭	৭৯৪	৮.৭০	৯৬	৮০৮	৮.৪২
৫৬	ঝালকাঠি	৮	৫০	৮.৫০	৮	৬৬	৮.১৯
৫৭	পটুয়াখালী	১০০	৯৪৪	৯.২৫	৮৯	৮০৬	৯.০৫
৫৮	বরগুনা	২৫	৩০১	৮.৬০	২৩	১৯৩	৮.৩৭
৫৯	ভোলা	৯০০	৭৩৪৫	৯.৫১	৬৩৪	৫৯৭০	৯.৪২
৬০	ফরিদপুর	৪১০০০	৫৯৩৭২১	১২.৮২	৪১২৯১	৪৯১০৭৪	১১.৮৯
৬১	মাদারীপুর	৬০০০	৬৫৮৩৭	১০.৭০	৫০২৪	৪৫৪৬০	৯.০৫
৬২	গোপালগঞ্জ	৪৭৬০	৫৫১৪১	১১.০০	৩৯৭৪	৪০২১৮	১০.১২
৬৩	রাজবাড়ি	৩২০০০	৩৭৬৮৮৪	১১.২০	৩০১৩৭	৩৩৪৯৮৫	১১.১২
৬৪	শরিয়তপুর	৩৫০০	৪২১২০	১১.০০	৩৩৩৫	২৯৭৪৫	৮.৯২

সূত্র: ডিএই

সারণী- ২.৫: বছরওয়ারী উৎপাদনের পরিমাণ

বিবরণ	উৎপাদনের পরিমাণ (লক্ষ মে. টন)
২০১২-২০১৩	১৩.৫৮
২০১৩-২০১৪	১৭.০১
২০১৪-২০১৫	১৯.৩০
২০১৫-২০১৬	২১.৩০
২০১৬-২০১৭	২১.৫৩
২০১৭-২০১৮	২৩.৩০
২০১৮-২০১৯	২৩.৩১
২০১৯-২০২০	২৫.৬১
২০২০-২০২১	৩৩.৬২

উৎস : ডিএই

লক্ষ মে.টন

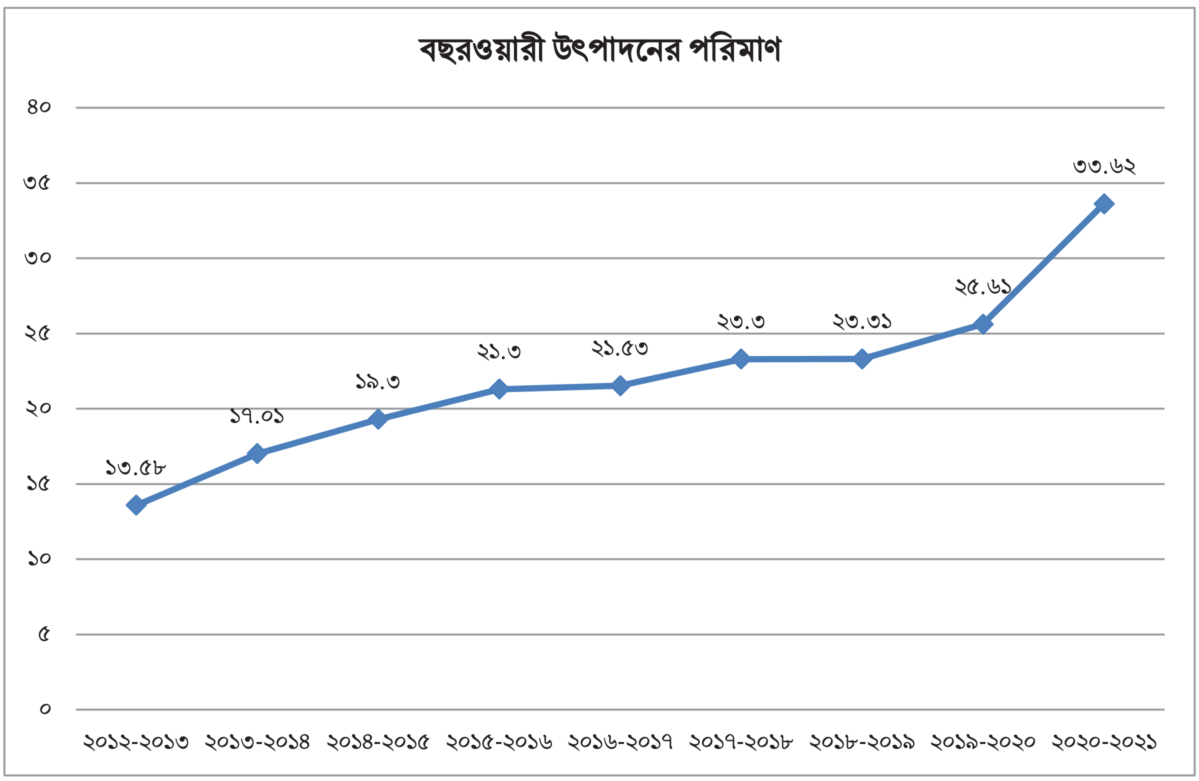

চিত্র- ২.৫: বছরওয়ারী উৎপাদনের পরিমাণ

উপরোক্ত ছকে দেখা যায় যে, ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৩.৫৮ লক্ষ মে.টন, যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে ৩৩.৬২ লক্ষ মে.টনে।

২.২.৩ উৎপাদনস্থল

বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই পেঁয়াজ চাষ হয়। প্রধান প্রধান পেঁয়াজ উৎপাদনকারী জেলাগুলো হলো- পাবনা, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুড়া, নাটোর, বগুড়া, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, শরিয়তপুর, মেহেরপুর, রংপুর ও নওগা। প্রতি বছর পেঁয়াজ উৎপাদনের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অধিক উৎপাদনকারী জেলা

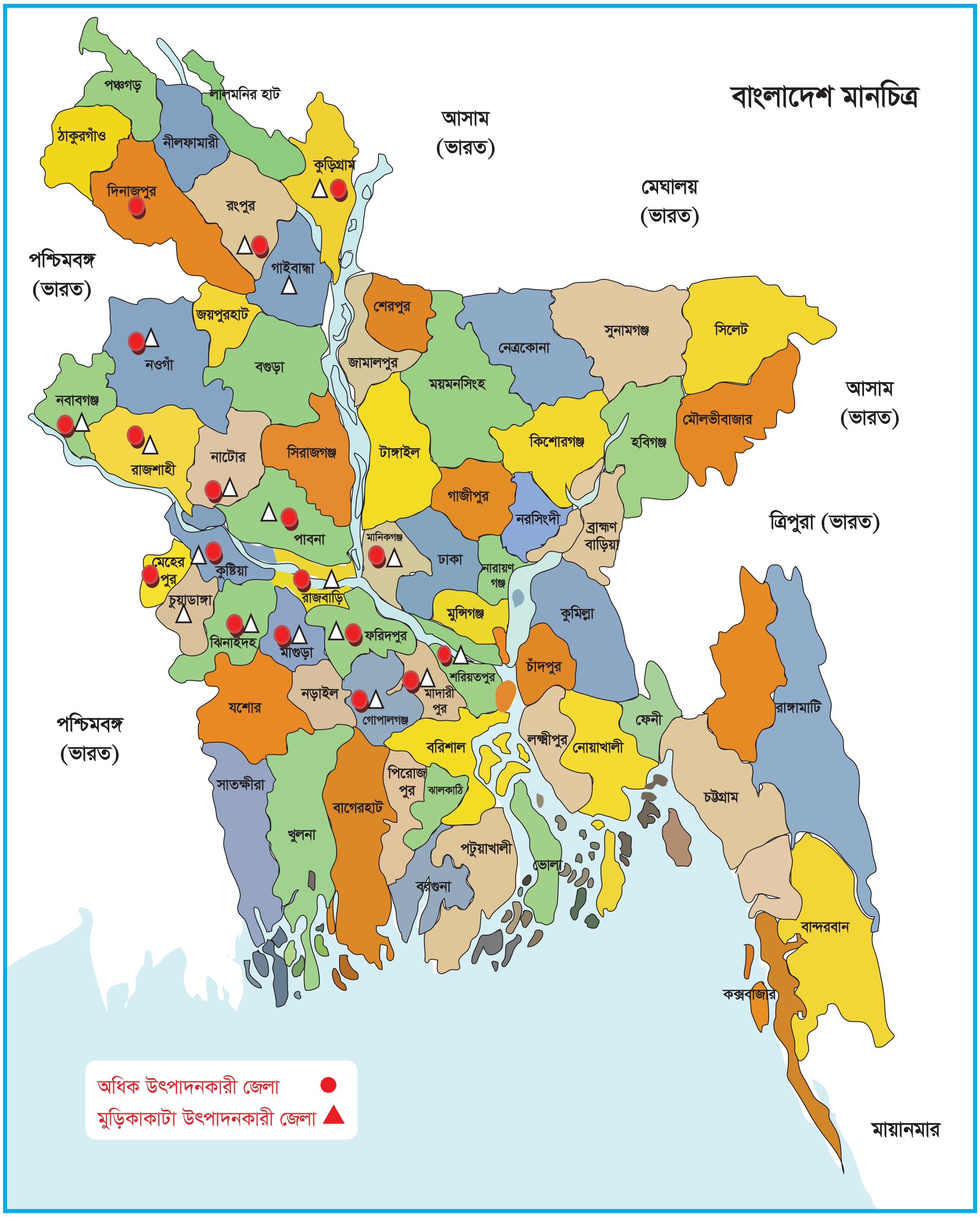

চিত্র- ২.৬: প্রধান প্রধান পেঁয়াজ উৎপাদনকারী জেলা

তথ্যসূত্র:

১. কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
২. কৃষি সম্প্রসাণ অধিদপ্তর (ডিএই)
৩. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)
৪. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন
৫. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৬. ঢাকা ট্রিবিউন
৭. কালের কণ্ঠ
৮. হাউসহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে ২০১৬ প্রতিবেদন
৯. ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট
১০. নুম্বিও ডট কম
১১. **TRIDGE**

সদাই

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ডিজিটাল বাজার

গুগল প্লে-স্টোর থেকে মোবাইল এ্যাপসটি ডাউনলোড করে ক্রেতা এবং বিক্রেতাগণ রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত কৃষক বিপণন দলের সদস্য এবং উদ্যোক্তাগণ এ এ্যাপসটি ব্যবহার করে তাদের পণ্যের বিপণন কার্যক্রম চালাতে পারবেন।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা
www.dam.gov.bd